'শাপর্ণা' সর্ব ভারতীয় শাড়ী, কুর্তি, প্রভৃতির খুচরো এবং পাইকারী বিক্রয় কেন্দ্র (AC Show Room)
[কেনাকাটার সাথে পুরী যাতায়াতের দুটি ফ্রি ট্রেন টিকিটের সুযোগ। * শর্তাবলী প্রযোজ্য]
ঠিকানা
৩৮৯, রাণী রাসমণি বাগান,
সন্তোষপুর, যাদবপুর, কোলকাতা-৭০০ ০৭৫
মোবাইল : ৯৬৭৪৩৬২৯৫৪
(হোয়াটস অ্যাপ)/৮০১৭৮২৬১৩৮

৫০ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৫২ বর্ষ, ২৭ সংখ্যা, ১৪ বৈশাখ – ২০ বৈশাখ, ১৪২৫ ঃ ২৮ এপ্রিল – ৪ মে, ২০১৮

Kolkata : 52 year : Vol No.: 52, Issue No. 27, 28 April - 4 May, 2018 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

রত্নমালা
গ্রহরত্ন ও সেরা জ্যোতিষ সংস্থা
আসল গ্রহরত্নের পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা
মিনি মার্কেট, ১২ নং রেলগেট,
বারাসাত, কোলকাতা-১২৪
মোবাইল – ৯৮৩০৯ ৭১৩২৭
ফোন : ২৫৪২ ৭৭৯০

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে এই প্রথম সুপ্রিম কোর্টের

প্রধান বিচারপতিকে সরানোর জন্য ইমপিচমেন্ট প্রস্তাব এনে নজির তৈরি করলেন কংগ্রেস, দুই বাম দল, সপা-বসপা সহ উচ্চকক্ষের ৭১ জন সাংসদ। যদিও এই প্রস্তাব খারিজ করে দেন রাজ্যসভার চেয়ারম্যান। ফুঁসছে কংগ্রেস।

রবিবার : নাবালিকা ধর্ষণে অপরাধীদের মৃত্যুদণ্ডের অধ্যাদেশ

পাশ করে দিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা। ১২ বছর পর্যন্ত মৃত্যুদণ্ড, ১৬ বছরের কম হলে সর্বনিম্ন ২০ বছর ও সর্বোচ্চ যাবজ্জীবন। এমনকি অপরাধীদের আগাম জামিনও বাতিল হল এই অধ্যাদেশে।

সোমবার : সিবিএসইর নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির ২০১৮-

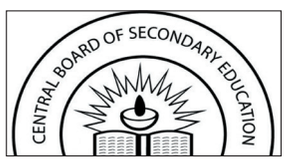

১৯ পাঠক্রমে বাধ্যতামূলক হচ্ছে খেলাধুলা। প্রতিদিন থাকবে একটি করে পিরিয়ড। এজন্য দেওয়া হবে গ্রেডও।

মঙ্গলবার : ফের মুখ পুড়ল বাংলার। আসন্ন পঞ্চায়েত

নির্বাচনে মনোনয়নের বাড়তি একদিনেও রক্তাক্ত হল গ্রামবাংলা। সাংবাদিকরাও হলেন নিগৃহীত, লাঞ্ছিত। পুলিশ দর্শকের ভূমিকায়।

বুধবার : সুপ্রিম কোর্টের কলেজিয়ামের সুপারিশ মতো

আরও চারজন বিচারপতি নিয়োগ হতে চলেছে কলকাতা হাইকোর্টে। শীঘ্রই বিজ্ঞপ্তি জারি করতে পারে কেন্দ্রীয় সরকার। এত করেও বিচারপ্রার্থীদের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়ল না। ফের কর্মবিরতি বাড়ল ১১ মে পর্যন্ত।

বৃহস্পতিবার : ধর্ষণের দায়ে অভিযুক্ত হয়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

হল স্বঘোষিত ধর্মগুরু আসারাম বাপুর। এছাড়াও অন্য দুই অভিযুক্তের ২০ বছর করে কারাদণ্ড হয়েছে।

শুক্রবার : অনেক টালবাহানার পর অবশেষে সেই সরকারের এক

দিনে পঞ্চায়েত ভোট করার প্রস্তাবে সায় দিল রাজ্য নির্বাচন কমিশন। নিরাপত্তার প্রশ্ন ঝুলিয়ে রেখে ১৪ মে হবে পঞ্চায়েত ভোট। ফল ঘোষণা সতেরোয়।

● সবজান্তা খবরওয়ালা

ফের শিল্পে ইন্দ্রপতনের আশঙ্কা

ব্রেথওয়েট ইঞ্জিনিয়ারিং ধুঁকছে

মলয় সুর

ব্রেথওয়েট লিমিটেড কোম্পানি এখন প্রায় ধুঁকছে। হুগলির ভদ্রেশ্বর অ্যাঙ্গাসে অবস্থিত এই রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা ১৯৭১ সালে স্বীকৃতি পায়। যার মূল কারখানা রয়েছে কলকাতার হাইড রোডে। ব্রেথওয়েট কারখানায় মূলত রেলের চেসিস বা বগি তৈরি হয়। এছাড়া ওয়াগান রিপ্রেয়ারিং করা হয়। সংস্থার কর্মীদের বক্তব্য, রেলের হরেক কাজের জন্যই এই সংস্থাটি তৈরি করা হয়েছিল। এ রাজ্যে যে কটি রেলের নির্মাণ কাজে অংশ নিয়েছে তাদের মধ্যে ব্রেকওয়েট ভারি ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা অন্যতম। একসময় অ্যাঙ্গাসের এই শাখায় পাঁচ হাজার শ্রমিক কর্মী ছিলেন। বর্তমানে তা ১০০ জনের কাছাকাছি রয়েছে। ২০০১-২ বর্ষ থেকে কর্মীদের স্বেচ্ছাবসর গ্রহণের হিড়িক পড়ে

যায়। এরপরই পরিস্থিতি বদলাতে শুরু করে। সংস্থাটি লাভজনক মুনাফা সংস্থা ছিল।

কিন্তু রেলের অর্ডার না পাওয়ার জন্য সংস্থার আর্থিক স্বাস্থ্যকে রুগ্ন দেখানো হয়। শ্রমিকরা ক্রমশ কাজ হারাতে শুরু করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ব্যান্ডেল সাহাগঞ্জের ডানলপ রাবার কারখানার সঙ্গে ব্রেথওয়েট কারখানার যথেষ্ট মিল রয়েছে। তৎকালীন কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় ইস্পাত মন্ত্রী সন্তোষ মোহন দেব অর্ডারের বরাত বাড়িয়ে দেন। এই শাখা কলকাতা গড়ের মাঠে অফিস লিগে ভলিবল, ফুটবলে নিয়মিত খেলত। বর্তমানে সব কাজকর্ম কনট্রাক্টরের অস্থায়ী শ্রমিকদের মাধ্যমে কাজ হয়। ব্রেথওয়েট ভারি ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পকে ইচ্ছাকৃতভাবে রুগ্ন সংস্থায় পরিণত করা হয়। রেলের বিভিন্ন কাজ ছাড়াও ব্রিজ নির্মাণে ব্রেথওয়েট সংস্থার বিরাট নাম রয়েছে। ভদ্রেশ্বরে ব্রেথওয়েটের শাখাটি বেশ কয়েক একর জমির উপর রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে কোয়ার্টার, সুইমিং পুল, গল্ফ খেলার মাঠ। এছাড়া ফুলের বাগান ও বিভিন্ন প্রজাতির ফলের গাছ। এখানে বহু বছর ধরেই কোনও স্থায়ী পদে নিয়োগ সংক্রান্ত প্রক্রিয়া হয়নি। একমাত্র কনট্রাক্টরের মাধ্যমে অস্থায়ী লেবার দ্বারা কাজ চলছে। এ নিয়ে সরব হয়নি কর্মী ইউনিয়নগুলি। একসময় কারখানা জোরকদমে চলে। সেইদিনের পুরনো দিনগুলোর ছবি অনেকের সামনে চোখ বুঝলেই ভেসে ওঠে। তবু তারা আশায় আছেন সেই সুদিনের দিনগুলির জন্য। কাজ করবেন তাঁদের মতো শ্রমিকরা। বড় পরিবর্তন আসবে এলাকার অর্থনীতিতে।

সরকারি উদাসীনতায় হাসপাতাল বন্ধ, ক্ষোভ

কল্যাণ রায়চৌধুরী

রাজ্যব্যাপী বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড সত্ত্বেও, উত্তর চব্বিশ পরগনার গোবরডাঙা গ্রামীণ হাসপাতালকে কেন্দ্র করে, স্থানীয় গ্রামীণ ভোটের একাংশের প্রতিফলন ঘটতে পারে শাসকদলের বিরুদ্ধে। কারণ ২০১৪ সালের ৪ নভেম্বর থেকে এই হাসপাতালটি বন্ধ হয়ে থাকার জন্য প্রায় দেড় শতাধিক গ্রামের প্রায় পাঁচ লক্ষাধিক মানুষ দুর্ভোগের শিকার। ফলে সংশ্লিষ্ট জনমানসে একটা ক্ষোভ জমে আছে। সেই ক্ষোভেরই প্রতিফলনের সম্ভাবনার অভিমতই ব্যক্ত করেন সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞমহল। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং স্বাস্থ্যমন্ত্রীও বটে। একারণে গতবছর বারাকপুরের প্রশাসনিক সভায় তিনি এলে গোবরডাঙার আপামর মানুষ আশা করেছিল যে, মুখ্যমন্ত্রী গোবরডাঙা হাসপাতালটি চালু করার ব্যাপারে উদ্যোগ নেবেন। গোবরডাঙাবাসীর পক্ষ থেকে গোবরডাঙা পুরসভার পুরপ্রধান সুভাষ দত্ত হাসপাতালটি চালু করার ব্যাপারে অনুরোধ করে বিপাকে পড়েন। তাঁকে 'হাসপাতাল হবে না' বলে মুখ্যমন্ত্রী বলে দেন। এরপর রাস্তায় নামে সাধারণ মানুষ সহ তৃণমূলের কর্মী সমর্থকরা। গোবরডাঙা পুর উন্নয়ন পরিষদের ডাকে এলাকায় বনধও

গোবরডাঙা

পালিত হয়। এর ফলস্বরূপ দলীয় নির্দেশে পুরপ্রধানের পদ থেকে সরে যেতে হয় সুভাষবাবুকে। পরে দলের অভ্যন্তরে অন্তর্ঘাত হতে পারে এহেন আশঙ্কায় পুনরায় পুরপ্রধানের পদে পুনর্বহাল করা হয় সুভাষ দত্তকে। সাম্প্রতিক বারাসতের প্রশাসনিক বৈঠকেও মুখ্যমন্ত্রী গোবরডাঙা হাসপাতাল নিয়ে কোনও উচ্চবাচ্য না করায় গোবরডাঙা ও তৎসংলগ্ন এলাকাবাসীর মধ্যে একটা চাপা ক্ষোভের সৃষ্টি হয়, বলে বিশ্লেষকমহলের অভিমত।

এ বিষয়ে গোবরডাঙা বার্তার সম্পাদক তথা গোবরডাঙা পুরপ্রধান পরিষদের সহ সভাপতি পবিত্র মুখোপাধ্যায় বলেন, '১৯৪৩ সালে ফ্যামিলি ইমারজেন্সি রিলিফ নামে গোবরডাঙা টাউন হলে এই হাসপাতালের সূচনা হয়। এভাবে চলে প্রায় দশ বছর। এরপর গোবরডাঙার মিত্র ও বসু এই দুই পরিবারের লোকেরা সাড়ে দশ বিঘে জমি দান করলে উপ সহায়ক স্বাস্থ্যকেন্দ্র নাম নিয়ে বর্তমান জায়গায় এটি উঠে আসে। সে সময় এটি দশ শয্যা বিশিষ্ট ছিল। সত্তর দশকের শেষদিকে এটির অবস্থা বেহাল হয়ে পড়ে। ১৯৮১ সালে গোবরডাঙায় স্বাস্থ্যকেন্দ্র উন্নয়ন কমিটি গঠিত হয়। যা পরবর্তীতে গোবরডাঙা পুর উন্নয়ন পরিষদ হয়।

এরপর পাঁচের পাতায়

গোয়েন্দা সূত্রের খবর

প্রাণঘাতী ভোট সংঘর্ষের আশঙ্কা

কুনাল মালিক

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ২৯টি ব্লকের মধ্যে আলিপুর সাব ডিভিশনের বজবজ-১ ও ২, বিষ্ণুপুর-১ ও ২, ঠাকুরপুকুর মহেশতলা, ডায়মন্ড হারবার সাব ডিভিশনের ফলতা, ডায়মন্ড হারবার-১ ব্লকে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে কার্যত শাসক তৃণমূল বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করতে চলেছে। সূত্রের খবর, ফলতা এলাকায় জেলা পরিষদে বিজেপির ২ জন মনোনয়ন দিলেও তাদের গত বৃহস্পতিবার অপহরণ করা হয়েছে। অভিযোগের তীর তৃণমূলের দিকে। যদিও তৃণমূল সেই অভিযোগ অস্বীকার করেছে। কিন্তু জেলার ক্যানিং, বাসন্তী, গোসাবা, পাথরপ্রতিমা, সাগর, নামখানা, কাকদ্বীপ, জয়নগর, কুলতলি এলাকায় বিরোধীরা মনোনয়ন করতে পেরেছে।

ক্যানিং-এর জীবনতলা ও কাকদ্বীপের কয়েকটি অঞ্চল ছাড়া শুক্রবার পর্যন্ত যা খবর ত্রিস্তরে তৃণমূলের বিপক্ষে বিজেপি, কংগ্রেস, সিপিএম, এসইউসিআই, আরএসপি লড়াইয়ে থাকছে। যদিও বিরোধী পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হচ্ছে শাসক তৃণমূল তাদের প্রার্থীদের প্রতিনিয়ত হুমকি দিচ্ছে। বিশেষ করে ক্যানিং, বাসন্তী, গোসাবায় তৃণমূলের মূল প্রতিপক্ষ হয়ে উঠেছে বিজেপি। আবার বেশ কিছু এলাকায় তৃণমূলের মূল প্রতিপক্ষ তৃণমূলই। কারণ অনেক তৃণমূল সমর্থক নেতা-কর্মীরা দলের টিকিট না পেয়ে 'নির্দল' প্রার্থী হয়েছেন। রাজ্য ও কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সূত্রের খবর, মনোনয়ন পর্বে যে অশান্তি ও রক্তপাত হয়েছে, ভোটের দিন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সুন্দরবন এলাকায় আরও 'ভয়ঙ্কর' গণ্ডগোলের সম্ভাবনা আছে। প্রাণঘাতী সংঘর্ষের আশঙ্কা করছে গোয়েন্দামহল। সূত্রের খবর, জেলার যে সমস্ত এলাকায় ভোট হওয়ার সম্ভাবনা আছে সেখানে গোপনে অবৈধ অস্ত্র-শস্ত্র বোমা মজুত হচ্ছে। 'বহিরাগত' অচেনা মানুষ ঘাঁটি গাড়ছে। বিশেষ করে ভাঙড়, কুলতলি, বাসন্তী, ক্যানিং, গোসাবায় এই প্রবণতা বেশি। শাসক তৃণমূল চাইছে এই জেলায় বিরোধী শূন্য ত্রিস্তর নির্বাচন। অন্যদিকে বিরোধীরা গোপনে জোট বেঁধে তৃণমূল কে 'ধাক্কা' দিতে চাইছে।

দক্ষিণ ২৪ পরগনা

ভোটের দিন রাজ্য ও জেলা পুলিশ প্রশাসন কতটা তৎপর থাকেন, তার ওপর নির্ভর করছে শান্তি-শৃঙ্খলার অবস্থা। অবশ্য ভোট পরবর্তী সময়েও গোয়েন্দারা অশান্তির আশঙ্কা করছেন।

সভাপতির নিজের গ্রামেই ওয়াকওভার দিল বিজেপি

দেবাশিস রায়

১৪ মে রাজ্যের ২০টি জেলাজুড়ে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনের দিনক্ষণ ঠিক হয়েছে। ফল ঘোষণা ১৭ মে। কিন্তু, তার আগেই এই নির্বাচনে পূর্ব বর্ধমান জেলা বিজেপি সভাপতি কৃষ্ণ ঘোষের নিজের গ্রামেরই ফল প্রকাশ পেয়ে গেল। নির্বাচনী শক্তি পরীক্ষায় হেরে গেলেন লড়াকু এই বিজেপি নেতা। জেলার সীমান্তবর্তী ভাগীরথী নদী তীরবর্তী যে অগ্রদ্বীপ গ্রামকে ভিত্তি করে কৃষ্ণবাবুর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড একদা শুরু হয়েছিল সেই নিজের গ্রামের পাশাপাশি এই পঞ্চায়েতের কোথাও দলীয় প্রার্থীই দাঁড় করাতে পারেননি তিনি। এমতাবস্থায় অগ্রদ্বীপ গ্রাম পঞ্চায়েতের সর্বত্রই তৃণমূল কংগ্রেস কার্যত বিজয় পতাকা উড়িয়ে চলছে।

ভাগীরথী নদীর বাম তীরবর্তী একটি অন্যতম প্রাচীন জনপদ অগ্রদ্বীপ। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর স্মৃতি বিজড়িত এই গ্রামেই রয়েছে বিখ্যাত গোপীনাথের মন্দির। যা বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বীদের কাছে তীর্থক্ষেত্ররূপে পরিগণিত হয়ে আসছে শত শত বছর ধরে। ছায়া সুনিবিড় এই অগ্রদ্বীপ গ্রামের বাসিন্দাদের সিংহভাগই কৃষিকর্ম ও গবাদি পশু পালনের উপর নির্ভরশীল। অগ্রদ্বীপ গ্রামকে কেন্দ্র করে সাহেবনগর, বাবলাডাঙা প্রভৃতি যে কয়েকটি গ্রাম রয়েছে সেগুলিরও অর্থনৈতিক উন্নতির মূলে রয়েছে কৃষিকাজ ও পশু পালন। কিন্তু, বহুবার ভাগীরথীর ভয়াবহ ভাঙনের কবলে পড়ে অসংখ্য বাসিন্দার শত শত বিঘা জমি জিরেত নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। এই নদী ভাঙনের সঙ্গে লড়াই করে সারাটা বছর অগ্রদ্বীপ গ্রামের হাজার খানেক বাসিন্দাকে টিকে থাকতে হয়। লড়াই করছেন এলাকার বাসিন্দা কৃষ্ণ ঘোষও। তবে, তাঁর লড়াইটা মূলত রাজনৈতিক। এই লড়াইয়ে তৃণমূল কংগ্রেসই হল বর্তমানে তাঁর প্রধান প্রতিপক্ষ।

পূর্ব বর্ধমান

এবারের ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসকে নিজের জন্মভূমিতে জোর ধাক্কা দেওয়ার পরিকল্পনাটা অনেক আগেই ছকে ফেলেছিলেন কৃষ্ণবাবু। শুধু তাই নয়, পূর্ব বর্ধমান জেলার সর্বত্রই তৃণমূল কংগ্রেসকে কার্যত চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন তরুণ এই বিজেপি নেতা। সেইমতো জেলার পাশাপাশি নিজের গ্রামেও বছরভর দলীয় নানান কর্মসূচি গ্রহণ করেছিলেন। ওই সব কর্মসূচিতে হাজির হয়েছিলেন বিজেপির একাধিক রাজ্য ও কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ। পঞ্চায়েত নির্বাচনকে পাখির চোখ করে দিনের পর দিন গ্রাম থেকে গ্রামান্তর চষে বেড়ালেও বাস্তবে শক্তি পরীক্ষায় তৃণমূল কংগ্রেসের কাছে কিন্তু নিজের পঞ্চায়েত এলাকায় আগেই হার মানতে হল কৃষ্ণ ঘোষকে।এমনকি, পূর্ব বর্ধমান জেলায় তাঁর নেতৃত্বে বিজেপি সর্বত্র প্রার্থী দিতে পারেনি।

তাঁর জেলায় বিজেপি গ্রাম সংসদে ৫৬০টি, পঞ্চায়েত সমিতিতে ১২০টি এবং জেলা পরিষদে ১৫টি আসনে প্রার্থী দিতে পেরেছে। পূর্ব বর্ধমান জেলায় গ্রাম সংসদে ৩২৩৪টি, পঞ্চায়েত সমিতিতে ৬১৮টি এবং জেলা পরিষদে ৫৮টি আসন রয়েছে।

২৬ এপ্রিল বিজেপির জেলা কার্যালয়ে বসে কৃষ্ণ ঘোষ আলিপুর বার্তা পত্রিকাকে জানান, দলের বর্তমান পরিস্থিতির কথা। তিনি বলেন, আমরা জেলার সর্বত্রই ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রার্থী দেওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিয়েছিলাম। কিন্তু, তৃণমূল কংগ্রেসের সন্ত্রাসের জন্য আমরা সব জায়গাতে প্রার্থী দিতে পারিনি। এমনকি আমার নিজের গ্রামেও বিজেপির কোনও প্রার্থী নেই।

এরপর পাঁচের পাতায়

ব্যাক স্ট্রোক

ওঙ্কার মিত্র

মন খারাপ বাংলার

শত দুঃখ, কষ্ট, প্রাণ বিসর্জন সত্ত্বেও স্বাধীনতা আন্দোলন ছিল বাঙালির প্রাণের টান, মনের আবেগ। সেই আবেগকে পিষে মারল ধর্মীয় দাঙ্গা, দেশভাগ। রাজনৈতিক ভাবে নিঃস্ব হয়ে গেল বাঙালি। সেই পরম্পরা আজও ছাড়ে নি বাঙালিকে। রাজনৈতিক পাপের ইতিহাসে এরপর স্থান করে নিল 'বাহাত্তর থেকে সাতাত্তর'। প্রতিহিংসা আর প্রতিশোধের চরম প্রতিযোগিতা। কয়েকটি মেধাবী প্রজন্ম খুইয়ে ফের নিঃস্ব হল বিভাজনের পশ্চিমবঙ্গ। অনেক আশা করে মানুষ সেদিন যাঁদের উপর ভরসা করল তারাও নেমে পড়ল বিশ্বাসঘাতকতার পথে। বাংলার সংস্কৃতি, অর্থনীতিকে ধ্বংস করে সর্বগ্রাসী করে তুলল রাজনীতিকে। বিপ্লব-লড়াইয়ের লাল ধ্বজার তলায় সংঘটিত হল একের পর এক হত্যালীলা। অবশেষে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের কৃষকের রক্তে পাতা ওলটালো আরও এক ইতিহাস।

নাছোড়বান্দা অভিশাপকে ২০১১-য় বাঙালি সরালো এক মমতাময়ীর সন্ধানে। বিশ্বাস করল, ভরসা করল। কিন্তু সাত বছরের মধ্যেই ফিরে এল সেই মন খারাপের দিন। উন্নয়ন, সাফল্য, উৎসব, ভালোবাসা পথ হারালো গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, খেয়োখেয়ি, সাংবাদিক নিগ্রহ, বিরোধী শূন্য ভাবনার কানাগলিতে। সেই বাহাত্তরের ছবি ধরা পড়ল আঠারোর পঞ্চায়েত নির্বাচনের সৌজন্যে। জেলায় জেলায় শাসক দলেরই একাধিক প্রার্থী। কার দখলে যাবে পঞ্চায়েতের ক্ষমতা তা নিয়েই রক্তাক্ত বাংলা। তার মাঝে পড়ে ক্ষতবিক্ষত গণতন্ত্র-সংবাদমাধ্যম। পুরুলিয়া, হুগলি, বাঁকুড়ায় এই দ্বৈরথ ভয়াবহ। বীরভূম তো এখন বাংলার 'ক্রাইম পলিটিক্সের' প্রাণকেন্দ্র। মনে হয় কালীঘাটের নয় বীরভূমের নির্দেশে পরিচালিত হচ্ছে পঞ্চায়েতের মহারণ।

এখন প্রশ্ন, পঞ্চায়েত দখল নিয়ে একই দলের মধ্যে ক্ষমতার লড়াই কেন? আমাদের জেলা প্রতিনিধিদের কাছে গ্রাম বাংলার মানুষ উত্তর দিয়েছেন নিজেদের মতো করে সোজা সরলভাবে। তাঁরা বলেছেন, পঞ্চায়েত এখন মধুভাণ্ড। একশো দিনের কাজ থেকে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের উপভোক্তাদের তালিকা তাদের হাতে। অতএব পঞ্চায়েতের তিনটে স্তরে যদি একই গোষ্ঠীর প্রাধান্য বজায় থাকে তাহলে কমিশন বা কাটমানির অগাধ উপার্জন। এর সঙ্গে রয়েছে বিভিন্ন বেআইনি কাজের ছাড়পত্র। বালি, মাটি, কয়লা খাদানের 'ইশারা অনুমতি' পঞ্চায়েতের দখলে। অর্থাৎ পঞ্চায়েতের দখল মানে মান এবং মানি দুয়ের মেলবন্ধন। সেখানে একচ্ছত্র আধিপত্য চাই। এ স্বাদের ভাগ হয় না। তাই পুরুলিয়ায় ৩৮টি আসনে একই দলের প্রার্থী ৮১ জন। হুগলিতে ৫০ আসনে প্রার্থী ৭২। এ লড়াই থামে নি। বাড়তি মনোনয়নের দিনে নির্দলের সংখ্যা বেড়েছে আরও ৮০০টি।

সাধারণ মানুষের প্রশ্ন একদল মানুষ তাদের আখের গোছাবার জন্য দখলী লড়াইয়ে মাতবেন আর তার জন্য অশান্ত হবে বাংলা, খুন হবে বাঙালি, মুখ পুড়বে বাংলার? এটাই পরিবর্তনের পর আমাদের পাওনা? উত্তরের ভাষা নেই প্রশাসনের মুখে। তাই বাংলার মন ভালো নেই। বাঙালির মুখ বেজার। কারণ আগের মতো সন্ত্রাসবিরোধী বুদ্ধিজীবীদের মিছিলে হাঁটেননি তাদের প্রিয় নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সংবাদিকদের প্রতিবাদ মিছিলের পুরোভাগে দেখা যায় নি বাংলার লড়াকু নেত্রীকে। তাই তো আশঙ্কা আরও বাড়ছে। ভোটের পরেও এ লড়াই চলবে।

গোষ্ঠীকোন্দলই মাথাব্যথা শাসকদলের

রিম্পি ঘোষ ● কোন্নগর

আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সর্বত্রই চলছে রাজনৈতিক সংঘর্ষ। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে শাসকদলের দলীয় কোন্দল। সব মিলিয়ে অনেক পঞ্চায়েতেই তাই শাসকদলের বিপুল ভোটে জয়ী হওয়া নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। হুগলি জেলার কোন্নগরের কানাইপুর পঞ্চায়েত এমনই একটি পঞ্চায়েত। এই পঞ্চায়েতে গত কয়েক বছর ধরে শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের অন্দরেই ঝামেলা, প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রধান কণিকা ঘোষের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগে দলীয় সদস্যদের আনা অনাস্থা এবং তার ফলে কণিকা ঘোষের অপসারণ, একই আসনে দলের দুজনের প্রার্থীপদে আবেদন ইত্যাদি কারণে গত বার ২০১৩ সালে পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়ী হওয়ার মতো সম্ভাবনা নিয়ে এইবার অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। কানাইপুর পঞ্চায়েত সূত্রে জানা যায়, এই পঞ্চায়েত এলাকাতে প্রায় ৩০টি সংসদ আছে। গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য সংখ্যা প্রায় ৩০ (মহিলা ১৬ জন ও পুরুষ ১৪ জন) এবং পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য সংখ্যা প্রায় ৩ জন।

জনসংখ্যা প্রায় ৫৬ হাজার। পূর্ণ মৌজা ৩টি ও আংশিক মৌজা ৩টি। প্রায় ৫ বর্গ কি মি এলাকা জুড়ে রয়েছে এই কানাইপুর পঞ্চায়েত। ২০১৩ সালে পঞ্চায়েত নির্বাচনে ৩০টি আসনের মধ্যে ২১টি আসন পেয়ে বিপুল ভোটে জয়ী হয়ে কানাইপুর পঞ্চায়েতে বোর্ড গঠন করে তৃণমূল কংগ্রেস। কিন্তু গত পাঁচ বছরেই দলীয় ঝামেলার কারণে খবরের শিরোনামে এসেছে এই পঞ্চায়েত। পঞ্চায়েত প্রধানের পদ মহিলা প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। এই পদে প্রধান হিসেবে নিযুক্ত হন কণিকা ঘোষ। ২০১৩-১৪ সালে প্রায় ৩০ লক্ষ টাকার গাছ কেনা হয় 'বনসৃজন' প্রকল্পে। কিন্তু সেই গাছের কোনও হদিশ নেই। ১৯৭০ সাল থেকে এই পঞ্চায়েতে বাঙ্গুর কোম্পানির জমিতে ২০১৪-১৫ সাল পর্যন্ত চাষিরা চাষ করত। কিন্তু সেই জমিতে এখন চাষবাস বন্ধ। ২০১৬ সালে প্রোমটারির উদ্দেশ্যে একটি খেলার মাঠ বিক্রি করা হয়।

এরপর পাঁচের পাতায়

নির্বাচনী ময়দানে শ্বশুর জামাই মুখোমুখি

মেহেবুব গাজী ● মথুরাপুর

লড়াই শ্বশুর বনাম জামাইয়ের। মথুরাপুর- ১ ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির ১৮ নং আসনে এই লড়াই হচ্ছে। জামাই গোবিন্দ ঘরামী তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী। আর শ্বশুর রামচন্দ্র বৈদ্য নির্দল প্রার্থী। এই আসনে অন্য কোনও প্রার্থী নেই। ফলে লড়াই সরাসরি জামাই বনাম শ্বশুরের। আর এই লড়াইয়ে মেয়ে সীমা বৈদ্যের শ্যাম রাখি না কুল রাখি অবস্থা। স্বামী গোবিন্দের পক্ষে স্ত্রী সীমা। ভোট লড়াইয়ে স্বামীর জয় দেখতে চাইছেন তিনি। তবে বাবা হারলেও কষ্ট হবে বলে তিনি জানিয়েছেন।

রামচন্দ্র বৈদ্য

গোবিন্দ ঘরামী

শঙ্করপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পাঁচানি গ্রাম। এই গ্রামের বাসিন্দা রামচন্দ্র বৈদ্য। পেশায় কাঠের ব্যবসায়ী। তিনি দীর্ঘদিন ধরে তৃণমূল কংগ্রেসের একনিষ্ঠ কর্মী হিসেবে এলাকায় পরিচিত। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে গ্রাম পঞ্চায়েতে নিজে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীও হয়েছিলেন। তবে তিনি জিততে পারেন নি। রামচন্দ্রের স্ত্রী প্রতিমা বৈদ্যও একবার পঞ্চায়েতে প্রার্থী হয়েছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতীকে। তিনিও পরাজিত হয়েছিলেন। উল্টোদিকে জামাই গোবিন্দ সিপিএমের কর্মী ছিলেন। সিপিএমের লড়াই আন্দোলনে প্রথম সারিতে থাকতেন। গত বছর সিপিএম ছেড়ে দলবদল করে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেন এলাকার বেশ কয়েকজন পঞ্চায়েত সদস্য। তখন থেকে গোবিন্দও তৃণমূল কংগ্রেসে। আর এবার টিকিট পাওয়ার লড়াইয়ে শ্বশুরকে পিছনে ফেলে জামাই শেষ হাসি হেসেছে। টিকিট পাওয়ার লড়াইয়ে জামাইয়ের কাছে হেরে অপমানের জ্বালা মেটাতে তার বিরুদ্ধে নির্দল হিসেবে দাঁড়িয়ে পড়েছেন রামচন্দ্রবাবু।রামচন্দ্রের চার মেয়ে। তার মধ্যে সীমা সেজ। গত ২০০৩ সালে গোবিন্দের সঙ্গে সীমার সম্বন্ধ করে বিয়ে হয়।

এরপর পাঁচের পাতায়

Alipur Barta: 52 year : Vol No.: 52, Issue No. 27, 28 April - 4 May, 2018

ছোট একটা পজ নিয়ে ফের বুল গিয়ারে ভারতীয় শেয়ার বাজার

পার্থসারথি গুহ

২০১৭ ভারতীয় শেয়ার বাজারের ইতিহাসে নিঃসন্দেহে অন্যতম সেরা বছর হিসেবে চিহ্নিত হবে। সেই র‍্যালি যখন ১৭ পার করে ২০১৮-র জানুয়ারি পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়েছিল তখন মনে হচ্ছিল ফের একটা বুল বছর হয়তো দেখতে চলেছে তামাম ভারতীয় ট্রেডার। কিন্তু সে গুড়ে বালি দিয়ে জানুয়ারির শেষ থেকে যে কারেকশন পর্ব শুরু হয় তা চলেছে প্রায় আড়াই মাস। দিন কয়েক হল সেই সংশোধনীর শেকলে বেড়ি পরাতে সক্ষম হয়েছে ভারতীয় নিফটি। এখন দেখার সামনের যে রেজিস্ট্যান্সগুলি রয়েছে তা কত তাড়াতাড়ি অতিক্রম করতে পারে নিফটি ও সেনসেক্স জোড়া। এটা ঠিক ১০,৬০০ ছিল নিফটির ক্ষেত্রে বড়সড় রেজিস্ট্যান্স। কারেকশন পরবর্তী অধ্যায়ে ১০,৪০০-র ওপর থাকতে পারাটাই নিফটির জন্য অনেক বলে মনে করা হচ্ছিল। সেদিক থেকে ১০,৬০০-র ওপরে থাকা নিফটি প্রমাণ করেছে তার খুটির জোর বেশ মজবুত। এর ওপর ভিত্তি করে বুলরা স্বাভাবিকভাবেই আশা করছেন আরও একবার আগের ১১ হাজার উচ্চতাকে পরখ করে দেখবে নিফটি। সেনসেক্সের বলও গড়াবে আগের উচ্চতা ৩৬

অর্থনীতি

হাজারের ঘরে। এভাবেই বাজার ফের তুলে ধরবে তার বুল ফর্মেশন।

বুলদের সম্বর্ধনা জানানোর মঞ্চে বেয়াররা যে খাবি খাবেন তা তো আর নতুন কথা নয়। হচ্ছেটাও ঠিক তাই। বেয়াররা কোনওভাবে বড় আকারে দাঁত বসাতে পারছে না এই বাজারে। বিরাট বড়সড় খারাপ খবর ছাড়া এই মুহূর্তে বাজার খুব নিচে আসবে বলে মনে হয় না। একমাত্র আমেরিকা-চিনের ব্যবসায়িক চাপানউতোর বা অন্য কোনও বড় মাপের ঘটনা ছাড়া নিরুত্তাপই দেখাচ্ছে লগ্নিকারীদের। এর ফলে হচ্ছেটা কী বাজার জুড়ে প্রাবল্য বজায় থাকছে কিনে খেলিয়েদের। আর জামানত জব্দ হচ্ছে বেয়ার বাবুজীদের। ভাবখানা এমন, আগে বেচে খেলে অনেক সন্ত্রাস ছড়িয়েছে। এখন মানে মানে কেটে পড়। তা এই পটভূমিকায় বেচে খেললে তো চুনা লেগে যাবেই। আবার ধরুন হাতের শেয়ার বেচে দিলেন ৫০ টাকায়। দুদিন পড়ে দেখবেন সেই শেয়ার কোনও ভালো খবরের ভিত্তিতে ৫০ শতাংশ থেকে ৬০ শতাংশ বেড়ে গিয়েছে। এক্ষেত্রে সত্যি কপালকে দোষ দেওয়া ছাড়া গতি থাকে না। সেজন্যই মনে হয় শেয়ার বাজারকে অনেকে লেডি লাকের সঙ্গে তুলনা টেনে থাকেন। ভাগ্য না থাকলে এখানে সেভাবে উপার্জন

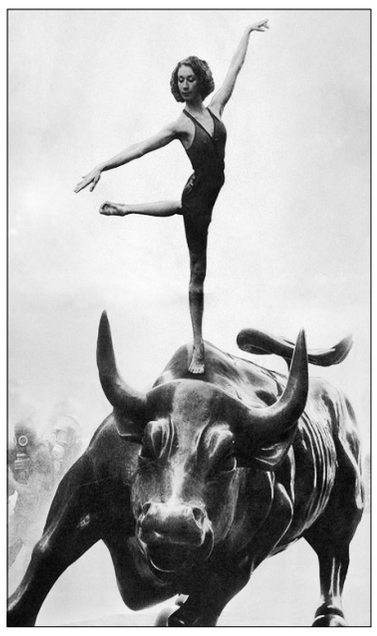

করা কষ্টকর। তবে এই যুক্তি সব জায়গায় প্রযোজ্য নয়। বরং ভাগ্যের ওপর ছেড়ে না দিয়ে যদি অর্থ বাজার নিয়ে সঠিক পড়াশুনা ও অধ্যয়ন করে কাজ করা যায় তবে নিশ্চিতভাবে তাতে সাফল্য আসবে। এজন্যই এই অর্থ বাজারে সফল হতে হলে অবশ্য কর্তব্য হল টেকনিক্যালস ও ফান্ডামেন্টাল নিয়ে নিজেকে আগে প্রস্তুত করা।

প্রথমদিকে কেন্দ্রীয় বাজেটের হাত ধরে কারেকশনের একটা কালো মেঘ ছেয়ে গেছিল ভারতের শেয়ার বাজারে। এটা কি দীর্ঘস্থায়ী হবে? প্রথমদিকে এই প্রশ্নটাই কুড়ে কুড়ে খাচ্ছিল সাধারণ লগ্নিকারীদের। শেষপর্যন্ত দেখা গেল লং টার্ম না হলেও একটা হাল্কা মিড টার্ম কারেকশন হয়ে উঠল এই সংশোধনী পর্ব। আড়াই মাস তো আর চাট্টিখানি কথা নয়। অনেক ডিএমএ বা গড়পরতা দাম ঘেঁটে দেওয়ার জন্য নিঃসন্দেহে পর্যাপ্ত সময়।

এখনও পর্যন্ত এটাই বলা যায়, ১১ হাজারের ওপর থাকা নিফটি ও ৩৬ হাজারের ওপর পা নাচাতে থাকা সেনসেক্স বাজেটের অব্যবহিত পর থেকে জোর ধাক্কা খেয়ে ১০-১২ শতাংশ কারেকশন (নিফটির ক্ষেত্রে) করে ১০ হাজার ও ৩৩ হাজারের ঘরে চলে এসেছিল পয়েন্ট মতো নিচে এসেছে। সেসময় বিশেষজ্ঞরা বলছিলেন, হতে পারে আরও ৩-৪ শো পয়েন্ট ইধার-উধার হল। সেক্ষেত্রেও ১০ হাজারের নিচে থাকা নিফটির পক্ষে একরকম অসম্ভব বলেই মনে করছিলেন বিশেষজ্ঞরা।

আসলে হঠাৎ করেই কেন্দ্রীয় বাজেটে দীর্ঘমেয়াদে শেয়ার বিক্রির ওপর যে ১০ শতাংশ কর লাগু করা হচ্ছে সেটা হজম করতেই সমস্যা হচ্ছে শেয়ার বাজারের। তাঁরা বলছিলেন, তার মানে এই নয় যে এর জন্য একেবারে 'গেল গেল' রব উঠবে। কয়েকদিন গেলেই এই অস্থিরতা কেটে ফের ভারতের অর্থ বাজার ঘুরে দাঁড়াবে। বস্তুত, তাঁদের সেই ভবিষ্যতবাণী এখন পুরোদস্তরভাবে ফলতে আরম্ভ করেছে। আর এভাবে চলতে থাকলে আগামী ১ বছরে শেয়ার বাজার নিফটির নিরিখে পৌঁছে যেতে পারে ১৩ হাজারে।

স্টেট ব্যাঙ্কে ২০০০ প্রবেশনারি অফিসার

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২,০০০ জন প্রবেশনারি অফিসার নেবে স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া। নিয়োগ হবে জুনিয়র ম্যানেজমেন্ট গ্রেড স্কেলওয়ানে। ২ বছরের প্রবেশন। পশ্চিমবঙ্গে কলকাতা সহ ৯টি পরীক্ষাকেন্দ্র আছে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর : CRPD/PO/2018-19/01.

শূন্যপদের বিবরণ : সাধারণ ১,০১০ তফসিলি জাতি ৩০০, তফসিলি উপজাতি ১৫০, ওবিসি ৫৪০। এর মধ্যে ২৭টি শূন্যপদ অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী, ২৬টি শূন্যপদ দৃষ্টিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী এবং ৬৫টি শূন্যপদ শ্রবণসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : স্নাতক বা সমতুল। ফাইনাল ইয়ারের প্রার্থীরাও শর্তসাপেক্ষে আবেদন করতে পারেন। সেক্ষেত্রে ইন্টারভিউয়ের জন্য নির্বাচিত হলে ৩১-৮-২০১৮ তারিখের মধ্যে মার্কশিট দাখিল করতে হবে।

বয়স : ১-৪-২০১৮ তারিখে ২১ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলিরা ৫ ওবিসিরা ৩ এবং দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ১০ বছরের বয়সের ছাড় পাবেন। প্রাক্তন সমরকর্মীরা সরকারি নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন।

বেতনক্রম : ২৩,৭০০-৪২,০২০ টাকা। সঙ্গে অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা।

প্রার্থী বাছাই করা হবে দু'পর্যায়ের (প্রিলিমিনারি ও মেন) অনলাইন পরীক্ষা, গ্রুপ ডিসকাশন এবং ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। পশ্চিমবঙ্গের (স্টেড কোড ৪৪) প্রিলিমিনারি পরীক্ষার কেন্দ্রগুলি হল : কলকাতা, আসানসোল, বহরমপুর, বর্ধমান, দুর্গাপুর, হুগলি, হাওড়া, কল্যাণী এবং শিলিগুড়ি। প্রিলিমিনারি অনলাইন পরীক্ষা ১, ৭ এবং ৮ জুলাই। প্রিলিমিনারি পরীক্ষার কললেটার ডাউনলোড করা যাবে ১৮ জুন থেকে। মেন এক্সামিনেশন ৪ অগস্ট। মেন পরীক্ষার কেন্দ্রগুলি হল কলকাতা, হুগলি ও কল্যাণী।

প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় অবজেক্টিভ ধরনের প্রশ্ন হবে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ (৩০ নম্বর), কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপ্টিটিউড (৩৫ নম্বর) এবং রিজনিং এবিলিটি (৩৫ নম্বর) বিষয়ে। সময়সীমা বিষয় প্রতি ২০ মিনিট। মেন পরীক্ষায় ২০০ নম্বরের অবজেক্টিভ ধরনের প্রশ্ন হবে রিজনিং অ্যান্ড কম্পিউটার অ্যাপ্টিটিউড (সময়সীমা ১ ঘন্টা), ডেটা অ্যানালিসিস অ্যান্ড ইন্টারপ্রিটেশন (৪৫ মিনিট), জেনারেল/ইকনমি/ব্যাঙ্কিং অ্যাওয়ারনেস (৩৫ মিনিট), ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ (৪০ মিনিট) বিষয়ে। এছাড়া ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ (লেটার রাইটিং ও এসে রাইটিং) বিষয়ক ডেসক্রিপটিভ ধরনের মোট ৫০ নম্বরের প্রশ্ন থাকবে। সময়সীমা ৩০ মিনিট। সবশেষে গ্রুপ ডিসকাশন (২০ নম্বর) এবং ইন্টারভিউ (৩০ নম্বর)

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে

কাজের খবর

এই দুটি ওয়েবসাইটের কোনও একটির মাধ্যমে : https:/bank.sbi/careers, https://www.sbi.co.in/careers প্রার্থীর চালু ই-মেল আইডি থাকতে হবে। অনলাইন আবেদনের শেষ তারিখ ১৩ মে। মনে রাখবেন, অনলাইন দরখাস্তের সময় প্রার্থীর স্ক্যান করা পাসপোর্ট মাপের রঙিন ফটো (জেপিজি বা জেপেগে ফর্ম্যাটে ২০০×২৩০ পিক্সেল ডাইমেনশনে ২০ থেকে ৫০ কেবি সাইজের মধ্যে) এবং কালো কালিতে করা সই (জেপিজি বা জেপেগ ফর্ম্যাটে ১৪০×৬০ পিক্সেল ডাইমেনশনে ১০ থেকে ২০ কেবি সাইজের মধ্যে। আপলোড করতে হবে। অনলাইনে আবেদনপত্র যথাযথভাবে পূরণ করে সাবমিট করার পর রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাওয়া যাবে এগুলি লিখে রাখবেন। ফি বাবদ দিতে হবে ৬০০ টাকা (তফসিলি এবং দৈহিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ১০০ টাকা)। ফি জমা দেওয়া যাবে অনলাইনে ডেবিট ও ক্রেডিট কার্ড অথবা নেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে। ফি জমা দেওয়ার পর ই-রিসিপ্টের এক কপি প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এটি নিজের কাছে রেখে দেবেন। অনলাইনে আবেদনপত্র সাবমিট করার পর পূরণ করা আবেদনপত্রের এক কপি প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এটি কোথাও পাঠাতে হবে না। নিজের কাছে রেখে দেবেন। পরে কাজে লাগবে।

খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

ব্যাঙ্ক অব বরোদায় ৩৭৫

নিজস্ব প্রতিবেদন : সিনিয়র রিলেশনশিপ ম্যানেজার পদে ৩৭৫ জন কর্মী নেবে ব্যাঙ্ক অব বরোদা। চুক্তিতে নিয়োগ হবে ওয়েলথ ম্যানেজমেন্ট বিভাগে।

শূন্যপদের বিবরণ : মোট শূন্যপদ : ৩৭৫টি (সাধারণ ১৫৮, তফসিলি জাতি ৬৬, তফসিলি উপজাতি ৩৩, ও বি সি ১১৮)। এর মধ্যে ১০ টি শূন্যপদ অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী, ৮টি করে শূন্যপদ দৃষ্টিসংক্রান্ত ও শ্রবণ সংক্রান্ত প্রতিবন্ধী এবং ৩টি শূন্যপদ বৌদ্ধিক প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত থাকেব। শিক্ষাগত যোগ্যতা : যে কোনও শাখায় স্নাতক। পূর্ণ সময়ের এব বি এ কোর্স করে থাকলে অগ্রাধিকার। সঙ্গে ব্যাঙ্ক বা অন্য কোনও আর্থিক সংস্থায় ওয়েলথ ম্যানেজমেন্ট বিভাগে রিলেশনশিপ ম্যানেজার পদে ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। বয়স : ৬-৫-২০১৮ তারিখে ২৩ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে হতে হবে।

এছাড়া, ইনশিওরেন্স রেগুলেটরি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অথরিটি এবং ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব সিকিউরিটিজ মার্কেট কর্তৃক প্রদত্ত ইশিওরেন্স এবং মিউচুয়াল ফান্ড ও বিক্রয় পরিষেবা বন্টনের সার্টিফিকেট থাকলে অগ্রাধিকার।

তফসিলিরা ৫, ও বি সিরা ৩, দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ১০ বছর এবং প্রাক্তন সমরকর্মীরা সরকারি নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন।

প্রাথমিকভাবে শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে বাছাই করা প্রার্থীদের নির্বাচিত করা হবে লিখিত পরীক্ষা, পার্সোনাল ইন্টারভিউ এবং গ্রুপ ডিসকাশনের মাধ্যমে।

অনলাইন আবেদন করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.bankofbaroda.in প্রার্থীর চালু ই-মেল আইডি থাকতে হবে। অনলাইন আবেদনের শেষ তারিখ ৬ মে। মনে রাখবেন, অনলাইন আবেদনের সময় প্রার্থীর জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে স্ক্যান করা রঙিন পাসপোর্ট মাপের ফটো (২০০×২৩০ পিক্সেল ডাইমেনশনে ২০ থেকে ২০০ কেবি সাইজের মধ্যে), কালো কালি দিয়ে করা সই (১০০×৬০ পিক্সেল ডাইমেনশনে ১০ থেকে ২০০ কেবি সাইজের মধ্যে) এবং বায়োডেটা আপলোড করতে হবে।

আবেদনের সময় রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাওয়া যাবে। এগুলি লিখে রাখবেন। আবেদনপত্র যথাযথভাবে পূরণ করে সাবমিট করার পর পূরণ করা আবেদনপত্রের এক কপি সিস্টেম জেনারেটেড প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এটি কোথাও পাঠাতে হবে না। নিজের কাছে রেখে দেবেন। পরে কাজে লাগবে।

অনলাইনে ফি বাবদ দিতে হবে ৬০০ টাকা (তফসিলি এবং দৈহিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ১০০ টাকা)। ফি জমা দেওয়া যাবে ক্রেডিট কার্ড বা ডেবিট কার্ড বা ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে। ফি জমা দেওয়ার পর সিস্টেম জেনারেটেড ই-রিসিপ্টের এক কপি প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এটিও কোথাও পাঠাতে হবে না। নিজের কাছে রাখবেন।

খুঁটি নাটি তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

ব্যাঙ্কে আরও ১৫৮ অফিসার

নিজস্ব প্রতিনিধি : অফিসার (ক্রেডিট) পদে ১৫৮ জন কর্মী নেবে ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া। নিয়োগ হবে জুনিয়র ম্যানেজমেন্ট গ্রেড স্কেল ওয়ানে। পশ্চিমবঙ্গে পরীক্ষাকেন্দ্র আছে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর ২০১৮-১৯/১।

শূন্যপদের বিবরণ : পোস্ট কোড ০০১ : অফিসার (ক্রেডিট): ১৫৮টি (সাধারণ ৭২, তফসিলি জাতি ২১, তফসিলি উপজাতি ২৮, ও বি সি ৩৭)। এর মধ্যে ৬টি শূন্যপদ শ্রবণসংক্রান্ত এবং ২টি শূন্যপদ অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। শিক্ষাগত যোগ্যতা : ৬০ শতাংশ (তফসিলি, ও বিসি এবং দৈহিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ৫৫ শতাংশ) নম্বরসহ যে কোনও শাখায় স্নাতক, সঙ্গে কমার্স বা সায়েন্স বা ইকনমিক্সে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি অথবা এমবিএ অথবা বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা অথবা বিজনেস ম্যানেজমেন্টে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা অথবা ম্যানেজমেন্টে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা। অথবা সি এ বা আই সি ডব্লু এ বা সি এস (কোম্পানি সেক্রেটারি)। সব ক্ষেত্রেই অন্তত তিন মাস মেয়াদের কম্পিউটারের সার্টিফিকেট কোস করে থাকতে হবে অথবা স্নাতক বা স্নাতকোত্তর স্তরে ইনফর্মেশন টেকনোলজি বা সমতুল বিষয় পড়ে থাকতে হবে। ফাইনাল ইয়ারের প্রার্থীরাও আবেদন করতে পারেন। সেক্ষেত্রে ৩০ জুনের মধ্যে ফল প্রকাশিত হয়ে থাকতে হবে।

বয়স : ১-৪-২০১৮ তারিখে ২১ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলিরা ৫, ও বি সিরা ৩, দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ১০ বছর এবং প্রাক্তন সমরকর্মীরা সরকারি নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন। বেতনক্রম : ২৩,৭০০-৪২,০২০ টাকা।

প্রাহী বাছাই করা হবে অনলাইন লিখিত পরীক্ষা এবং ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। অনলাইন পরীক্ষায় প্রশ্ন হবে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ (৫০ নম্বর), ব্যাঙ্কিং শিল্প সহ জেনারেল অ্যাওয়ারনেস (৫০ নম্বর) এবং ফিনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট (৫০ নম্বর) বিষয়ে। মোট সময়সীমা ২ ঘন্টা। পশ্চিমবঙ্গের পরীক্ষাকেন্দ্র কলকাতা। পরীক্ষার সম্ভাব্য তারিখ ১০ জুন।

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.bankofindia.co.in প্রার্থীর চালু ই-মেল আই ডি থাকতে হবে। অনলাইন আবেদনের শেষ তারিখ ৫ মে। মনে রাখবেন, অনলাইন আবেদনের সময় জেপিজি বা জেপেগ ফর্ম্যাটে স্ক্যান করা প্রার্থীর ফটো (২০০×২৩০ পিক্সেল ডাইমেনশনে ২০ থেকে ৫০ কেবি সাইজের মধ্যে) এবং কালো কালিতে করা সই (১৪০×৬০ পিক্সেল ডাইমেনশনে ১০ থেকে ২০ কেবি সাইজের মধ্যে) আপলোড করতে হবে।

ফি বাবদ অনলাইনে দিতে হবে ৬০০ টাকা (তফসিলি এবং দৈহিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ১০০ টাকা)। ফি দেওয়া যাবে মাস্টার বা ভিসা ডেবিট কার্ড বা ক্রেডিট কার্ড অথবা ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে। ফি জমা দিয়ে পাওয়া ই-রিসিপ্টের এক কপি প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন।

অনলাইনে আবেদনপত্র যথাযথভাবে পূরণ করে সাবমিটের পর পূরণ করা আবেদনপত্রের এক কপি প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এটি কোথাও পাঠাতে হবে না। নিজের কাছে রেখে দেবেন। পরে কাজে লাগবে।

খুঁটি নাটি তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

২৮ এপ্রিল – ৪ মে, ২০১৮

মেষ : প্রেম প্রীতির বিষয়ে সময়টি অত্যন্ত শুভ। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন। আর্থিক বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে। সাবধানে চলাফেরা করবেন। কোমরের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। কর্মস্থলে সুনাম যশ বজায় থাকবে। শরীরের প্রতি যত্ন নেবেন।

বৃষ : বুদ্ধির ভুলে ক্ষতির যোগ রয়েছে। ক্রয়-বিক্রয় ব্যবসায় খুব বেশি লাভবান হতে পারবেন না। দূর ভ্রমণ যোগ রয়েছে। আধ্যাত্মিক চেতনা বৃদ্ধি পাবে। পিতার পক্ষে সময়টি শুভ। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। বন্ধুদের থেকে প্রতারিত হওয়ার সম্ভবনা বেশি।

মিথুন : ক্রোধকে সামলিয়ে চলার চেষ্টা করুন। অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে, উচ্চ শিক্ষালাভের ক্ষেত্রে সময়টি শুভদায়ক। কর্মক্ষেত্রে গোলযোগপূর্ণ পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে। শরীর ভাল যাবে না। সন্তানের স্বাস্থ্য বিষয়ে শুভ যোগ রয়েছে।প

কর্কট : শিক্ষায় মনের মত ফল পাওয়া যাবে না। শিল্পী ও সাহিত্যিকদের পক্ষে সময়টি শুভদায়ক, আর্থিক বিষয়ে নিশ্চিত বাধা আসবে। দায়িত্বমূলক কাজে মনোনিবেশ করতে পারবেন না। বিবাহ যোগ্য যোগ্যাদের বিবাহের যোগ রয়েছে। ব্যবসায় লাভ হবে।

সিংহ : মাথার যন্ত্রণায় কষ্ট পাবেন। বন্ধুদের থেকে সতর্ক থাকবেন। কথায় ও কাজে সামঞ্জস্য রেখে চলার চেষ্টা করুন, নতুবা আপনার বদনাম হয়ে যাবে। পড়াশুনায় মন বসতে চাইবে না। প্রতারক থেকে সাবধান থাকতে হবে। দৈব-দুর্ঘটনার যোগ রয়েছে।

কন্যা : বিবিধ প্রকার সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে। আর্থিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। পতি বা পত্নীর স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত থাকবেন। গৃহভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। কর্মক্ষেত্রে ঝামেলা-ঝঞ্ঝাট ভোগ করতে হবে। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন।

তুলা : উচ্চমার্গের ব্যক্তির সহায়তা পাবেন। যে কোনও কলা শিল্পে সাফল্য পাবেন। লেখাপড়ায় মনের মত ফল পাবেন না। দায়িত্বমূলক কাজগুলি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতে পারবেন। শরীর মাঝে মাঝে খারাপ হবে। সাবধান থাকা বিশেষ প্রয়োজন।

বৃশ্চিক : অর্শ, আমাশয় কষ্ট পাবেন। কর্মক্ষেত্রে সতর্কের সঙ্গে চলতে হবে। শত্রুরা ক্ষতি করার জন্য তৎপর হয়ে আছে। আধ্যাত্মিকতায় সাফল্যের পথে অগ্রসর হতে পারবেন। শিক্ষায় ফল ভাল হবে। পিতার মাতার পক্ষে সময়টি শুভ।

ধনু : খাওয়া দাওয়া অতি সতর্কে করতে হবে। হজমশক্তির গোলমাল, ঠান্ডা জনিত পীড়ায় কষ্ট, নাড়ী ঘটিত পীড়ায় কষ্ট পাবেন। গৃহভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে নূতন কিছু না করাই ভালো। লেখাপড়ায়, সাফল্যের পথে অগ্রসর হতে পারবেন।

মকর : ব্যবসা-বাণিজ্যে বাধার মধ্যেও সফলতা পাবেন। নূতন নূতন যোগাযোগ আসবে। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন। অন্যের দায়িত্ব উপযাচক হয়ে নিতে যাবেন না, প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে শত্রুতার যোগ রয়েছে। কাজের জায়গায় যশ ও সুনাম বজায় থাকবে।

কুম্ভ : আর্থিক বিষয়ে বিবিধ সমস্যা আসবে। চঞ্চলতার জন্য শিক্ষায় ক্ষতি। আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রেখে চলা সম্ভব হবে না। প্রবল শত্রুতার যোগ রয়েছে। খুব চিন্তা করে কাজে নামতে হবে।

মীন : শিল্প কলায় পারদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যাবে। সুনাম, যশ বৃদ্ধি পাবে। আধ্যাত্মিক চেতনার উন্মেষ ঘটবে, ভ্রমণ যোগ রয়েছে। আর্থিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। সন্তান বিষয়ে শুভ হবে। ক্রোধ সংযম রাখতে হবে। স্ত্রীর চাকরির যোগ রয়েছে।

শব্দবার্তা ৭৬

১	২	■	■	৩	৪	■	৫
■	৬	■	৭	■	■	■	■
৮	■	■	৯	■	■	■	■
১০	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	১১	■	■	■
১২	■	১৩	■	■	■	■	■
■	■	■	■	১৪	■	১৫	■
১৬	■	■	■	■	■	১৭	■

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। প্রাণবায়, জীবন ৩। প্রেতযোনিসমূহ ৬। বিমান ৯। শরৎ উপন্যাস ১০। বাদশাহ ১১। বিখ্যাত, মশহুর ১২। বিভিন্ন মত বা নীতির দল বা সংঘ বা শক্তির কোনো উদ্দেশ্যে সংঘটিত ঐক্য ১৪। লেখনী ১৬। জাহাজের খালাশি ১৭। ' — হাসির দোল দোলানো পৌষ ফাগুনের পালা'।

উপর-নীচ

২। স্বাচ্ছন্দ্য, আরাম ৪। গুটিপোকার সুতা ৫। কোষাধ্যক্ষ, খাজাঞ্চি ৭। সূর্য ৮। ফুলের মতো নরম ১১। শিখধর্মের প্রবর্তক ১৩। গীতিকবিতা ১৫। বাবার ভাই।

সমাধান : শব্দবার্তা ৭৫

পাশাপাশি : ২। দ্রাঘিমা ৪। ভাব ৬। লকব ৮। জার ১০। বিদ্যুৎ ১১। নসিব ১৩। জমা ১৪। নন্দ্য ১৫। মানব ১৭। কুহরা ১৮। জিত ২০। হাজারো ২২। রঙ্গ ২৩। কবীর।

উপর-নীচ : ১। ঝিল ২। দ্রাব ৩। মাজা ৫।বহ্ন্যুৎসব ৭। কলসি ৯। রবিমামা ১১। নন্দকুমার ১২। বনরাজি ১৬ নতিজা ১৯। তক ২০। হার ২১। রোজ।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে ৮৯৮১৬৫৭৭৪৩

কোথায় পাবেন আলিপুর বার্তা

● **ভবানীপুর পূর্ণ সিনেমা মোড়** – হেমন্তদার স্টল ● **হাজরা পেট্রল পাম্প** – শঙ্কর ঠাকুর ● **রাসবিহারী মোড়** – কল্যাণ রায় ● **ট্র্যাঙ্গুলার পার্ক** – বাপ্পাদার স্টল ● **লেক মার্কেট** – পাঁচু প্রামাণিক ● **চারু মার্কেট** – গণেশদার স্টল ● **মুদিয়ালি** – দীনবন্ধুদার স্টল ● **পূর্ব পুটিয়ারি** – রামানন্দদার স্টল ● **রাণীকুঠি পোস্ট অফিস** – শম্ভুদার স্টল ● **নেতাজী নগর** – অনিমেষ সাহা ● **নাকতলা**-গোবিন্দ সাহা ● **বান্টি ব্রিজ**-রবীন সাহা, দীনেশ গাঙ্গুলী ● **গড়িয়া ৫ নং বাসস্ট্যান্ড**- বিশ্বজিৎ কয়াল, দিলীপদার স্টল, এস বোস, নরেন চক্রবর্তী ● **মহামায়াতলা**-দীপক মণ্ডল ● **তেঁতুলতলা**-সজল মন্ডল ● **ক্যানিং স্টেশন**-পঞ্চাননদার স্টল ● **যাদবপুর স্টেশন ২ নং প্ল্যাটফর্ম**-সুব্রত সাহা ● **আমতলা** – ইন্দ্রজিৎ মণ্ডল ● **শিরাকোল**-অসিত দাস ● **ডায়মন্ড হারবার স্টেশন ১ নম্বর প্লাটফর্ম**-বৃন্দাবন গায়েন ● **কাকদ্বীপ**-সুভাশিসদা ● **বারাসত রেলস্টেশন**-কৃষ্ণ কুন্ডু, শ্যামল রায় ● **হাবড়া রেলস্টেশন**- বিজয় সাহা ● **বনগাঁ রেলস্টেশন**- মন্ডল অ্যান্ড মল্লিক ● **রানাঘাট রেলস্টেশন**- তপন সরকার ● **কাঁচরাপাড়া রেলস্টেশন**- দে নিউজ এজেন্সি ● **কৃষ্ণনগর রেলস্টেশন**- নিখিল রায় ● **ইছাপুর রেলস্টেশন**- তপন মিদ্দে ● **বাগদা**- সুভাষ কর ● **নৈহাটি রেলস্টেশন**- কিশোর দাস ● **কল্যাণী**-গোরা ঘোষ ● **ব্যারাকপুর**-বিশ্বজিৎ ঘোষ ● **শ্যামবাজার**-পাল বুকস্টল /চক্রবর্তী বুকস্টল / গোবিন্দ বুকস্টল ● **কলেজ স্ট্রিট**-মহেন্দ্র বুকস্টল/শম্ভুদা ● **হাতিবাগান**-দাস বুকস্টল ● **উল্টোডাঙা**-তরুণ বুকস্টল, নিরঞ্জন ● **লেকটাউন**-গুপীনাথ বুকস্টল ● **দমদম**-মর্নিং নিউজ বুকস্টল ● **হাডকো মোড়**-জি এন বুকস্টল ● **বাগুইআটি**-চিত্ত বুকস্টল ● **ব্যান্ডেল স্টেশন**- খোকন কুন্ডু ● **ব্যান্ডেল বাজার**- দীনেশ জৈন ● **চুঁচুড়া স্টেশন**- বিনয় সিং ● **হুগলি স্টেশন**- হরিপ্রসাদ ● **চন্দননগর স্টেশন**- অসীম পাল ● **শ্রীরামপুর স্টেশন**- মহেশ জৈন ● **ব্যাঙ্কশাল কোর্ট**- রাজনারায়ণ সিং ● **ডালহৌসি এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক** – রমেশ গুপ্তা ● **বর্ধমান** – দীনেশ জৈন ● **শিয়ালদহ** – নন্দগোপাল দাস ● **চলমান বিক্রেতা** – প্রতাপ চক্রবর্তী।

আমাদের প্রতিনিধি ● কলকাতা : বরুণ মণ্ডল – ৯৮৩৬০৮১৬৭০, প্রিয়ম গুহ – ৯০৩৮৬৪০০৩০, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় – ৯৮৭৪৩৩৬৪০৪/ দক্ষিণ ২৪ পরগনা : কুনাল মালিক – ৯৮৩০৮৫৪০৮৯

ছবি কেউ তুলবে না, তুললেই মার– চেয়ারম্যান

নিজস্ব সংবাদদাতা : হাইকোর্টের নির্দেশে মনোনয়নপত্র জমার বাড়তি দিনে গণ্ডগোল হোল। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বারুইপুরে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়াকে কেন্দ্র করে উত্তাল হোল বারুইপুর। মনোনয়ন পত্র জমা দিতে গিয়ে বারুইপুরে বিডিও অফিসে বিজেপি প্রার্থীর উপর চড়াও হয় তৃণমূল– এই অভিযোগ উঠে আসে সেদিন। এই ঘটনায় বিজেপি রাস্তা অবরোধ করে আধ ঘন্টার জন্য। পুলিশ এসে রাস্তা অবরোধ তুলে দেয়। এরপর তৃণমূলের গুন্ডা বাহিনী এসে শুরু করে ইট বৃষ্টি। বারুইপুরে রাসমাঠের কাছে বিজেপির পার্টি অফিসে ভাঙচুর চালায় তৃণমূল। সেদিন সকাল থেকে তৃণমূলের গুন্ডা বাহিনীরা এসডিও ও বিডিও অফিস দখল করে নিয়েছিলো যাতে বিজেপি প্রার্থীরা কেউ মনোনয়নপত্র জমা দিতে না পারে। প্রথম থেকে গন্ডগোল শুরু হয় বিডিও অফিসে। বেশ কিছু তৃণমূলের বাহিনী মুখে রুমাল ঢাকা দিয়ে ঘুরে বেরাচ্ছিলো। দুপুর বেলা বিজেপি প্রার্থীরা মনোনয়ন জমা দিতে গেলে তাদেরকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বার করে দেওয়া হয়।বিজেপির জেলা পরিষদের প্রার্থী দিলীপ মন্ডলকে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় বারুইপুর ও ক্যানিং রোডে বিজেপি অফিসের সামনে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি। এরপর পুলিশ এসে অবরোধ তুলে দিলে তৃণমূল নেতা ভবতোষ সরদারের নেতৃত্বে একদল গুন্ডা বাহিনী এসে শুরু করে মারধর। সেই সঙ্গে বিজেপির পার্টি অফিসের ছাদ থেকে ইট ছোড়ে বিজেপি সমর্থকরা আর নীচ থেকে ইট ছোঁড়ে তৃণমূল সদস্যরা। বারুইপুরের চেয়ারম্যান শক্তি রায় চৌধুরী ও ভাইস চেয়ার ম্যান গৌতম দাস ততক্ষণে পৌছে গিয়ে বিভিন্ন রকমের কুৎসিত কথা বলতে থাকে সংবাদ মাধ্যমকে। শুধু তাই নয় ,সেদিন ভদ্র শক্তিবাবুর আসল চেহারা বেড়িয়ে আসলো সংবাদ মাধ্যমদের অশ্লীল কথা বলার জন্য। ।এক সাংবাদিক বলে যার সঙ্গে আমরা এতোদিন কথা বলে সুন্দর ব্যবহার পেয়ে এসেছি , মঞ্চে যে শক্তিবাবুর সুন্দর কন্ঠস্বরের ভাষণ শুনেছি তার কাছ থেকে এমন কদর্য্য মুখের ভাষা শুনতে হবে তা আমরা ভাবতে পারিনি। ফলে শক্তিবাবুর আসল খোলস বেরিয়ে পরে। গৌতম দাসের মুখ থেকে চেনা সাংবাদিকদের উদ্দেশে বলা হয় –ক্যামেরা ভেঙে দেবো, ছবি ডিলিট কর, তৃণমূলের বিরুদ্ধে ছবি তুলতে এসেছো ? চলে যাও এক্ষুণি। মারমুখী গৌতম, ভবতোষ ও শক্তির সেদিন আসল রূপ দেখা গেলো। সাদা ঝকঝকে পাঞ্জাবী পড়লেও এদের মুখের ভষায় সেই পোশাক কালিমালিপ্ত হল।

বীরভূমে আক্রান্ত সাংবাদিক

অভীক মিত্র : সোমবার ২৩ এপ্রিল মনোনয়ন জমা দেওয়ার অতিরিক্ত দিনে বীরভূম জেলার মহকুমাশহর রামপুরহাটে এসইউসিআই প্রার্থীদের মনোনয়নে বাধা দেওয়ার ছবি তুলতে গেলে দুষ্কৃতীরা লাঠি দিয়ে মারে আনন্দবাজার পত্রিকার চিত্রসাংবাদিক সব্যসাচী ইসলামকে। তিনি রামপুরহাট হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। লাভপুরে আক্রান্ত হয় একটি বৈদ্যুতিন সংবাদমাধ্যমের চিত্রসাংবাদিক। দুর্গাপুরে আক্রান্ত হন সাংবাদিকরা। দুর্গাপুরে সাংবাদিক নিগ্রহের ঘটনায় পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে ৬ জনকে। গত ৫ই এপ্রিল নলহাটিতে মনোনয়নের খবর করতে গিয়ে দুষ্কৃতীদের ছোঁড়া বোমায় জখম হন আনন্দবাজার পত্রিকার সাংবাদিক অপূর্ব চট্টোপাধ্যায়। গতবছর দুর্গাপুজোর সময় রামপুরহাটে আক্রান্ত হয়েছিলেন কয়েকজন সাংবাদিক। নলহাটি পুরসভা ভোটে আক্রান্ত হয়েছিলেন দুইজন চিত্রসাংবাদিক। এইবছর পঞ্চায়েত ভোটে মনোনয়ন জমা দেওয়ার সময় বীরভূম জেলায় আক্রান্ত হয়েছেন বেশ কয়েকজন সাংবাদিক – চিত্রসাংবাদিক। শুধু বীরভূম জেলায় নয় রাজ্যের বিভিন্নপ্রান্তে খবর সংগ্রহ করতে গিয়ে সাংবাদিক নিগ্রহের খবর মিলছে প্রায়দিনই। সবশেষে বলায় যায়, বর্তমান সময়ে দুষ্কৃতীদের কাছে সাংবাদিকদের পেটানো যেন এক ট্র্যাডিশনে পরিণত হয়েছে।

বাঘের কবলে দুই মৌলে

নিজস্ব প্রতিনিধি : সুন্দরবনের বাঘ তুলে নিয়ে গেল দুই ব্যক্তিকে। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার বিকালে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার গোসাবা থানার প্রত্যন্ত সুন্দরবনের গাজীর খাল জঙ্গলে। নিখোঁজ দুই মৌলের নাম নগেন মাঝি ও জগদীশ বিশ্বাস। বুধবার বিকেলে সুন্দরবনের সজনেখালির লাগোয়া পীরখালির জঙ্গলে ঘটনাটি ঘটেছে। বৃহস্পতিবার সকালে এই খবর পৌঁছতেই এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

উল্লেখ্য গত সোমবার গোসাবা থানার সুন্দরবনের লাহিড়িপুর এলাকা থেকে তিন সঙ্গী মিলে মাছ, কাঁকড়া ও মধু সংগ্রহ করতে সুন্দরবনের গভীর জঙ্গলে গিয়েছিলেন। সেখানে বুধবার বিকেলে যখন তারা জঙ্গলের মধ্যে কাঁকড়া ধরছিলেন সেই সময় বাঘে টেনে নিয়ে যায় নগেন মাঝিকে। নগেনের অন্য দুই সঙ্গী জগদীশ ও স্বপন মণ্ডল তাকে বাঁচাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে বাঘের উপর। ততক্ষণে বাঘের থাবায় নগেন নিস্তেজ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে। শিকার ধরে জঙ্গলে যাওয়ার পথে জগদীশ ও স্বপনের কাছে বাধা পেয়ে পাল্টা জগদীশের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সুন্দরবনের হিংস্র দক্ষিণ রায়। বাঘেরসেই ভয়ঙ্কর হুঙ্কার আর আক্রমণের সামনে নিজেকে সঁপে দেয় জগদীশ। অবস্থা বেগতিক বুঝে ঘটনাস্থল থেকে নিজের প্রাণ বাঁচাতে পালিয়ে আসে স্বপন মণ্ডল। বৃহস্পতিবার সকালে এলাকায় ফিরে স্বপন এই খবর জানালে এলাকায় নেমে আসে শোকের ছায়া। বন দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে এদের কাছে কোনস্যো বৈধ অনুমতি ছিল না। এরা সরকারি অনুমতি ছাড়াই জঙ্গল থেকে মাছ, কাঁকড়া ও মধু সংগ্রহ করতে গিয়েছিলেন। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বন দফতর। এলাকাবাসীরা জানিয়েছেন, নিখোঁজ নগেন মাঝি শান্তিগাছি গ্রামের বাসিন্দা। অন্যদিকে জগবন্ধু বিশ্বাস গোসাবার লাহিড়িপুরের বাসিন্দা ছিলেন।

যাযাবর স্বর্ণচোর

নিজস্ব প্রতিনিধি, পাথরপ্রতিমা : সিসি ক্যামেরার ফুটেজেই ধরা পড়ে গেল এক যাযাবর মহিলা চোর। ফাঁকা দোকান পেয়ে প্রচুর সোনার গয়না চুরি করে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল ওই যাযাবর মহিলা। মালিক চুরির বিষয়টি জানতে পেরে ততক্ষণাৎ স্থানীয় পাথরপ্রতিমা থানায় যোগাযোগ করেছিলেন। পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল দোকানের সিসি ক্যামেরার ফুটেজ। সেই ফুটেজ ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল সুন্দরবন পুলিশ জেলার প্রত্যেকটি থানাতে। চুরির কয়েক ঘন্টার মধ্যে কাকদ্বীপে চলন্ত বাস থেকে বমাল গ্রেপ্তার করা হয় অভিযুক্ত মহিলাকে। উদ্ধার হয়েছে সোনার ৯টি আংটি, ৫টি লকেট ও ২৩টি দুল। গয়নার বাজার মূল্য প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা। ধৃত মহিলা নিজেকে অন্তরা ঘোষ বলে পরিচয় দিয়েছে। বাড়ি পশ্চিম মেদিনীপুরের তাঁতিবেড়িয়াতে। ধৃতকে এদিন কাকদ্বীপ মহকুমা আদালতে পেশ করা হলে ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

পাথরপ্রতিমা বাজারে পুরনো সোনার দোকান বাবু জুয়েলার্স। দোকানের সঙ্গেই মালিক দীপক কামিল্যার বাড়ি। মঙ্গলবার দুপুরে মালিক দোকান ছেড়ে ভাত খেতে গিয়েছিলেন। সেইসময় ফাঁকাই ছিল দোকান। আধ ঘন্টার মধ্যে মালিক খাওয়া সেরে দোকানে আসেন। এসেই দেখেন, শোকেসে থাকা প্রচুর সোনার গয়না নেই। সঙ্গে সঙ্গে তিনি থানায় যোগাযোগ করেন। সিসি ক্যামেরার ফুটেজে এক যাযাবর মহিলাকে গয়না চুরি করতে দেখা যায়। অভিযুক্ত যাযাবর মহিলা পাথরপ্রতিমা বাজারে বেশ কয়েকদিন ধরে ঘুরছিল। কুলপি এলাকায় এই দলটি তাঁবু খাঁটিয়েছে বলে পুলিশ জানতে পারে। প্রতিটি বাসে তল্লাশি শুরু হয়। সন্ধে নাগাদ কাকদ্বীপ বাস স্ট্যান্ডে একটি চলন্ত বাস থেকে অভিযুক্ত মহিলাকে ধরে ফেলে কাকদ্বীপ থানার পুলিশ। উদ্ধার হয় চুরি যাওয়া গয়না।

দাঁইহাটে সিপিএম কার্যালয়ে হামলা, দলীয় কোন্দলের তত্ত্ব তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিনিধি , কাটোয়া : পঞ্চায়েত নির্বাচনে মনোনয়ন প্রক্রিয়া চলাকালীনই আক্রান্ত হল সিপিএম কার্যালয়। কম্পিউটর, একাধিক বাইক সহ আসবাবপত্র ভাঙচুর হয়েছে। অতর্কিত হামলায় জখম হয়েছেন দলের জেলা কমিটির সদস্য সহ ছয়জন নেতা ও কর্মী। ২৩ এপ্রিল সকালে ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব বর্ধমানের দাঁইহাটে সিপিএমের কাটোয়া ২ নং এরিয়া কমিটির কার্যালয়ে। এই হামলার পিছনে তৃণমূল কংগ্রেস আশ্রিত দুষ্কৃতীরা রয়েছে বলে জানিয়েছেন সিপিএমের জেলা কমিটির সদস্য তপন কোনার। স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব অবশ্য এই হামলার ঘটনাটিকে সিপিএমের কোন্দলের ফল হিসেবেই বর্ণনা করেছেন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। পাশাপাশি ঘটনাটির প্রতিবাদে কাটোয়া ও দাঁইহাট শহর সহ বিভিন্ন এলাকায় সিপিএম সভা করে জনমত গঠনের চেষ্টা চালায়। স্থানীয় ও সিপিএম সূত্রে জানা গেছে, ২৩ এপ্রিল সকাল থেকেই দাঁইহাট সুভাষ রোডস্থিত ওই কার্যালয়ে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে মনোনয়নপত্র পেশের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র তৈরির কাজ চলছিল। সেইসময় দলীয় কার্যালয়ে উপস্থিত ছিলেন সিপিএমের জেলা কমিটির সদস্য তপন কোনার, বিগত লোকসভা নির্বাচনে পূর্ব বর্ধমান কেন্দ্রের সিপিএম প্রার্থী ঈশ্বর দাস, দলের কাটোয়া ২ নং এরিয়া কমিটির সম্পাদক অনিন্দ্য মণ্ডল, যুবনেতা কিংশুক মণ্ডল প্রমুখ। উপস্থিত ছিলেন কয়েকজন সম্ভাব্য প্রার্থীও। সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ প্রায় ২০–২৫টি বাইকে চড়ে পঞ্চাশেরও বেশি হামলাকারী এসে পার্টি অফিসটি ঘিরে ফেলে। তারপর হুড়মুড় করে অফিসের ভিতরে ঢুকে হামলা চালায়। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে সিপিএমের নেতা কর্মীদের অনেকেই এদিক ওদিক দিয়ে ছুটে পালিয়ে যেতে পারলেও তপন কোনার সহ জনা ছয়েক নেতা কর্মী ওই হামলায় জখম হয়েছেন। সিপিএম নেতা তপন কোনার বলেন, হামলাকারীদের একাধিক বাইকে তৃণমূল কংগ্রেসের পতাকা লাগানো ছিল। তৃণমূল আশ্রিত সশস্ত্র দুষ্কৃতীরা দলীয় কার্যালয়ে

ঢুকে হামলা চালিয়ে বাইক, চেয়ার, কম্পিউটর প্রভৃতি ভাঙচুর করার পাশাপাশি দলীয় কর্মীদের ব্যাপক মারধর করেছে। তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব সিপিএমের এই হামলার অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।

অন্যদিকে,ঘটনাটিকে সিপিএমের কোন্দলের ফল বলে তত্ত্ব খাড়া করেছেন স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেসের একশ্রেণীর একাধিক নেতা ও কর্মী। তাঁরা এর ব্যাখ্যা হিসেবে তুলে ধরেছেন, সিপিএমের স্থানীয় ও জেলা কমিটির একশ্রেণীর নেতাদের চরম ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণকে। তাঁদের দাবি, ওই সিপিএম নেতাদের ঔদ্ধত্যের কারণে দলের নিচুতলার কর্মীদের মধ্যে ক্ষোভ জমতে থাকে এবং মাঝেমধ্যেই তা প্রকাশও হয়ে পড়ছে। এরই ফলস্বরূপ অনেকেই দল ছেড়ে চলে গিয়েছেন। এভাবেই দাঁইহাট পুরসভার পাঁচজন কাউন্সিলর সিপিএম ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেওয়ায় পুরবোর্ড তাদের হাতছাড়া হয়।

তবে, এবিষয়ে কোনওরকম মন্তব্য করতে অস্বীকার করেছেন দাঁইহাট শহর তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি রণজিত সাহা। অন্যদিকে, এমন কিছু সিপিএম কর্মী–সমর্থক আছেন যাঁরা কোনওভাবেই তাঁদের দলের ওই নেতাদের সহ্য করতে পারেন না। দাঁইহাট শহরের এমনই কয়েকজন নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক সিপিএম নেতা কর্মী এদিন পার্টি অফিসে উপস্থিত একাধিক নেতার নাম ধরে ধরে একরাশ ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন। তাঁরা এলাকায় দলের অধঃপতনের জন্য ও পুরবোর্ড হাতছাড়া হওয়ার পিছনে ওই সব নেতার ঔদ্ধত্যকেই দায়ী করেছেন। তাঁরা জানিয়েছেন, ওই নেতারা নিজেদের অসীম ক্ষমতাবান মনে করে নিচুতলার কর্মীদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন। এর ফলে দীর্ঘদিন ধরেই অপমানিত কর্মীদের মধ্যে একটা চাপা ক্ষোভ কাজ করছে। এখন সেটারই বহিঃপ্রকাশ হচ্ছে। এ বিষয়ে তপন কোনার বলেন, পার্টি অফিসে তৃণমূল কংগ্রেস আশ্রিত দুষ্কৃতীরাই হামলা চালিয়েছে। এখন সেই দায় অস্বীকার করা ছাড়া তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্বের কোনও উপায় নেই। তাই তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব আমাদের দলীয় কোন্দলের নামে মিথ্যা গল্প ফাঁদছে। তিনি আরও বলেন, পঞ্চায়েত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজ্যজুড়ে তৃণমূল কংগ্রেস সন্ত্রাসের পরিবেশ তৈরি করেছে। এখানেও সেই সন্ত্রাসের পরিবেশ অব্যাহত। ছবি: দাঁইহাটে সিপিএম পার্টি অফিস ভাঙচুর। জখম তপন কোনার।

প্রহসনের পঞ্চায়েত দিশেহারা দক্ষিণও

নিজস্ব প্রতিবেদন, ডায়মন্ড হারবার: শেষদিনেও মনোনয়ন ঘিরে উত্তাল ছিল ডায়মন্ড হারবার, ফলতা থেকে শুরু করে মথুরাপুর, সাগর সর্বত্র। এদিন মনোনয়ন জমা করার অনেক আগে থেকেই প্রতিটি ব্লক অফিসের সামনে দুষ্কৃতীরা জড়ো হতে থাকে। পুলিশ থাকলেও কার্যত নীরব দর্শক হিসেবে উপস্থিত ছিল বলে অভিযোগ। অন্যদিকে বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সিপিএম কর্মী–সমর্থকরা মিছিল করে ডায়মন্ড হারবার–১ ও ২ ব্লকের বিডিও অফিসে মনোনয়ন জমা দিতে যাওয়ার চেষ্টা করেন। অভিযোগ এইসময় মিছিল লক্ষ্য করে বোমা, গুলি ছোঁড়া হয়। মিছিল ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। পরে ক্ষিপ্ত বাম সমর্থকরা পুলিশকে লক্ষ্য করে ইট ছুঁড়তে থাকে। পুলিশও পাল্টা লাঠি উঁচিয়ে তেড়ে যায়। এদিন ডায়মন্ড হারবারে উপস্থিত ছিলেন সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী, কান্তি গাঙ্গুলি, রাহুল ঘোষ। নেতৃত্বের দিকেও দুষ্কৃতীরা তেড়ে আসে বলে অভিযোগ। এদিন এই ঘটনার প্রতিবাদে দোস্তিপুর, ফতেপুর, আমতলা, মল্লিকপুরে বাম, বিজেপি মিলে পথ অবরোধ করে। পুলিশের জিপ ভাঙচুর হয়। প্রায় ৩ ঘন্টা অবরোধ ছিল। অবরোধের জেরে বাসের মধ্যে থাকা যাত্রীরা নাকাল হয়। ফলতার হরিনডাঙাতেও একই ঘটনা ঘটে। এখানে সিপিএমের দলীয় কার্যালয়ে ঢুকে প্রার্থীদের মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। পরে ভাঙচুর চালানো হয়। বিকেলে স্থানীয় মল্লিকপুরে বিজেপি–তৃণমূল সংঘর্ষ হয় বলে অভিযোগ। এখানে শুভ অধিকারি নামে এক নিরীহ যুবক গুলিবিদ্ধ হয়। জখম যুবককে

হাসপাতালে নিয়ে আসতেও বাধা দেওয়া হয়। এদিন মথুরাপুর–১ ব্লকেও আক্রান্ত হয় বিরোধী বাম ও বিজেপি প্রার্থীরা। কয়েকজনের মাথা ফেটেছে। প্রত্যেককে মথুরাপুর ও ডায়মন্ড হারবার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। কার্যত দিনের শেষে ডায়মন্ড হারবার মহকুমার কোনও ব্লকে মনোনয়ন জমা দিতে পারল না বিরোধীরা। সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী বলেন, আদালত ও নির্বাচন কমিশন যে নির্দেশ দিয়েছিল, এদিন কার্যত পুলিশ ও প্রশাসন উল্টো ভূমিকা নিল। মনোনয়ন কার্যত প্রহসনে পরিণত হল।' বিজেপি নেতা সুফল ঘাটু বলেন, পুলিশ দলদাসে পরিণত হয়েছে। এখন তৃণমূল আর পুলিশ আলাদা করে ভাবা যাচ্ছে না।' তবে তৃণমূল কংগ্রেস নেতা শক্তি মণ্ডল সব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।

তৃণমূলকে রুখতে এবার গান গেরুয়া বাহিনীর

নিজস্ব প্রতিনিধি : শুধু স্লোগান বা বক্তৃতা নয় তৃণমূল কংগ্রেসকে রুখতে এবার গান বাঁধল গেরুয়া বাহিনী। এই গানে তৃণমূল বিরোধিতাকে অগ্রাধিকার দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যের সামাজিক উন্নয়নের তালিকাও গুরুত্ব পেয়েছে। চুঁচুড়ার বিজেপির সদস্য তথা বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক পার্থ শর্মা গানগুলি তৈরি করেছেন। আসন্ন পঞ্চায়েত ভোটের বাজারে এই গান শোনা যাবে হুগলির বিভিন্ন গ্রামে গ্রামে। নির্বাচনী প্রচারে। গান ও পথনাটিকা মূলত বামেদের হাত ধরেই ঠাঁই পেয়েছিল বাংলায়। সেই ধারাতেই জনসংযোগ বাড়াতে পথনাটিকা এবং গানের ব্যবহারে সাফল্য পেতে মরিয়া বিজেপি। তবে ওইসব গানে সরাসরি আক্রমণ রয়েছে তৃণমূল তথা শাসকদলকে। রাজ্যের বিরোধী রাজনীতির পরিসরে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে বিজেপি। কেন্দ্রের শাসকদল হওয়ার সুবাদে বাড়তি মনোবল নিয়ে রাজ্য রাজনীতিতে জাঁকিয়ে বসতে চেষ্টার খামতি নেই বিজেপির। যদিও বিজেপির উত্থান এখন তৃণমূলের প্রধান মাথাব্যাথা। ধর্মীয় বিভাজন উস্কে দিয়ে রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে তৎপর গেরুয়া শিবির। বর্তমানে তৃণমূলের প্রধান শত্রু হয়ে উঠেছে বিজেপি। পঞ্চায়েত ভোট উপলক্ষে বিজেপি দলের পক্ষে ১০টি গান লেখেন অধ্যাপক পার্থ শর্মা। 'ওমা দেখরে চেয়ে পদ্ম ফুটছে বাংলার ঘরে ঘরে।' বাউল সম্রাট পূর্ণদাস বাউলের সুরের নকলে জনপ্রিয় এই গানগুলি আদ্যোপান্ত তৃণমূলের নাম করে কটাক্ষে ভরপুর। চুঁচুড়ার বিজেপির জেলা সভাপতি সুবীর নাগ বলেন, গ্রামীণ মানুষের নানাবিধ সামাজিক অর্থনৈতিক উন্নয়নকেই তুলে রাখতে চায় বিজেপি।

উন্নয়ন ও জনসমর্থন দেখে বিরোধীরা প্রার্থী হতে চাননি : বুচান ব্যানার্জি

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার হুগলি নদীর তীরবর্তী ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত বজবজ–২ নম্বর ব্লকের ১১টি পঞ্চায়েত এলাকায় কোনও নির্বাচন হচ্ছে না। কারণ বাড়তি মনোনয়নের দিন পর্যন্ত ত্রিস্তর নির্বাচনে বিরোধী সিপিএম, কংগ্রেস, বিজেপি বা অন্য কোনও দলের কেউ মনোনয়ন জমা দেননি। এই প্রসঙ্গে বিজেপির জেলা সভাপতি অভিজিৎ দাস (ববি) বলেন, ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের প্রতিটি পঞ্চায়েত সমিতি এলাকায় তৃণমূলের গুণ্ডাবাহিনী বোমা ও অস্ত্র দেখিয়ে বিরোধী পক্ষকে মনোনয়ন জমা দিতে দেয় নি। তাই এখানে কোনও নির্বাচন হচ্ছে না। সবটাই প্রহসন। এই প্রসঙ্গে বজবজ–২ নম্বর ব্লক যুব তৃণমূল কংগ্রেসের কার্যকরী সভাপতি বুচান ব্যানার্জি বলেন, আমাদের বজবজ–২ নম্বর ব্লকের ১১টি অঞ্চলে রাস্তা ঘাট, পানীয়

জল, বিদ্যুৎ, নদীর ফেরিঘাট সহ নানা উন্নয়নমুখী কর্মসূচিতে জোয়ার এসেছে। যে কেউ এসে সরেজমিনে দেখে যেতে পারেন। প্রতিটি বুথে বুথে তৃণমূলের জনসমর্থন দেখে বিরোধীরা হতাশায় ভুগছে। মনোনয়নকে ঘিরে তৃণমূলের কেউ কোনও বোমাবাজি ও গুণ্ডাগিরি করেনি। ও সবই বিরোধীদের গোষ্ঠী কোন্দলের জের। আর যদি আমরা বা আমাদের দল মনোনয়নে বাধা দিত, তাহলে বিরোধীরা তা নিয়ে অভিযোগ কিংবা রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ করেনি কেন? আমরাও তো সিপিএম আমলে নানা অন্যায়–অবিচারের বিরুদ্ধে রাস্তায় নেমে আন্দোলন বিক্ষোভ করেছি। রাজনীতির লড়াই রাজনীতির ময়দানে করতে হয়। দুর্বল সংগঠন হীন বিরোধী পক্ষ মিথ্যা অপপ্রচার করে তৃণমূলের বিজয় রথ ও উন্নয়নকে স্তব্ধ করতে পারবে না। আগামী দিনে আমাদের একটাই লক্ষ্য উন্নয়ন উন্নয়ন উন্নয়ন।

মনোনয়নে অগ্নিগর্ভ

নিজস্ব প্রতিনিধি : মনোনয়নের প্রথম দিন থেকেই রক্তাক্ত হয়েছিলো বীরভূম জেলা। মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার জন্য অতিরিক্ত দিন ধার্য হয়েছিলো সোমবার ২৩শে এপ্রিল সকাল এগারোটা থেকে দুপুর তিনটে পর্যন্ত। তার তাতেই রক্তাক্ত হলো বীরভূম। ঘটলো প্রাণহানির মতো ঘটনা। যা নিয়ে সরব বিরোধীরা। কড়িধ্যায় মনোনয়ন জমা দিতে যাওয়ার সময় তৃণমূলের সঙ্গে বিজেপির ব্যাপক সংঘর্ষ হয়। মুড়ি মুড়কির মতো পড়তে থাকে বোমা চলে গুলিও। কড়িধ্যায় বাড়িতে এবং দোকানে অগ্নিসংযোগের অভিযোগ উঠে দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যায় শেখ দিলদার নামে যুবক। গুলিবিদ্ধ হয় বিজেপি নেতা শ্যামসুন্দর গড়াই। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। প্রথমে দিলদারকে নিজেদের কর্মী বলে দাবি করে সিপিএম নেতৃত্ব। পরে দিলদারের রাজনৈতিক পরিচয় নিয়ে দড়ি টানাটানি শুরু হয় তৃণমূল এবং বিজেপির মধ্যে। দিলদার বিজেপির সংখ্যালঘু সেলের সাধারণ সম্পাদক বলে দাবি করে বিজেপি

বীরভূম

রাজ্য নেতৃত্ব। বিজেপি করতো দিলদার। সিউড়ি হাসপাতালে সংবাদমাধ্যমের কাছে এই বলে জানান দিলদারের বাবা তহিদ খান । পরে তৃণমূল দিলদারকে নিজেদের দলীয় কর্মী বলে দাবি করে। বিকালে বীরভূম জেলা তৃণমূল সভাপতি অনুব্রত মন্ডলের পাশে বসে সদ্য নিহত দিলদারের বাবা তহিদ খান বলেন, 'আমরা তৃণমূলই'। মাত্র কয়েক ঘন্টার ব্যবধানে বয়ান বদলে যায় সদ্য প্রয়াত শেখ দিলদারের বাবা তহিদ খানের। যা নিয়ে রাজনৈতিক তরজা তুঙ্গে। রামপুরহাট মহকুমাশাসকের দপ্তরের সামনে থেকে জমায়েতকারীদের হঠিয়ে দেয় পুলিশ। মুরারই,সিউড়ি চৈতালী মোড়ের বিজেপি পার্টি অফিস এবং পাইকরে সিপিএম পার্টি অফিস ভাঙচুরের অভিযোগ উঠেছে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। মুরারইয়ে সিপিএম এবং কংগ্রেস প্রার্থীদের মনোনয়নে বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠে পুলিশের বিরুদ্ধে। রামপুরহাট সানঘাটা কালিমন্দিরের কাছে বাস থেকে নামিয়ে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের মারে পায়ের মালাইচাকি এবং আঙুল ভেঙে গিয়েছে বেগুনিয়া গ্রামের বিজেপি কর্মী স্বপন পালের। কংগ্রেস নেতা অপূর্ব চৌধুরী এবং সিপিএম নেতা কার্তিক মাল প্রহৃত হয়। বিষ্ণুপুরের তৃণমূল নেতা নন্দলাল দাসকে মারধর করার অভিযোগ উঠে বিরোধীদের বিরুদ্ধে। সে রামপুরহাট হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। রামপুরহাটে এসইউসিআই প্রার্থীরা মনোনয়ন জমা দিতে যাওয়ার সময় প্রহৃত হয় শাসকদল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের হাতে বলে অভিযোগ। ছবি তুলতে গিয়ে আক্রান্ত হয় একটি দৈনিক পত্রিকার চিত্রসাংবাদিক। যদিও সবক্ষেত্রেই অভিযোগ অস্বীকার করেছে রাজ্যের শাসকদল। ইলামবাজার, দুবরাজপুর,লাভপুর,মহম্মদবাজারে এইদিন অব্যাহত থাকে ঝামেলা। লাভপুরে আক্রান্ত হয় একটি বৈদ্যুতিন সংবাদমাধ্যমের চিত্রসাংবাদিক।

মহিলা পোস্ট মাস্টার হিসেবে দক্ষতার পরিচয় নীতু ভট্টাচার্যের

নিজস্ব প্রতিনিধি : যে রাঁধে সে চুলও বাঁধে এই পুরনো আপ্তবাক্যকে সহায় করে এক ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন হুগলি জেলার চাঁপদানি পোস্ট অফিসের মহিলা পোস্ট মাস্টার নীতু ভট্টাচার্য। 'মাস্টার' ইংরেজি শব্দটির বাংলা অর্থ হল প্রভু। অর্থাৎ যিনি প্রধান। বিদ্যালয়েও হেড মাস্টার শব্দটির অর্থ হল প্রধান শিক্ষক। প্রাচীনকাল থেকেই 'মাস্টার' শব্দটি পুংলিঙ্গে ব্যবহৃত হয়ে চলেছে। কিন্তু সেই প্রাচীন, সনাতনী ধারণা থেকে বেড়িয়ে এসে পোস্টমাস্টার পদে মহিলা হিসেবে নীতু ভট্টাচার্য এক অনন্য উদাহরণ সৃষ্টি করেছেন। নীতু দেবীর বাপের বাড়ি নদিয়া জেলার কৃষ্ণনগরে। বাবা শ্যামলকুমার সরকার বায়ু সেনার অবসরপ্রাপ্ত কর্মী, মা অর্চনা সরকার গৃহবধূ। বাবা মায়ের একমাত্র মেয়ে নীতু দেবী বরাবরই পড়াশোনায় খুব তুখোর ছাত্রী ছিলেন। কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় থেকে তিনি মাধ্যমিকে ও উচ্চমাধ্যমিকে ৭০ শতাংশ

নম্বর নিয়ে পাশ করে কৃষ্ণনগর কলেজে অংক নিয়ে সাম্মানিক স্নাতক স্তরে ভর্তি হন। স্নাতকের ছাত্রী থাকার সময়েই তিনি ১৯৯৫ সালে মাত্র ১৯ বছর ৬ মাস বয়সে পোস্টাল অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে চাকরি পান। চাকরিতে যোগদান করে প্রথমে চন্দননগর পোস্ট অফিসে, তারপর শ্রীরামপুর হেড অফিস, তেলিনীপাড়া, অ্যাঙ্গাস পোস্ট অফিস হয়ে আবার তেলিনীপাড়া। বাবুরবাজারের রাজাবাজার পোস্ট অফিস থেকে ২০১৪ সালের নভেম্বর মাসে চাঁপাদানি পোস্ট অফিসে পোস্ট মাস্টার পদে যোগ দেন। নীতু দেবীর শ্বশুরবাড়ি চাঁপদানিতেই। তাঁর স্বামী সুপ্রিয় ভট্টাচার্য তিনিও অন্য একটি পোস্ট অফিসে পোস্ট মাস্টার পদে কর্মরত। তাঁদের একমাত্র মেয়ে সুদক্ষিণা ভট্টাচার্য কলকাতার প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞানের 'স্নাতক স্তরের ছাত্রী। কাজের বাইরে নীতুদেবী বই পড়তে খুব ভালবাসেন। তাঁর প্রিয় লেখক মুন্সী প্রেমচাঁদ, খুশবন্ত সিং, আর. কে. নারায়ণ। শিক্ষকতা, নার্সিং–এর মতো আরও অনেক চাকরি থাকা সত্ত্বেও এই পোস্ট অফিসে চাকরি কারণ জিজ্ঞাসা করলে নীতু ভট্টাচার্য জানান, আমি কোনওদিন ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে পার্থক্য করিনি। মেয়েরা ছেলেদের থেকে অনেক ক্ষেত্রে এগিয়ে। কোনও পরিবারে মেয়ে চাকরি করলে সেই পরিবারে একটি শৃঙ্খলা থাকে, পারিবারিক বাঁধন খুব শক্তিশালী ও দৃঢ় হয়। আমার যখন মেয়ে হয় তা নিয়ে আমার মনে কোনও কষ্ট হয় নি। এখনও মেয়ে বলে আমি কখনও নিজেকে কোনও ছেলের থেকে কমতি বলে মনে করি না। সংসারের দায়িত্ব সামলে কর্মক্ষেত্রে পুরুষদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করে এক অনন্য নজির স্থাপন করেছেন নীতু ভট্টাচার্য।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫২ বর্ষ, ২৭ সংখ্যা, ২৮ এপ্রিল – ৪ মে, ২০১৮

ঘাসফুলের ঘাড়ের কাছে নিঃশ্বাস ফেলছে পদ্ম

বেশ কিছুদিন ধরেই বাংলার হালফিলের রাজনৈতিক সমীকরণ নিয়ে ছোট–বড় বিভিন্ন গণমাধ্যম তাদের সমীক্ষা তুলে ধরছিল। মোটের ওপর একটা ইঙ্গিত তাতে পাওয়াই যাচ্ছিল যে বিজেপি এখন এ রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল হয়ে উঠেছে। এইসব সমীক্ষার ভিতকে আরও মজবুত করল রাজ্যের এক প্রথম শ্রেণির মিডিয়ার সমীক্ষা। বস্তুত, তাতে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে এই মুহূর্তে রাজ্যে যে পঞ্চায়েত ভোটের আসর বসতে চলেছে তাতে বিজেপি প্রায় ২৫–২৬ শতাংশ ভোট পেয়ে যাবে। শাসক দল তৃণমূল অবশ্য নিকটতম এই প্রতিদ্বন্দ্বীর চেয়ে অনেকটাই এগিয়ে। ঘাসফুল এই সমীক্ষা অনুযায়ী পেতে পারে ৩৪ শতাংশ ভোট। আর বামেরা ১৩ শতাংশ ও কংগ্রেস ৭ শতাংশ ভোট পেয়ে থাকছে যথাক্রমে তিন ও চার নম্বর স্থানে। অর্থাৎ এসব সমীক্ষা থেকে এটা সাফ বোঝা যাচ্ছে এখনও শাসক দলের গদি সবরকমভাবেই (আসনের বিচারে তো বটেই) তৃণমূলের পক্ষে গেলেও বিজেপি ২০১৪–র লোকসভা নির্বাচনের ১৭ শতাংশ ভোটের থেকে প্রায় ৮–১০ শতাংশ ভোট বাড়িয়ে নিতে চলেছে। আর পদ্মের এই বাড়তি ভোট যেমন বিরোধী হিসেবে কার্যত ভোঁতা হয়ে যাওয়া বাম কংগ্রেসের ঘর থেকে আসছে, ঠিক তেমনই শাসক তৃণমূলের কাছ থেকেও কিছু জমা হচ্ছে তাদের ঝুলিতে। সবথেকে বড় কথা গত বিধানসভা ভোটেও তৃণমূল যে সংখ্যক ভোট পেয়েছিল বাম–কং জোট ও বিজেপির বিরুদ্ধে লড়ে (ত্রিমুখী লড়াই) চতুর্মুখী লড়াইয়ের মুখে পড়ে অনেকটাই ভোট বাড়িয়ে নিতে পারছে বিজেপি।

একইভাবে ভোট হারাচ্ছে শাসক দল। প্রায় ৭–৮ শতাংশ ভোট তৃণমূল হারাচ্ছে গত বিধানসভা ভোটের প্রেক্ষিতে। সংখ্যার বিচারে এবারেও যে তৃণমূলের বাক্সে রাজ্যের অধিকাংশ জেলা পরিষদ, গ্রাম সমিতি ও পঞ্চায়েত এসে জমা পড়বে তা বোধহয় একটা ছোট বাচ্চাও জানে। কিন্তু যেভাবে রকেটের গতিতে বিজেপি বেড়ে উঠে তৃণমূলের একেবারে ঘাড়ের কাছে নিঃশ্বাস ফেলছে তাতে আগামী এক–দুবছরে অনেক কিছুই যে ওলটপালট হয়ে যেতে পারে তা জলের মতো পরিস্কার। বিশেষ করে আগামী লোকসভা নির্বাচনে (২০১৯–এ) বিজেপি যে তাদের ২টি আসন অনেকটাই বাড়িয়ে নেবে তা যেন ক্রমেই পরিস্কার হয়ে যাচ্ছে। জল্পনা এমন পর্যায় এসেছে যে অনেকে দাবি করছেন, বিজেপির পক্ষে এই সংখ্যাটা দুঅঙ্ক পর্যন্ত নাকি ছাড়িয়ে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে ৪২টি আসনের মধ্যে শাসক তৃণমূল আটকে যেতে পারে মাত্র ৩০ এর মধ্যে। বস্তুত, যারা কিনা ফেডারেল জোট করে দিল্লি দখলের স্বপ্ন দেখছে তাদের যদি এই পরিনতি হয় তবে তা অত্যন্ত খারাপ সঙ্কেত পাঠাবে তার অব্যবহিত পরের বিধানসভা ভোট–২০২১–এর জন্য। আর বিজেপি হয়তো বেশ কিছু রাজ্যে দুর্বল হচ্ছে দীর্ঘদিন ক্ষমতা ধরে রাখার পর। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, অসম, ত্রিপুরা, কেরালা, কর্ণাটক ও উত্তর–পূর্ব ভারতের অধিকাংশ জায়গায় নিজেদের জমি তৈরি করে মজবুত করে ফেলছে ২০১৯–এর লোকসভা ভোটে নিজেদের অবস্থানকে। এই ফর্মুলার কোপে পড়ে তৃণমূল তাই কোণঠাসা হবে এটাই এখন সার কথা।

অমৃত কথা

কর্মযোগ

পরোপকারে নিজেরই উপকার

কর্তব্যনিষ্ঠা দ্বারা আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির কিরূপ সহায়তা হয়, সে বিষয়ে আরও অধিক আলোচনা করিবার পূর্বে কর্ম বলিতে ভারতে আমরা যাহা বুঝিয়া থাকি, তাহার আর একটি দিক যত সংক্ষেপে সম্ভব তোমাদের নিকট বিবৃত করিতে চেষ্টা করিব। প্রত্যেক ধর্মেই তিনটি করিয়া ভাগ আছে, যথা দার্শনিক, পৌরাণিক ও আনুষ্ঠানিক। অবশ্য দার্শনিক ভাগই প্রত্যেক ধর্মের সার। পৌরাণিক ভাগ ঐ দার্শনিক ভাগেরই বিবৃতিমাত্র, উহাতে মহাপুরুষগণের অল্পবিস্তর কাল্পনিক জীবনী এবং অলৌকিক বিষয়সংক্রান্ত উপাখ্যান ও গল্পসমূহ দ্বারা ঐ দর্শনকেই উত্তমরূপে বিবৃত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। আর আনুষ্ঠানিক ভাগ ওই দর্শনেরই আরও স্থূলতর রূপ যাহাতে সকলেই উহা ধারণা করিতে

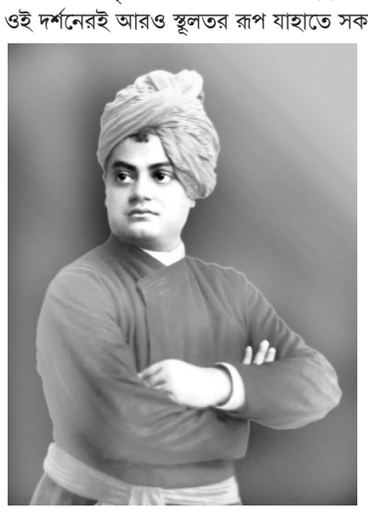

পারে, প্রকৃতপক্ষে অনুষ্ঠান দর্শনেরই স্থূলতর রূপ। এই অনুষ্ঠানই কর্ম। প্রত্যেক ধর্মেই ইহা প্রয়োজনীয়, কারণ আমাদের মধ্যে অনেকেই যতদিন না আধ্যাত্মিক বিষয়ে যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিতেছে, ততদিন সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক তত্ত্ব ধারণা করিতে অসমর্থ। লোকে সহজেই ভাবিয়া থাকে, তাহারা সকল বিষয়ই বুঝিতে পারে, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় সূক্ষ্ম ভাবসমূহ হৃদয়ঙ্গম করা বড়ই কঠিন। এই কারণে প্রতীকের দ্বারা বিশেষ সাহায্য হইয়া থাকে, আর প্রতীকের সাহায্যে কোন বস্তুকে ধারণা করিবার প্রণালী আমরা কিছুতেই ত্যাগ করিতে পারি না। স্মরণাতীত কাল হইতে সকল ধর্মেই প্রতীকের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। এক হিসাবে আমরা প্রতক ব্যতীত চিন্তাই করিতে পারি না, শব্দসমূহ তো চিন্তারই প্রতীক। অন্য হিসাবে জগতের সমুদয় পদার্থকেই প্রতীকরূপে দেখা যাইতে পারে। সমগ্র জগৎ একটি প্রতীক, আর ইহার পশ্চাতে মূলতত্ত্ব ঈশ্বর। এই প্রতীকজ্ঞান পুরাপুরিভাবে মানব সৃষ্ট নয়। কোন বিশেষ ধর্মাবলম্বী কয়েকজন ব্যক্তি একস্থানে বসিয়া ভাবিয়া চিন্তিয়া স্বকপোলকল্পিত কতকগুলি প্রতীকের সৃষ্টি করিলেন এরূপ নয়। প্রতীকগুলি স্বভাবতঃ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ফেসবুক বার্তা

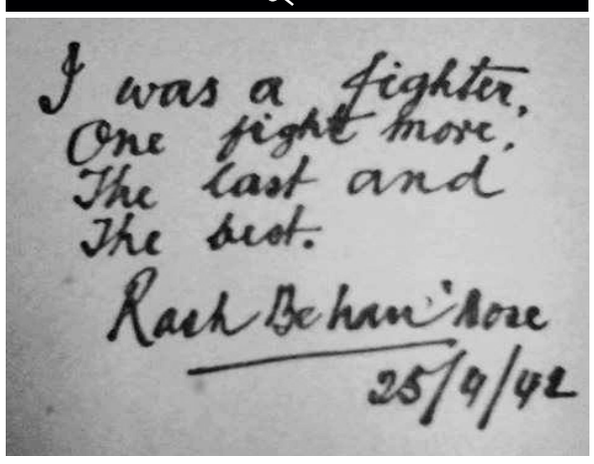

রাসবিহারী বসুর লেখা একটি অনবদ্য বাক্য।

চাষির আত্মহত্যা সরকারের গালভরা কথা

সুস্বাগত বন্দ্যোপাধ্যায়

নির্বাচন বড় দায়। ভোট চাই ভোট। যেনতেন প্রকারেণ ক্ষমতা দখল। বিধানসভা অথবা পঞ্চায়েত। জয়নগরের মোয়া না হলে গুলি–পিস্তল–বোমা। ভারতীয় গণতন্ত্রে নির্বাচনের ভাষা এই কথাই বলে। ৭০% কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ মানুষের ভোট নানান লোভ দেখিয়ে পেতে পারলে দেখে কে? ভানু পেল লটারি। ভারতের কৃষকরা প্রতিশ্রুতির গালভরা গল্প নেতা–নেত্রীদের কাছে শুনবেন। আর ফ্যালফ্যাল করে তাকাবে। মধ্যপ্রদেশের চম্বলে মন্ত্রীমশাই প্রাকনির্বাচনী সভায় ভাষণ দেওয়ার পর কৃষকের কাছে নানা অভিযোগ শুনে তাদের উন্নয়নের জন্য সরকারি প্রকল্পের থালি, তুলে ধরলেন। একটি ডেঁপো ছেলে ভিড় ঠেলে মন্ত্রীর কাছে ছুটে এসে প্রশ্ন করল, 'সরকার যদি আমাদের এতই উন্নতি করে থাকে তাহলে কৃষক আত্মহত্যা করছে কেন? মন্ত্রীর কাছে কোনও উত্তর ছিল না। মন্ত্রী বেকায়দায় পড়ছে দেখে তাঁর চ্যালাচামুন্ডারা ভিড় সরিয়ে তাকে নিয়ে সোজা এসি গাড়িতে। ডেঁপো ছোড়ার প্রশ্ন চোখ রাঙানি ধমকানিতে উড়িয়ে দেওয়া যায়, কিন্তু কঠোর সত্যকে কি করে এড়িয়ে যাবেন মন্ত্রী মশাই? গত ১৫ বছরে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএ এবং বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোট সরকারের শাসনে সারা ভারতে ২ লক্ষ কৃষক আত্মহত্যা করেছে। অবাক লাগছে! সরকারি অপরাধের খতিয়ান তাই বলে। কৃষকের একের পর এক আত্মহত্যায় দেশের রাজনৈতিক দলগুলো তাদের চোখের জলে রুমাল ভিজে যাচ্ছে। লক্ষ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতি এবং মৃত ব্যক্তির গলায় মালা দিতে দিতে তারা ক্লান্ত হয়ে পড়ছেন। মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিংহ চৌহান গত বছর মৃত কৃষক পরিবার পিছু ৫ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণের যে আশ্বাস দিয়েছিলেন, সরকারের অর্থ দফতর জানিয়ে দিয়েছেন এই ক্ষতিপূরণের ৫০ লক্ষ টাকা দেওয়ার মতো অর্থ কোষাগারে নেই। শোকার্ত কৃষক পরিবার কিভাবে দিন সঙ্কুলান করছে তার আর খবর রাখার প্রয়োজন করে নি মন্ত্রীমশাই। তবে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে জিতে আসার জন্য কৃষি–কর্মণ পুরস্কার ঘোষণা করেছিলেন মন্ত্রীমশাই। অথচ গত দুমাসে ২০ জন কৃষক আত্মহত্যা করেছে। এবছর মধ্যপ্রদেশে সবচেয়ে বেশি গম উৎপাদন হয়েছে। ২০১৭ সালে সারা দেশে গম উৎপাদনের পরিমান ২.৪২ শতাংশ কমলেও মধ্যপ্রদেশ গম উৎপাদনে তৃতীয় স্থানে আছে। ১৪,২৮২ মেট্রিক টন গম উৎপাদন হয়। ৩.৬৫ লক্ষ হেক্টর জমিতে রবিশস্য উৎপাদন ভালোই হয়েছে। ছোলা উৎপাদনের পরিমাণ এতটাই বৃদ্ধি পায় যে কৃষকরা ছোলার দাম না পেয়ে সুদখোর মহাজনদের হাত থেকে বাঁচার জন্য আত্মহত্যার পথ বেছে নিচ্ছে।

মধ্যপ্রদেশে ২৬ লক্ষ গ্রামীণ সমবায় ব্যাঙ্ক অথবা সোসাইটি রয়েছে। এইসব ঋণদানকারী ব্যাঙ্ক থেকে গরিব ভূমিহীন কৃষকেরা ঋণ পাওয়ার পরিবর্তে ফড়েরা বেনামে টাকা লুঠ করে নিচ্ছে। আসন্ন বিধানসভা নির্বচনে জেতার জন্য ১৩ হাজার কোটি টাকা ঋণের ব্যবস্থা মধ্যপ্রদেশ সরকার করেছে। কিন্তু সেই ঋণ ভূমিহীন কৃষকের

কাছে পৌছনোর আগে ফড়ে এবং বিজেপির স্থানীয় নেতাদের পকেটে ভরছে।

বিজেপি শাসিত মধ্যপ্রদেশের পাশাপাঠি কর্নাটক, রাজস্থান ও ছত্তিশগড়ে বিধানসভা নির্বাচন। রাজস্থান সরকার গতবছর কৃষকের ঋণ মকুব করার কথা বলেছিল। সরকার কিন্তু কথা রাখে নি। রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী বসুন্ধরা রাজে সিন্ধিয়া মুখ্যমন্ত্রীর গদি বাঁচানোর জন্য স্থানীয় কো–অপারেটিভ ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ গ্রহণের ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত সুদ মকুব করার কথা ফের ঘোষণা করেছে। এর ফলে বিত্তবান ছোট জমির মালিক কৃষকরা লাভবান হলেও ভূমিহীন কৃষকের আর্থিক দৈন্যদশা কাটে নি। সরকারি পরিসংখ্যান বলছে রাজস্থানে প্রতি ঘন্টায় একজন করে কৃষক ২০১৬ সালে আত্মহত্যা করেছে।

সারা ভারতে ২০১৬ সালে ক্রাইম রোকর্ড ব্যুরোর রিপোর্ট অনুযায়ী সারা দেশে কৃষক আত্মহত্যায় প্রথম মহারাষ্ট্র ৩,৬৬১, দ্বিতীয় কর্ণাটক ২,০৯৯, তৃতীয় মধ্যপ্রদেশ ১,৩২১, তেলেঙ্গানায় ৬১২, ছত্রিশগড়ে ৫৮৫ জন কৃষক ঋণের জালে জর্জরিত হয়ে বিষ খেয়ে অথবা গলায় দড়ি দিতে বাধ্য হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে কৃষকের অবস্থা দেশের অন্যান্য রাজ্যের থেকে সামান্য শতাংশ হলেও ভালো। ২০১১ সালে তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় আসার পর থেকে ২০১৮–র এপ্রিল মাস পর্যন্ত ৩৪ জন কৃষক আত্মহত্যা করেছে। পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমানের বিষ্ণুমতি গ্রামে অতুলপ্রসাদ লোধ এবং বীরভূমের মৃণাল কান্তি সরকার ঋণ শোধ করতে না পেরে আত্মহত্যার পর কৃষকের আত্মহত্যার ঘটনা সরকারের রেকর্ডে নেই। রাজ্যে ভূমিহীন প্রান্তিক কৃষকরা ফসলের নায্য দাম পায় না বলে অভিযোগ ক্ষোভ বিক্ষোভ থাকলেও রাজ্য সরকার কৃষকদের স্বার্থে একাধিক উদ্যোগ নিয়েছে। কিষাণ মান্ডি, কৃষকের ফসল সরাসরি কিনে নিয়ে সরকার খুলেছে। পশ্চিমবঙ্গই প্রথম রাজ্য সারা দেশে জাতীয় কৃষি বাজার (ই–ন্যাম) গড়ে তোলার জন্য উদ্যোগ নেয়। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ই–ন্যামের জন্য ১৭টি দরখাস্তও জমা দিয়েছে।

এই কৃষি বাজার নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গের দাবিকে মেনে নিতে নিমরাজি। কেন্দ্রীয় কৃষি মন্ত্রী রাধামোহন সিংহের যুক্তি জাতীয় নীতি আয়োগের সুপারিশ অনুযায়ী ৫৮৫টি কৃষি পণ্য বাজারি নীতি দ্বারা চালিত হলে সারা দেশে এক ছাতার তলায় পণ্য কেনা–বেচা যাবে। কৃষকের নিজস্ব পছন্দ অনুযায়ী স্থানীয় অথবা অনলাইনে নিজের পণ্য সারা দেশে বিক্রি করার সুযোগ সুযোগ পাবে। চুক্তি চাষ এবং জমি নিজের মাধ্যমে চাষিরা যাতে চাষ করে তার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার চেষ্টা চালাচ্ছে। বৈদ্যুতিন মাধ্যমে বাজার তৈরির জন্য ৩০ লক্ষ টাকা প্রতি রাজ্যকে অনুদান দেওয়ার কথাও ঘোষণা করা হয়েছে। রাজ্য সরকার কেন্দ্রের এই জমি লিজ নীতির বিরোধিতা করছে। জমি লিজ বা ফার্মিং–এর জন্য জমি চাওয়া হলে প্রান্তিক চাষিদের আয় বৃদ্ধি পাবে না। জমির দালালরা কৃষি জমি লুঠ করে নেবে। পশ্চিমবঙ্গই একমাত্র রাজ্য কেন্দ্রীয় সরকারের প্রস্তাবিত বৈদ্যুতিন কৃষি বাজার বিল এবং নীতি আয়োগের সুপারিশের বিরোধিতা করছে।

রাজ্য সরকার আলু চাষিদের সমস্যা নিয়ে যথেষ্ট বিব্রত। গত বছর ১১০ লক্ষ টন আলু উৎপাদন হয়েছিল রাজ্যে প্রতিবছর বীজ সহ ৬৫ লক্ষ টন আলু, লাগে। ৪.৬০ টাকা করে রাজ্য সরকার মিড–ডে মিল এবং হাসপাতালে রোগীদের খাবারের জন্য চাষিদের কাছ থেকে। প্রায় ১০০ লক্ষ টন আলু রাজ্যে উৎপাদন হয়েছে। সারাবছর আলু খাবারের পরেও অতিরিক্ত ৩৫ টন আলু রাখাটাই সমস্যা। রাজ্যে ৪৩৫টি হিমঘর রয়েছে। গত ডিসেম্বর মাসে হিমঘরের আলু বার করে আনার সময়সীমা শেষ হয়ে গেলে চাষিকে ১–২ টাকা দরে আলু বিক্রি করতে বাধ্য হয়ে হয়। কোনও কোনও হিমঘরে গত বছরের আলু এখনও পড়ে রয়েছে। ফলে নতুন আলু হিমঘরে ঢোকানো যায় নি। এই সংকট মুক্তির একমাত্র পথ ভিন রাজ্যের পাশাপাশি বিদেশে আলুর রফতানি। বাজারি অর্থনীতিতে বাংলার আলু বিদেশের বাজারে কেন বিক্রি হবে না? গত বছর রাজ্য সরকার আশ্বাস দিয়েছেন শ্রীলংকায় আলু রফতানির। যদিও তা আর হয়ে ওঠে নি। সরকার আন্তরিক হলে চাষির ব্যাটা গাড়ি চড়তে না পারলেও চাষের খরচখরচা মিটিয়ে সুখের মুখ দেখে রবি মরশুমে আলুর চাষ করবে। তা না হলে চাষির সর্বনাশে–আত্মহত্যা!

এখন দরকার সেই শিক্ষা

মানুষের জন্য মানুষ পুজোর দীক্ষা

নির্মল গোস্বামী

তাঁর বাণী ছিল এই ''আমাদের জীবনে এত দুঃখ কেন? কারণ আমার অত্যন্ত স্বার্থপর। আমরা শুধু নিজেদের জন্য সব কিছু বাসনা করি– তাই তো এতো দুঃখ। এ থেকে নিষ্কৃতি লাভের উপায় কী? আত্ম বিসর্জন। 'অহং' বলে কিছু নেই– ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য এই ক্রিয়াশীল জগৎ মাত্র আছে। জীবন–মৃত্যুর গতাগতির মূলে 'আত্মা' বলে কিছুই নেই। আছে শুধু চিন্তা প্রবাহ, একটির পর আর একটি সঙ্কল্প। সঙ্কল্পের একটি ফুট উঠল আবার বিলীন হয়ে গেল সেই মুহূর্তেই এই মাত্র। এই চিন্তা বা সঙ্কল্পের কর্তা কেউ নেই– কোন জ্ঞাতাও নেই। সেই অনুক্ষণ পরিবর্তিত হচ্ছে– মন এবং বুদ্ধি পরিবর্তিত হচ্ছে। সুতরাং 'অহং' নিছক ভ্রান্তি। যত স্বার্থপরতা, তা এই 'অহং'– মিথ্যা 'অহং'কে নিয়েই। যদি জানি যে 'আমি' বলে কিছু নেই, তাহলে আমরা নিজেরা শান্তিতে থাকব এবং অপরকেও সুখী করতে পারব।' ১৯০০ খ্রীঃ ১৮ মার্চ সানফান্সিসকোর বুদ্ধের বাণী প্রসঙ্গে স্বামীজি উক্ত কথাগুলি বলেছিলেন। তিনি সাম্যবাদের আদি ঋষি, তিনি অহিংসার প্রথমে প্রচারক। তিনি দুর্জয় সাহসী তাই ঈশ্বরের থেকে ধর্মের অভিমুখ মানুষের দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি শুধু মানুষের দুঃখ দূর করার জন্য ৫০০ বার এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন– সেই শাক্য সিংহের আবির্ভাব তিথি বৈশাখী পূর্ণিমা প্রতিবছর– ফিরে ফিরে আসে। কিন্তু আমরা তাঁকে তাঁর শিক্ষাকে হৃদয়ে ধারণ করার জন্য উদ্‌গ্রীব হই নি তো? মানুষের দুঃখের পরিনির্বাণের জন্য যিনি রাজ সুখ ছেড়ে পথে পথে ঘুরে বেড়িয়েছেন– যিনি জগতের মঙ্গলের জন্য নিজের জীবন পর্যন্ত উৎসর্গীকৃত করে দিলেন। একটি মাত্র ছাগল ছানাকে মুক্ত করতে অঙ্গুরীমালের কাছে নিজেকে সমর্পণ করেছিলেন। বলেছিলেন ওই ক্ষুদ্র জীবনের পরিবর্তে আমাকে বলি দাও। বুদ্ধের বাণী তাঁর জীবনী কথা আমরা বইয়ের পাতায় পাই। কিন্তু সেই পড়ে কি তার কর্মকে সত্যই অনুধাবন করতে পারি? পারি না। কারণ তাঁকে জানতে গেলে তাঁর কর্মের গভীরতাকে অনুভব করতে হলে, তাঁর ধর্মমতের সারবত্তাকে হৃদয়ঙ্গম করতে হলে তাঁর যুগকে জানতে হবে। কোনও ঐতিহাসিক সামাজিক ও ধর্মীয় বাতাবরণের মধ্যে দাঁড়িয়ে তাঁকে একাকী কী

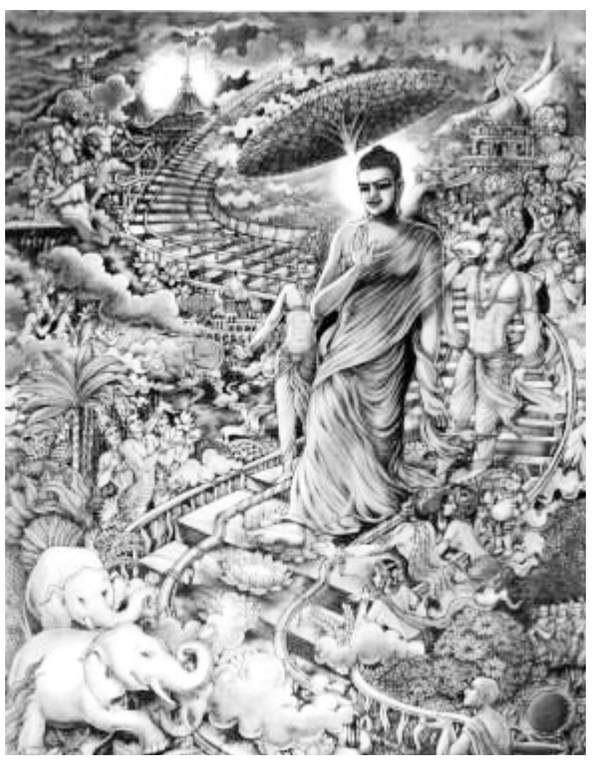

কঠিন অসাধ্য সংগ্রাম করতে হয়েছিল জানতে হবে।

আজকের আধুনিক যুগে তখনও কালের গর্ভে বিলীন। খ্রীস্টের জন্মগ্রহণ করতে তখনও ৬০০ বছর বাকি। ভারতের তখন বেদের কাল। বেদের প্রগতিশীলতার কাল শেষ হয়ে গেছে। সঠিক বেদব্যাখ্যার থেকে বেদের নামে অনাচার–অত্যাচার প্রভুত্ব কায়েম করাই ছিল বৈদিক ব্রাহ্মণের প্রধান কাজ। বেদের নির্দেশিত পথে এককালে কর্মভিত্তিক জাতি প্রথা গঠন হয়েছিল। যেমন শূদ্রের ছেলে কর্মগুণে ব্রাহ্মণত্ব অর্জন করতে পারে। কিন্তু সেই প্রথা বিকৃত হয়ে জাত ভিত্তিক কর্ম বিভাজন স্থির হল। ফলে সমাজে ব্রাহ্মণ ছাড়া বেদ উচ্চারণ করার অধিকার কোনও জাতির রইল না।

অনেক সময় অযোগ্য ব্রাহ্মণ সন্তানদের দ্বারা বেদের ভুল ব্যাখ্যা বা কর্মকান্ড নিয়েই মেতে রইল/ যাগ যজ্ঞ আর শত শত পশু বলি ধর্মাচারণের প্রধান অঙ্গ হয়ে উঠল। এতে ব্রাহ্মণদের আর্থিক স্বচ্ছলতা বজায় থাকল। বেদের দার্শনিক দিকটা অবহেলিত হল। অপর দিকে ভারতের হিন্দুরা প্রচণ্ড পরিমাণে ঈশ্বর বিশ্বাসী। ঈশ্বরকে কেন্দ্র করেই তাদের ভাব ভক্তি। ঈশ্বরকে অমান্য করা মানে ভক্তির শিকড়ে টানপড়া। হিন্দুরা ঈশ্বর আর আত্মা ত্যাগ করতে পারে না। এই দুটি ধারণা আঁকড়ে তারা আর সব কিছু ত্যাগ করতে পারে। ঈশ্বরের জন্য তারা নিজের জীবন পর্যন্ত বলি দিতে পারে। শত শত নরহত্যা করতে পারে। ঈশ্বরের নামে তারা নিজ পুত্র বিসর্জন দিতে পারে। দেশ লুণ্ঠন করতে পারে।

হাজার হাজার পশু হত্যা করে এই ধরণীকে রক্তস্নাত করতে পারে। এমনি ঈশ্বর আবহে দাঁড়িয়ে ঈশ্বর বলে কেউ নেই, আত্মা বলে কিছু নেই, কর্ম কর কর্মের জন্য 'অহং'–এর জন্য নয়। কেননা 'অহং' ভ্রান্তি। এই ভ্রান্তি দূর হলেই আমরা নিজের স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হব। যারা এতো উপরে উঠে নিছক কর্মের জন্য কর্ম করার কথা বলতে পারে, তারা পৃথিবীতে সত্যই অল্প। তৎকালীন ভারতবর্ষের এই মত শুধু প্রচার করলেন তা নয়। দ্রুত প্রসার লাভ করল।

স্বামীজি বলছেন বৌদ্ধধর্মের প্রসার লাভের একমাত্র কারণ বিস্ময়কর ভালোবাসা, যা মানব ইতিহাসে সর্বপ্রথম একটি মহৎ হৃদয়কে বিগলিত করেছিল শুধু মানুষের সেবায় নয়, সর্ব প্রাণীর সেবায় যা নিবেদিত হয়েছিল, যে ভালোবাসা সাধারণের দুঃখ মোচন ভিন্ন অপর কোনও কিছুরই অপেক্ষা রাখে না।

মানুষ ভগবানকে ভালোবেসে ছিল কিন্তু মনুষ্য ত্রাতাদের কথা ভুলে গিলেছিল। সেই অবহেলিত মানুষরাই বুদ্ধকে তাদের হৃদয়ের রাজা রূপে বরণ করল। এতো দিন ধর্মগুরুদের মুখে মানুষ স্বর্গ–নরক–ঈশ্বর–আত্মা– এই সব কথা শুনতে অভ্যস্ত ছিল। সেই প্রথম রাজগৃহের বেণু বনে ধর্মগুরু মানুষের কাছে মানুষের কথা বললেন। মানুষের দুঃখ দূর করার কথা– মানুষে মানুষকে ভালোবাসার কথা। মানুষকে সৎ করার কথা, সৎ কর্ম করার কথা– দাসদাসী ইতর জন এমন কি পশুপাখীদের ভালোবাসার কথা বললেন। আজকে আমরা নিজেদের পরিবেশ রক্ষার তাগিদে বন্য প্রাণ সংরক্ষণের কথা বলছি। কিন্তু সেই যুগে ভগবান তথাগতের শিক্ষা ছিল প্রাণী হিংসা না করা। নির্বিচারে পশু নিধন না করা। এটা হল যুগান্তকারী চিন্তা।

তাই হাওয়ার মুখে ছুটল বুদ্ধের বাণী। তিনি ভারতবর্ষের একটার পর একটা নগর পরিভ্রমণ করে শিক্ষা দিলেন এবং শিষ্য তৈরি করলেন। তিনিই প্রথম মানুষকে দেব নির্ভরতা থেকে বের করে এনে আত্মনির্ভরতার দীক্ষা দিলেন। তাঁর ধর্ম শুধু ভারতবর্ষে আটকে থাকল না। দেশ দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়ল। দক্ষিণ পশ্চিম থেকে উত্তরপূর্বের সমস্ত দেশের তাঁর পথ ও মত গৃহীত হল এশিয়া মহাদেশের হাত ধরে ইউরোপের কিছু দেশে তা ছড়িয়ে পড়ল।

খৃষ্টের জন্মের ৬০০ বছর পূর্ব থেকে ভগবান শঙ্করের জন্মকাল ৬৮৮ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় ১৩০০ বছর ভারতবর্ষ ও সমগ্র দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া একচ্ছত্র ভাবে বৌদ্ধ ধর্ম মতে সচল থেকেছে। অতীত ভারতের সব কিছু গৌরব শুধু বেদকে বাদ দিয়ে তা সবই হয়েছে। বৌদ্ধ সভ্যতার পরিমণ্ডলে। কাব্য–নাটক, জ্যোতিষশাস্ত্র গণিত, শিল্প, স্থাপত্য, চিকিৎসাবিজ্ঞান প্রভৃতিতে তৎকালীন ভারত ছিল সত্যিই অতুল্য ভারত।

প্রেমের প্রাবল্যে পরাজিত হয়েছিল হিংসা। প্রজা থেকে রাজা, সকলে সকলের মঙ্গল কামনার প্রতিযোগিতা শুরু করেছিল।

আজ তা চরম অরাজকতার প্রতিযোগিতা শুরু করেছে। হিংসা দীর্ণ পৃথিবী দেবভূমি ভারতবর্ষ দুর্নীতির পাকচক্রে আকণ্ঠ নিমজ্জিত। প্রতি ১৫ মিনিটে ১টি করে শিশু কন্যা ধর্ষিতা হচ্ছে। পিতার লালসার শিকার হচ্ছে তার আত্মজা। 'আমি' সর্বস্ব ব্যক্তি মননে স্থান নেই– সেবা, দয়া, করুণা, পরোপকারিতার। লোভের এমনিই করাল প্রকাশ যে, চিল শকুনের খাদ্য ভাগাড়ের মৃত পশুর মাংস আজ আমাদের পাতে পাতে ঘুরছে। অবতার সমৃদ্ধ ভারতবর্ষ। ঋষি মহাপুরুষের পদধূলি ধন্য ভারতবর্ষে আজ 'ন্যায়' ও 'সত্য'–র মহা আকাল শুরু হয়েছে। আদর্শ বিহীন নরাধমেরা কীটের মতো কিলবিল করছে সমাজ সংসারে আমাদের চারপাশে।

হে ধ্যানী, তোমার ওই মৌনমুখর করুণাঘন মূর্তির পাদপদ্মে আধুনিক ভারতের অঞ্জলি দেওয়ার ফুরসত নেই। তবুও হে অবলোকিতেশ্বর তোমরা অনন্ত করুণার কণাটুকু কামনা করি মনে মনে। একদিন তোমার শিক্ষা ঝেঁটিয়ে বিদায় করে বড় আত্মতৃপ্ত ছিলাম। কিন্তু কালের কবলে পড়ে আজ বড় দীন আমরা। ধ্বংসস্তূপ ঘেঁটে আঁকুপাঁকু করে খুঁজে চলেছি গৌরবের টুকরো স্মৃতি, সেই সভ্যতা যা সমর্পিত ছিল সেই মন্ত্রে বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি – ধর্মং শরণং গচ্ছামি – সংঘম শরণং গচ্ছামি।

পাঠকের কলমে

অনলাইন ভোট

বরাবরই নির্ভীক ও নিরপেক্ষ খবর তুলে ধরার জন্য আলিপুর বার্তা পাঠককূলের খুব পরিচিত ও কাছের। বিশেষ করে সমাজে প্রতিনিয়ত ঘটে চলা নানা অন্যায় ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে এই পত্রিকার সংবাদ পরিবেশন আলাদা মাত্রা লাভ করে। এর বাইরে গিয়েও উদ্ভাবনী চিন্তার পরিচয় দিয়ে আলিপুর বার্তা এমন কিছু সংবাদ মাঝেমধ্যেই তুলে ধরেছে যা হার মানাবে অনেক কৃষ্টিশীল মানুষকে। এই যে এখন চারিদিকে অনলাইনে ভোট করা নিয়ে এত চর্চা, এত আলোচনা হচ্ছে। একসময় আলিপুর বার্তা এর পক্ষে জনমত গড়ে তোলার জন্য ব্যাপকভাবে চেষ্টা চালিয়েছে। এমন একটা সময় আলিপুর বার্তা অনলাইনে নির্বাচন করার পক্ষে তদ্বির করেছিল তখন এ নিয়ে লেশমাত্র কিছু কভার করেনি দেশের কোনও গণমাধ্যম। এক্ষেত্রে এই ঐতিহ্যবাহী পত্রিকাও দাবি করতে পারে, আলিপুর বার্তাও পড়তে হয়। না সেটা হয়তো এই পত্রিকা কখনও করবে না। কারণ আত্মম্ভরিতা এর না পসন্দ। একমাত্র মানুষের কল্যাণে আসতে পারলেই সন্তুষ্ট আ:বা:।

রবীন বিশ্বাস, কসবা

ভালো গল্প

২১.৪ – ২৭.৪ আলিপুর বার্তার 'মেনের খেয়াল' বিভাগে প্রকাশিত শ্রী জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়ের 'কেঁচেগণ্ডুস' গল্পটি ছোটদের জন্য লেখা একটি সায়েন্স ফিকশন যা অবশ্যই ভালো প্রয়াস। তবে গল্পটি আর একটু বিস্তৃত হওয়া দরকার ছিল তা না হওয়ায় 'রোল ব্যাক' ব্যাপারটি ছোটদের বুঝতে অসুবিধা হবে। আবার শ্রী রায়ের গল্পটি এই বৃদ্ধ পাঠককে সেই চলচ্চিত্রটির কথা মনে করিয়ে দিল। ''টাইম মেশিন' মেশিন'---

অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৮বি, তেলীপাড়া রোড, কলকাতা–২৬

পাঠকের নিজস্ব মতামত : সম্পাদক দায়ী নয়

আপনারাও চিঠি পাঠান আমাদের দফতরে। পাঠাতে পারেন ইমেলে, ফেসবুক ম্যাসেঞ্জারে বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে।

বীরভূম

কালবৈশাখীর তাণ্ডবে, মৃত ৩

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভ্যাপসা গরমে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলো বীরভূম জেলার বাসিন্দারা। ভ্যাপসা গরমের সঙ্গী লোডশেডিং। কালবৈশাখী সেখান থেকে কিছুটা রেহাই দিয়ে গেলো। বারশিমুলিয়া গ্রামে বাজ পড়ে মারা যায় চাঁদ মন্ডল নামে এক চাষি। বিদ্যুৎহীন হয়ে পড়ে বিস্তীর্ণ এলাকা। ২১শে এপ্রিল দুপুরে চিনপাই সহ জেলার বিভিন্নপ্রান্তে বজ্রবিদ্যুৎ সহ প্রচন্ড বৃষ্টি হয়। ১৮ই এপ্রিল রাত্রে ঝড় ও শিলাবৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্থ হয় নলহাটি–২ নং ব্লকের একাধিক গ্রাম। ঘরের চাল উড়ে গিয়েছে। ২১শে এপ্রিলের কালবৈশাখীতে কিছুটা হলেও গরম কমেছে জেলায়। ২রা এপ্রিল ভোরে কচুজোড় জঙ্গলে ডাল ভেঙে মাথায় পড়ে মারা যায় ঝর্ণা পাল নামে এক মহিলা। বাড়ি কচুজোড় গ্রামেই। বিকালে বোলপুর চিত্রামোড়ে ডাল ভেঙে মাথায় পড়ে মৃত্যু হয় সৌভিক ঠাকুর নামে ২৭ বছরের এক যুবকের। বাড়ি বোলপুর মিশন কম্পাউন্ডে। ১১ই এপ্রিল রাত্রি এবং ১২ই এপ্রিল বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি হয় চিনপাই গ্রামে।

মহিলা প্রার্থীদের হুমকির অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি : মনোনয়ন তোলার জন্য কানাচি গ্রামপঞ্চায়েতের বিজেপি প্রার্থী মুনমুন ব্যানার্জীকে খুনের হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠলো নির্দল প্রাথীর বিরুদ্ধে। মল্লারপুর থানার অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। মনোনয়ন তোলার জন্য ৮ই এপ্রিল রাতে মল্লারপুর–১ নং গ্রামপঞ্চায়েতের তিন নং সংসদের বিজেপি প্রার্থী নন্দিনী গুপ্তাকে তলোয়ার দেখিয়ে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠলো শাসকচল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। স্থানীয় লোকজন ছুটে এসে তলোয়ার সহ এক দুষ্কৃতীকে ধরে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। মনোনয়ন প্রত্যাহার করার জন্য ১৩ই এপ্রিল ময়ূরেশ্বর–১ পঞ্চায়েতসমিতির তেরো নং আসনের বিজেপি প্রার্থী লিপিকা সোরেনকে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠলো এক সিভিক ভলান্টিয়ার এবং তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। মল্লারপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

যুগলের দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২১শে মার্চ সকালে বীরভূম জেলার হজরতপুর গ্রামপঞ্চায়েতের অন্তর্গত রসা গ্রামের নতুন জল ট্যাঙ্কির মাঠের পরিত্যক্ত ইটভাটা থেকে যুগলের দেহ উদ্ধারকে ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। মৃতদের নাম সৌরভ ঘোষ (২২) এবং পূজা সালুই (১৯)। দুইজনের বাড়ি রসা গ্রামেই। রসা রাজলক্ষ্মী উচ্চবিদ্যালয় থেকে দুজনেই এইবছর উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছিলো। বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করে বলে গ্রামবাসীদের অনুমান। তিনবছর ধরে তাদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক ছিলো বলে জানিয়েছে গ্রামবাসীরা। কিন্তু ছেলের পরিবার এই সম্পর্ক মেনে নেয় নি। কাঁকরতলা থানার পুলিশ মৃতদেহ দুটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য সিউড়ি সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে পাঠায়। এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

পথদুর্ঘটনায় মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি : মঙ্গলবার কোটাসুর পেট্রোল পাম্পের কাছে লরির ধাক্কায় মারা যায় এক মোটারবাইক আরোহী। ২১শে এপ্রিল তাঁতিপাড়ায় দুটি লরির মুখোমুখি সংঘর্ষে জখম হয় তিনজন। সিউড়ি সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ১১ এপ্রিল বাশঁজোড় গ্রামে লরি উল্টে ১ খালাসির মৃত্যু হয়। চালক পলাতক। মহম্মদবাজার কালিপাহাড়ি গ্রামে ট্রাকের ধাক্কায় মৃত্যু হয় শিশুর। জখম হয় শিশুর মা এবং ট্রাকের খালাসি।

অভিনব উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভিক্ষাবৃত্তি করে খাওয়া মানুষদের পেটপুরে পয়লা বৈশাখ দুপুরে সাঁইথিয়া র‍্যাধেশ্যাম হিন্দু হোটেলে সাদা ভাত,মুগের ডাল,দুইরকমের তরকারি,মাছের ঝোল ও আমের চাটনি খাওয়ানো হয়। ব্যবসায়ী রাহুল গুপ্তা,পুরকর্মী বুদ্ধদেব মাহান্ত,সাংবাদিক রানা বৈদ্য,রেলকমী দেবাশীষ বিশ্বাস,সমীর মন্ডল, ননীগোপাল চক্রবর্তী ছিলেন উদ্যেক্তো। সাঁইথিয়ায় এইরকম অভিনব উদ্যেগে খুশি সাধারণ মানুষজন।

রাজনগরে ইসলামিক জলসা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৮ এপ্রিল রাতে রাজনগর মাদ্রাসা শাহবাজিয়া ও 'রাহে ইসলাম সমাজকল্যাণ কমিটি'র উদ্যেগে ঐতিহাসিক ইমামবাড়ী প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হলো এক ইসলামিক জলসা 'জশনে ওলায়েত কনফারেন্স ও জশনে দস্তারবন্দি'। রাজনগর শাহবাজিয়া মাদ্রাসা থেকে হাফিজ পাশ করা তিন ছাত্রকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। উল্লেখযোগ্য ব্যাক্তিত্ব হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ভাগলপুরের পীরসাহেব সৈয়দ মখমূর জামি,সৈয়দ মাসরুর রাজি এবং নাগপুরের পীরসাহেব আলমগীর আসরাফ।

রাজনগরে জলছত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি : আনন্দমঠ, শ্রীহরি সৎসঙ্গ সমিতি, অনুকূল ঠাকুর সৎসঙ্গ, সত্যসাঁই সেবাসমিতি ও ইসকন ভক্তসংঘ–রাজনগরে এই পাচঁটি সংগঠনের সম্মিলিত উদ্যেগে রাজনগরে ১লা বৈশাখ চালু হয়েছে জলছত্র। সারা বৈশাখ মাসজুড়ে পথচলতি মানুষের হাতে তুলে দেওয়া হবে বাতাসা সহযোগে ঠান্ডা পানীয় জলের গ্লাস। উদ্যোক্তা প্রাক্তন শিক্ষক লক্ষ্মীনারায়ণ সিংহ বলেন, 'গ্রীষ্মে জলদান একটি অতিপ্রয়োজনীয় বিষয়। পুরো বৈশাখ মাসজুড়ে বিন্যা ব্যায়ে স্বেচ্ছাশ্রমে এই কাজ করে থাকি। রাজনগর সহ ঝাড়খন্ডের বিভিন্ন গ্রামের মানুষ পালা করে স্বেচ্ছাশ্রম দিয়ে এই জলদানের কাজ চালায়'।

স্বাস্থ্য শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি : জামরান্দ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে জামরান্দ নেতাজি সংঘ ক্লাবের ব্যবস্থাপনায় 'গ্রামীণ দুঃস্থ ও সাধারণ মানুষদের বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির' অনুষ্ঠিত হলো। উদ্বোধন করেন পান্ডবেশ্বর এরিয়া ইসিএল মেডিক্যাল অফিসার ডা: পি এস মান্না। শিবিরে শতাধিক রোগীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও বিনামূল্যে ওষুধ প্রদান করেন শিবিরের দুই চিকিৎসক ডা: পি এস মান্না এবং ডা: কে সিং।

নাবালিকা ধর্ষণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২০ এপ্রিল সন্ধ্যায় টিউশন পড়ে বাড়ি ফেরার পথে বড়শাল গ্রামের মাঠের সেচমেশিনের ঘরে বড়শাল উচ্চবিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রীকে আটকে রেখে ধর্ষণের অভিযোগ ওঠে আকাশ লেট নামে স্থানীয় এক যুবকের বিরুদ্ধে। রামপুরহাট থানার অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে।

মহেশতলায় দুলাল

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিধায়ক কস্তুরি দাসের মৃত্যুতে খালি হওয়া মহেশতলা বিধানসভা উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে আগামী ২৮ মে। গণনা ৩১ মে। ইতিমধ্যে মহেশতলা পৌরসভার দীর্ঘ দিনের চেয়ারম্যান দুলাল দাসকে প্রার্থী ঘোষণা করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। শুক্রবার অবধি বিরোধীরা প্রার্থী ঘোষণা না করলেও এখানে জোর লড়াই হবে বলে রাজনৈতিক মহলের ধারণা।

উন্নয়নের জোয়ারে ভাসছে ইটখোলা পঞ্চায়েত

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং ঃ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে উন্নয়নের জোয়ারে বয়ে চলেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং পশ্চিমের ইটখোলা গ্রামপঞ্চায়েতে। দীর্ঘ ৩৪ বছর বামফ্রন্ট ক্ষমতায় থাকা সত্ত্বেও কোনও উন্নয়নের ছিঁটেফোঁটা পড়েনি। এলাকায় বয়ে যাওয়া মাতাল নদীর গ্রাসে একাধিকবার ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল ইটখোলা গ্রামপঞ্চায়েতের বিভিন্ন গ্রাম। অসহায় মানুষজন নিজেদের করুণ দুর্দশার কথা মাথায় রেখে ২০১৩ পঞ্চায়েত নির্বাচনে পরিবর্তনের হাত ধরে ক্ষমতায় এনেছিল তৃণমূলকে।

তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর প্রধান নির্বাচিত হন লড়াকু নেতা খতিব সরদার। তার হাত ধরে ইটখোলা গ্রামপঞ্চায়েতে ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে বলে এলাকার সাধারণ মানুষজনের দাবি। এ বিষয়ে একান্ত এক সাক্ষাতকারে প্রধান খতিব সরদার বলেন, জনসাধারণের জন্য আমার পঞ্চায়েত এলাকায় একাধিক উন্নয়ন ঘটেছে। তিনি আরো বলেন, এলাকার মানুষকে

প্রধান খতিব সরদার

মাতলা নদীবাঁধ

সাথে নিয়ে পাঁচ বছরে প্রত্যন্ত এলাকায় ১৫টি ঢালাই রাস্তা হয়েছে। বর্তমানে ১০ টি রাস্তার কাজ চলছে। সেইসাথে মাতলা ও বেলে ডোনার নদীর বাঁধ মজবুতভাবে তৈরি করা হয়েছে। ইটের রাস্তা হয়েছে ৭০টি। ইন্দিরা আবাস১০০০,গীতাঞ্জলী ৩২৫ টি,শৌচালয় ৬৭২০টি। অধিকার প্রকল্পের ঘর ৪০০টি,জলধরো প্রকল্পে খাল খনন ৬টি ও এনআরজিএস প্রকল্পে১০০ টি পুকুর খনন,পানীয় জলের ঘাটতি মেটাতে পিএইচই র কাজ চলছে। অকেজো হয়ে যাওয়া ৩০০ টি নলকূপ সারাই ও ১৮০টি নুতন নলকূপ তৈরি করে পানীয় জলের আকাল থেকে মুক্ত করা হয়েছে কষ্টে থাকা মানুষকে। অসহায় দরিদ্রদের নিজভূমি নিজগৃহ প্রকল্পে ২৮৪ জনকে স্বাভাবিক ভাবে রের্কড সহ পাট্টা প্রদান করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী সড়ক যোজনায় দুটি রাস্তা সহ সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদের সহযোগিতায় ৪০কিমি রাস্তার কাজ হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী আবাস বাংলা যোজনায় ১৬০০ গৃহ নির্মাণ হয়েছে। পাশাপাশি শিক্ষার উন্নয়নের জন্য ৪টি আপার প্রাইমারি,আইসিডিএস ২১টি,এসএসকে র ২০ টি গৃহ নির্মাণ হয়েছে। এছাড়াও হাইস্কুল থেকে একটি মাত্র বিদ্যালয় উচ্চমাধ্যমিকে উন্নীত হয়েছে বলে জানান খতিব সরদার।

নদীবাঁধ রক্ষার এবং পঞ্চায়েত এলাকাকে সবুজায়ন করতে ৩৭ টি রাস্তার পাশে প্রচুর বৃক্ষরোপণ হয়েছে। এনআরজিএস প্রকল্পে গৃহসমৃদ্ধির জন্য ৩০০০ পরিবারের হাতে নারকেল ও আম গাছের চারা প্রদান করা হয়েছে বলে জানা গেছে। খাদ্য সাথীর আওতায় ৩২০০ জন ও আয়লায় ক্ষতিগ্রস্থ ৪০০০ পরিবার সরকারি নথিভুক্ত হয়েছে। দীর্ঘ প্রায় পাঁচ বছরে সমব্যথী প্রকল্পে সহায়তা পেয়েছেন ৩০০ পরিবার।

এমনই বিশাল উন্নয়নের কর্মযোগের জন্য আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে ইটখোলা গ্রামপঞ্চায়েতর ২১ টি আসনের মধ্যে ১৩ টি এমনকি সমিতির ৩ টি আসনেও জয় এসে গেছে বিনা প্রতিদ্বন্দিতায় এমনটাই জানালেন প্রধান খতিব বাবু।

তিনি জানান আগামী দিনে ইটখোলা গ্রামপঞ্চায়েত কে আরো উন্নততর শিখরে নিয়ে যাওয়ার জন্য বদ্ধ পরিকর।

ঝড়ের তাণ্ডব সুন্দরবনে প্রাণ গেল ঘোড়ামারায়

নিজস্ব প্রতিনিধি : বৃহস্পতিবার রাতে কালবৈশাখী ঝড়ে মৃত্যু হল এক প্রৌঢ়ের। ডুবে যায় বেশ কয়েকটি মৎস্যজীবী নৌকা। গাছ উপড়ে ট্রেন লাইনে পড়ায় বেশ কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ হয়ে যায় ট্রেন চলাচল। উড়ে গিয়েছে বাড়ির চাল। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে সুন্দরবনের উপকূলবর্তী এলাকায়। ডায়মন্ড হারবার মহকুমার বেশ কয়েকটি ব্লকেও ঝড়ে গাছ ও বিদ্যুতের খুঁটি পড়ে গিয়েছে। শুক্রবার সন্ধে পর্যন্ত দুই মহকুমার বিস্তীর্ণ এলাকা বিদ্যুতহীন অবস্থায় রয়েছে। বিদ্যুৎ বন্টন নিগম লিমিটেডের পক্ষে জোরকদমে মেরামতির কাজ শুরু হয়েছে। ডায়মন্ড হারবার ও কাকদ্বীপ মহকুমা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ক্ষয়ক্ষতির পরিসংখ্যান জোগাড়ের কাজ শুরু হয়েছে।

বৃহস্পতিবার দু'দফায় কালবৈশাখীর ঝড় বয়ে যায় সুন্দরবনের উপকূলবর্তী এলাকা ও ডায়মন্ড হারবারের উপর দিয়ে। ঝড়ের গতিবেগ ছিল ঘন্টায় ৫০ কিমির বেশি। সঙ্গে ছিল বৃষ্টি। সন্ধে ৭ টা থেকে শুরু হয়ে ৯ টা পর্যন্ত দফায় দফায় ঝড় ধেয়ে আসে। এদিন ঝড়ে সাগরের ঘোড়ামারা দ্বীপে মারা যান মুর্শিদ খাঁ (৬০)। এদিন সন্ধের সময় ২ ছেলেকে নিয়ে স্থানীয় নিমতলা ঘাটে নৌকা থেকে মাল নামাচ্ছিলেন। সেইসময় ঝড় ধেয়ে আসে। ২ ছেলে পালিয়ে রক্ষা পেলেও মুর্শিদ ঝড়ের চোটে নৌকা থেকে পড়ে গিয়ে জখম হন। পরে তাঁর মৃত্যু হয়।

ওই একই সময়ে সাগরের কচুবেড়িয়া ঘাটে দাঁড়িয়ে থাকা মৎস্যজীবীদের ৮টি নৌকা মুড়িগঙ্গা নদীতে তলিয়ে যায়। পরে ভোর রাতে মৎস্যজীবীরা সন্ধান পায় নৌকাগুলির। তবে এই ঘটনায় কোনও মৎস্যজীবীর হতাহতের কোন খবর নেই। এদিন মৌসুনি দ্বীপে বাঘডাঙাতে একটি গ্রামীণ মেলা বসেছিল। ঝড়ে মেলার প্যান্ডেল লন্ডভন্ড হয়ে যায়। শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার নামখানা লাইনে কাশীনগরের কাছে রেল লাইনের উপর গাছ উপড়ে পড়ে। ফলে এই লাইনের আপ ও ডাউন ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যায় রাত ১০ টা পর্যন্ত। পরে লাইনের ওপর থেকে গাছ সরিয়ে আবার ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক করা হয়। এছাড়া ডায়মন্ড হারবার, ফলতা, কুলপি, মন্দিরবাজার, মথুরাপুর–১ ও ২ ব্লকে ঝড়ের দাপটে বাড়ির চাল উড়ে গিয়েছে। উপড়ে গিয়েছে বড় গাছ, বিদ্যুতের খুঁটি।

প্রাণদান : সামাজিক কল্যাণমূলক কাজে দক্ষিণ–পশ্চিম কলকাতার ঠাকুরপুকুর অঞ্চলের 'সমাজ কল্যাণ সমিতি' তাদের সংগঠনের নামের সার্থক রূপ গ্রহণ করেছে। স্থানীয় মানুষের হৃদয়ে যেমনটি শতাধিক মানুষের চোখ পরীক্ষার মাধ্যমে যদিও এই শিবিরে সহযোগিতায় ছিল বজবজের রোটারি আই হসপিটাল। ছবি : তাপস রায়

হাসপাতাল বন্ধ, ক্ষোভ

প্রথম পাতার পর

তৎকালীন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ননী ভট্টাচার্যের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, আরও পাঁচ বিঘে জমি পাওয়া গেলে একে স্টেট জেনারেল হাসপাতাল করে দেওয়া যাবে। সেই মতো আর পাঁচ বিঘে জমি দেওয়া হয়। কিন্তু ইতিমধ্যে স্বাস্থ্যমন্ত্রী পরিবর্তিত হলে এটি গোবরডাঙা গ্রামীণ হাসপাতালে রূপান্তরিত হয়। রাজ্য সরকারের ১ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকার অনুমোদনে দ্বিতল বিশিষ্ট বাড়ি–ঘর দোর তৈরি হয়। পরে আরও টাকা দেয়। কিন্তু গ্রামীণ হাসপাতাল নামকরণ হলেও হাসপাতাল চালু হয় না। ইতিমধ্যে হাসপাতাল নির্মাণে প্রায় দু'কোটি টাকা ব্যয় হয়। নব্বুই এর দশেকের শেষদিকে তৎকালীন স্বাস্থ্যমন্ত্রী পার্থ দে জানিয়ে দেন, হাসপাতাল রাজ্য সরকার নিতে পারবে না। জেলা পরিষদের দায়িত্বে একে তুলে দেওয়া হয় ২০০১ সালে। হাসপাতালের নিজস্ব ১৫ বিঘা জমি, দ্বিতলবিশিষ্ট ভবন, বিদ্যুৎ, অস্ত্রোপচারের যাবতীয় সরঞ্জাম ও কক্ষ, ৩০টি শয্যা সহ চিকিৎসক, নার্স ও স্টাফদের কোয়ার্টার থাকা সত্ত্বেও ২০১৪ সালের ৪ অক্টোবর এটি বন্ধ হয়ে যায়। বর্তমান রাজ্য সরকারের কাছে বহু আবেদন–নিবেদন করা হলেও এই হাসপাতালটি চালু করার ক্ষেত্রে কোনও উদ্যোগ নেই। এর ফলে প্রায় ৭–৮টি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রায় দেড় শতাধিক গ্রাম ও পাঁচ লক্ষাধিক মানুষ স্বাস্থ্য সঙ্কটে রয়েছে। রাত–বিরেতে জরুরিকালীন কিছু হলে প্রায় ১৫ কিমি দূরে হাবড়া, প্রায় ৩০ কিমি দূরে বনগাঁ হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয় রোগীদের। প্রত্যন্ত এলাকায় গভীর সঙ্কটে পড়তে হয় রোগীর পরিবার পরিজনকে। অনেক সময় হাসপাতালে যাওয়ার পথেই রোগীর মৃত্যু হয়। পরিবর্তনের সরকার বা মা মাটি মানুষের সরকার রাজ্যে প্রতিষ্ঠার পর গোবরডাঙাবাসী আশার আলো দেখেছিলেন। কারণ মানবিক মুখ্যমন্ত্রী নিজের হাতেই রেখেছেন স্বাস্থ্য দফতর।' তা সত্ত্বেও হাসপাতালটি এভাবে বন্ধ হওয়ায় স্থানীয় জনমানসে ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে বলে মনে করছেন পবিত্রবাবু।

মাথাব্যথা শাসকদলের

প্রথম পাতার পর

এলাকাতে পঞ্চায়েতের বিভিন্ন দুর্নীতির কারণে তৎকালীন পঞ্চায়েত প্রধান কণিকা ঘোষের বিরুদ্ধে তৃণমূলেরই ১৩ জন সদস্য অনাস্থা নিয়ে আসেন এবং কণিকা ঘোষকে পঞ্চায়েত প্রধানের পদ থেকে অপসারণ করা হয়। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন রীনা মালাকার। ২০১৭ সালে রীনা মালাকার পঞ্চায়েত প্রধান হন। ২০১৩ সাল থেকে পঞ্চায়েতের উপপ্রধান নির্মল দাস। গত পাঁচ বছরের কাজের খতিয়ান তুলে ধরে উপপ্রধান নির্মলবাবু বলেন, 'রাজ্যে সরকারের 'গীতাঞ্জলী' প্রকল্পের অধীনে প্রায় ২৮৪টি বাড়ি ও কেন্দ্রীয় সরকারের 'ইন্দিরা আবাস যোজনা' প্রকল্পাধীন প্রায় ১৭০টি বাড়ি তৈরি হয় শৌচাগার সমেত। ৩০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ভবনের একতলায় অডিটোরিয়াম নবরূপে সাজানো হয়। প্রায় ১৭০টি রাস্তা তৈরি হয় এই কানাইপুরে। হাইমাস্ট আলো বসানো হয়েছে প্রায় ১২টি।''

এত উন্নয়ন মূলক কাজের মধ্যেও জয়ের পথে কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে এই এলাকার পানীয় জলের সংকট, বর্ষাকালে উন্নত জলনিকাশি ব্যবস্থার অভাব, একই পদে ক্ষমতাসীন দলের দুজন করে প্রার্থী দেওয়া, জন প্রতিনিধিদের মধ্যে যোগাযোগ না থাকা। স্থানীয় বাগালপাড়া, আদর্শনগর, শাস্ত্রীনগর সহ অনেক স্থানেই পানীয় জলের সংকট রয়েছে। জলের স্তর মাটির প্রায় ৪৫ ফুট নিচে রয়েছে। এই সংকট দূর করার জন্য প্রায় ৮–১০ টি করে টিউবওয়েল বসানো হলেও প্রয়োজনের তুলনায় তা অপ্রতুল। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে উন্নত জলনিকাশি ব্যবস্থার অভাব। বর্ষাকালে কোন্নগর, শ্রীরামপুর, রিষড়াতে যে জল জমে রাস্তায় তা এই কানাইপুরে চলে আসে এবং গোটা এলাকা বর্ষার জলে ডুবে যায়। তখন উত্তরপাড়ার রঘুনাথপুর ক্যানাল দিয়ে এই বালিখালে গিয়ে পড়ে এবং সেখান থেকে গঙ্গায় মিশে যায়। কানাইপুর পঞ্চায়েত এলাকার বারুজীবী অঞ্চলে চাষিরা চাষবাস করতেন। কিন্তু বর্ষার জলে চাষের জমি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় তাঁরা সেখানে এখন আর চাষবাস করেন না। এমনকি বিভিন্ন এলাকাতে নিচু জমিতে বসবাসকারী মানুষদের বর্ষাকালে কানাইপুর উচ্চ বিদ্যালয় সহ অন্যান্য বিদ্যালয় ত্রিপল টাঙিয়ে ত্রাণ শিবিরে থাকার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। এর পাশাপাশি রয়েছে প্রোমোটারির উদ্দেশ্যে পুকুর ভরাট ও খেলার মাঠ দখল। ২০১৬–১৭ সালে 'ন' পাড়াতে পুকুর ভরাট হচ্ছিল। আংশিক ভরাটের পর বিডিও–এর আদেশে ওই পুকুর সম্পূর্ণ ভরাট বন্ধ হয়। ওয়্যারলেস মাঠ নামে খ্যাত ডিফেন্সের মাঠ ১৯৬০ সাল থেকে অব্যবহৃত হয়ে পড়ে আছে। প্রায় ১০০ একর এলাকা নিয়ে গড়ে ওঠা এই মাঠের ওপরেও মাঝেমধ্যেই প্রোমোটারের নজর। ১৯৪৭ সালের আগে এখানে ওয়্যারলেসের কাজকর্ম চলত। পঞ্চায়েত নির্বাচন ঘোষণা আগে যে সব রাস্তা তৈরির অর্ডার পাশ হয় সেগুলির মধ্যে অনেক রাস্তায় কাজ শুরু হয়েও মাঝ পথে এসে কাজ সম্পূর্ণ না হয়ে পড়ে আছে। রাস্তা তৈরির খরচ প্রায় ১,৫০,০০০ টাকার মধ্যে হলে বিডিও তদূর্দ্ধ থেকে প্রায় ২,৫০,০০০ টাকার মধ্যে হলে এসডিও এবং তার বেশি হলে জেলাশাসক বা ডিএম বিষয়টি দেখবেন। কিন্তু এই সকল প্রশাসনিক কর্তাব্যক্তিরা শ্রমিকদের উপকরণ, সামগ্রীবহন খরচা সহ অন্যান্য পেমেন্ট এখন বন্ধ রেখেছেন। কারণ, প্রশাসনিক দফতরের বিভিন্ন কর্মী এখন পঞ্চায়েতের কাজে ব্যস্ত। অথচ ভোট ঘোষণা আগে যে কাজের সরকারি অর্ডার পাশ হয় সেই কাজ শুরু করা যায়। তা সত্ত্বেও অনেক রাস্তাই এইরকম কাজ শুরু হয়ে বন্ধ হয়ে আছে। সবশেষে যোগ হয়েছে দলের প্রার্থীদের ঘরোয়া কোন্দল। পঞ্চায়েতে ২৪ নম্বর বুথে প্রার্থী হয়েছেন উপ–প্রধান নির্মল দাস। আমার ওই একই আসনে প্রার্থী হচ্ছেন তৃণমূল কংগ্রেসের শিবানন্দ যাদব। ২২ নম্বর ও ২৩ নম্বর বুথ (একসঙ্গে) তৃণমূল কংগ্রেসের ঘোষিত প্রার্থী সোনা দাস। কিন্তু ওই একই পদে প্রার্থী হয়ে দাঁড়াচ্ছেন দীপিকা দাস। তাই এত বহুমুখী সমস্যায় জর্জরিত কানাইপুর পঞ্চায়েতে গতবারের মত এইবার তৃণমূল কংগ্রেসের বিপুল ভোটে জয়ী হওয়া নিয়ে প্রশ্নচিহ্ন তৈরি হয়েছে বিভিন্ন মহলে।

ওয়াকওভার বিজেপির

প্রথম পাতার পর

তাহলে এটা বিজেপির সাংগঠনিক দুর্বলতা কিনা জানতে চাইলে কৃষ্ণবাবু বলেন, না তা হবে কেন? আমরা তৃণমূলের গুলি, বোমা, লাঠি নিয়ে হামলার জবাব এভাবে দিতে প্রস্তুত ছিলাম না। তাই এমনটা হয়েছে। তবে, বাদবাকি আসনে নির্বাচনের দিন বিজেপি তৃণমূলের সন্ত্রাসের যথাযথ জবাব দিতে তৈরি হচ্ছে। সেই জবাবের যথাযথ ধরন সম্বন্ধে জানতে চাইলে কৃষ্ণবাবু খোলসা করে বলতে অস্বীকার করলেও ইঙ্গিতবাহী মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেন, নির্বাচনের দিন তৃণমূল যদি ইঁট ছোঁড়ে তাহলে আমরাও পাটকেল নিয়ে প্রস্তুত থাকছি। আর যেখানে যেমন ইঁটের ধরন সেই অনুযায়ী পাটকেলও থাকবে। আমরা গণতন্ত্রকে সম্মান জানাতে চাই, কিন্তু কেউ যদি নির্বাচনে গণতান্ত্রিক পরিবেশ নষ্ট করার চেষ্টা করে তাহলে যে যে ভাষায় বোঝে তাকে সেই ভাষাতেই বুঝিয়ে দেব।

শ্বশুর জামাই মুখোমুখি

প্রথম পাতার পর

পাঁচানি গ্রামের বাসিন্দা গোবিন্দও। এক কথায় বলা যায় প্রতিবেশী। প্রতিদিন শ্বশুর–জামাইয়ের মুখ দেখাদেখিও হয়। কিন্তু ভোটের টিকিট পাওয়া নিয়ে মনোমালিন্য হওয়ার পর থেকে শ্বশুর–জামাইয়ের মুখ দেখাদেখি কার্যত বন্ধ। নির্দল প্রার্থী রামচন্দ্র বৈদ্য বলেন, তৃণমূল কংগ্রেসের জন্মলগ্ন থেকে আমি দলটা করি। কঠিন সময়ে প্রার্থী হয়েছি। আজ সিপিএম থেকে এসে কেউ তৃণমূলের টিকিট পেয়ে গেল। সেজন্য নির্দল প্রার্থী হয়েছি। বিরুদ্ধে জামাই প্রার্থী বলে আমি মনে করছি না। কারণ লড়াই এখানে নীতির সঙ্গে। আত্মীয়তা যেমন ছিল থাকবে।' অন্যদিকে জামাই গোবিন্দ বলছেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নের শরিক হতে দলে যোগ দিয়েছিলাম। এখন দল প্রার্থী করেছে। জেতার জন্য শ্বশুরমশাইয়ে কাছে আশীর্বাদ নিতে যাব। আগেও শ্রদ্ধা করতাম, আগামী দিনেও শ্রদ্ধা করব।' আর মেয়ে সীমা বলছেন, এই লড়াইয়ে আমি স্বামীর দিকে। তবে বাবার জন্য কষ্ট হবে।'

ঝড়ে বেহাল পাতিহাল মুন্সিরহাটে যান চলাচল বন্ধ

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত রবিবার বিকেলের প্রবল ঝড়ে হাওড়ায় জগৎবল্লভপুর থানার অন্তর্গত পাতিহাল, মুন্সিরহাট এলাকায় বেশ কিছু গাছ ভেঙে পড়ে। তার ফলে খাঁদারঘাটগামী পাতিহাল ও মুন্সিরহাট রুটে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। ছিঁড়ে পড়ে বৈদ্যুতিক তার। প্রশাসন ও এলাকার মানুষের তৎপরতায় গাছ কেটে ফেলা হলে ওই রুটে যান চলাচল পুনরায় চালু হয়। তবে এক ঘন্টার উপর যান চলাচল বন্ধ থাকায় নিত্য যাত্রীদের বেশ অসুবিধার মধ্যে পড়তে হয়।

প্রতিটি আসনে প্রার্থীর দেবার ইঙ্গিত দিল ইউনাইটেড জনতা দল

নিজস্ব প্রতিনিধি : পঞ্চায়েত নির্বাচনের মনোনয়ন পত্র জমা নিয়ে সারা রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেস যে হিংসার পরিবেশ সৃষ্টি করেছে জনতা দল (ইউনাইটেড) তার বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন। তাঁদের পছন্দের প্রার্থীরা শেষ পর্যন্ত মনোনয়ন জমা করেছেন। কিন্তু তাঁদের আশঙ্কা পঞ্চায়েত নির্বাচনের সন্ধিক্ষণে তৃণমূল কংগ্রেসের লোকেরা ভোটে জেতার জন্য হিংসার আশ্রয় নিতে পারে। সে রকম হলে আমার লোকেরা সরে দাঁড়াবে। কলকাতা ভারতসভা হলে শুক্রবার বিকালে এক সাংবাদিক সম্মেলনে জানালেন, সারা রাজ্যের জনতা দল (ইউনাইটেড)–এর রাজ্য সভাপতি অশোক দাস। সেই সঙ্গে অবশ্য তাঁর দলের প্রায় এক হাজার আসনে প্রতীক নিয়ে মনোনয়ন পত্র জমা দিয়েছেন। এদিকে সারা রাজ্যে বিশেষ করে গ্রাম বাংলায় অবাধভাবে মদের দোকান খোলার ফলে সামাজিক পরিবেশ দ্রুত খারাপ হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত হিংসাত্মক কাজকর্ম বাড়ছে। সর্বভারতীয় সভাপতি ওরফে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমারের নেতৃত্বে সারা ভারতে নেশামুক্তি, কন্যা ভ্রূণ হত্যা বন্ধ, পণ প্রথামুক্ত সমাজ গড়ে তোলা এবং কৃষকদের ফসলে লাভজনক মূল্য প্রদানের আন্দোলন চলছে। অন্যদিকে আসন্ন ২০১৯–এর লোকসভা ভোটে জনতা দল (ইউনাইটেড) ৮টি আসনে প্রার্থী দেবে। রাজ্য দলনেতা সভাপতি অশোক দাসের ঘনিষ্ঠ বৃত্তের নেতাদের সূত্রে এমনই ইঙ্গিত মিলেছে। তাঁদের মতে, একদিকে যেমন বিরোধী ভোট ভাগ হবে না। তেমনই বিজেপির সঙ্গে তৃণমূলের সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতার মঞ্চ তৈরি হবে। সেখানে জনতা দলের এই সিদ্ধান্ত স্বাভাবিকভাবেই দলকে বাড়তি অক্সিজেন জোগাবে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। উল্লেখ্য, পঞ্চায়েত ভোটে জনতা দলের হেভিওয়েট প্রার্থীদের টিকিট দেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির ছিলেন সুভাষ সিং, রাম বচ্চন, মৌসুমী বিশ্বাস, এস এন পান্ডে, জাহাঙ্গীর হোসেন, সমরেন্দ্র কুমার, শুভঙ্কর মুখার্জী, ডাঃ তরুণ বাগচি প্রমুখরা যে সব ব্লকে শাসকদলের দিয়েছেন প্রার্থীরা।

মহানগরে

তেলের দাম নিয়ন্ত্রণের উপায় জিএসটি

নিজস্ব প্রতিনিধি : নিত্যদিন পেট্রোল, ডিজেল ও নীল–সাদা কেরোসিনের দাম বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাতে রাজ্যবাসীর ক্ষোভের পারদ নিত্যদিন চড়তেই থাকছে। এই ক্ষোভ প্রশমনে কেন্দ্রেরই তেমন কিছু করতে গেলে রাজকোষ ঘাটতি নিয়ন্ত্রণে লক্ষ্য মাত্রা পূরণ হবে না। রাজ্যেরও তেমনি কোষাগার পূরণে ব্যাঘাত ঘটবে। গত ২৪ এপ্রিল কলকাতায় এক লিটার পেট্রোলের দাম ৭৭.৩২ টাকা। এর মধ্যে প্রোডাকশন ট্যাক্স ১৯.৪৮ টাকা, ভ্যাট ১৪.৫৮ টাকা এবং সেস ১ টাকা। আর কলকাতায় এক লিটার ডিজেলের দাম ৬৮.৬৩ টাকা। এর মধ্যে প্রোডাকশন ট্যাক্স ১৫.৩৩ টাকা, ভ্যাট ৯.৫২ টাকা এবং সেস ৭১ টাকা। প্রসঙ্গত, এই প্রোডাকশন ট্যাক্সের ৫৮ শতাংশ ঢোকে কেন্দ্রের রাজকোষে আর 'ভ্যালু অ্যাডেড ট্যাক্সে'র (ভ্যাট) পুরোটা ঢোকে রাজ্যগুলির কোষাগারে। সেই সঙ্গে রাজ্য পায় উৎপাদন শুল্কের ৪২ শতাংশ। এই দুই ট্যাক্স থেকে এ রাজ্যের মাসে আয় ৫০০ কোটি টাকা। ১ লিটার পেট্রোলের ট্যাক্স, ভ্যাট ও সেস বাদে প্রকৃত দাম ৪২.২৬ টাকা। আর ট্যাক্স, ভ্যাট ও সেস ৪৫.৩৪ শতাংশ। অন্যদিকে ১ লিটার ডিজেলের ট্যাক্স, ভ্যাট ও সেস বাদে প্রকৃত দাম ৪৩.০৭ টাকা। আর ট্যাক্স, ভ্যাট ও সেস ৩৭.২৪ শতাংশ।

বাণিজ্য বিশেষজ্ঞদের মন্তব্য, তেলের দাম কমাতে গেলে এখনই পেট্রোল ও ডিজেলে এই দুই পণ্যে 'গুডস অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্যাক্স' (জিএসটি) কার্যকর করা। তাহলে রাজ্যবাসীকে এখনই ওই দিকে হাপিত্যেশ করে বসে থাকতে হবে।

দেশগঠনে পুরস্কার

নিজস্ব প্রতিনিধি : দেশ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের জন্য নেহেরু যুব কেন্দ্রের শাখা ও তিন যুবতারকাকে গত বুধবার, ২৫ এপ্রিল রাজভবনে পুরস্কৃত করলেন রাজ্যপাল কেশরী নাথ ত্রিপাঠী। দেশভক্তি ও দেশগঠন সম্পর্কিত বক্তৃতা প্রতিযোগিতায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করে যথাক্রমে বাঁকুড়া, দক্ষিণ কলকাতা ও পুরুলিয়ার তিন যুবতারকা। প্রত্যেকে পায় নগদ পুরস্কার।

এছাড়াও দক্ষিণ ২৪ পরগনার সন্দেশখালির জয় গোপাল যুব উন্নয়ন কেন্দ্র প্রথম হয়ে পেল ১ লক্ষ টাকা নগদ পুরস্কার। দ্বিতীয় ও তৃতীয় হয়ে যথাক্রমে ৫০ ও ২৫ হাজার টাকা পেল যুব কেন্দ্রের দার্জিলিং এবং বর্ধমান শাখা। নেহেরু যুব কেন্দ্র কেন্দ্রীয় যুব ও ক্রীড়া দফতরের অধীন এক স্বয়ংশাসিত সংস্থা। দেশের ৬২৩টি জেলায় রয়েছে ৮৪ লক্ষ সদস্য এবং প্রায় তিন লক্ষ 'ইয়ুথ ক্লাব'। নেহেরু যুব কেন্দ্রের পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য অধিকর্তা নবীন কুমার নায়েক বলেন, রাজ্যে ২০ হাজার যুব কেন্দ্রের নথিভুক্তির লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে।

স্বচ্ছতা ভারত পাকোয়াড়ে পালনে রাজভবন ঝাড়ডু দিয়ে পরিস্স্কার করছেন রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠী সহ রাজভবনের এবং ভারতীয় জাদুঘরের কর্মকর্তারা

বিজ্ঞানী নাগচৌধুরীর বাড়ি কী সংগ্রহালয় হয়ে উঠবে

নিজস্ব প্রতিনিধি : সংগ্রহশালা নির্মাণ ও হেরিটেজ ঘোষণা বিষয়ে প্রস্তাব ও প্রশ্ন উত্থাপিত হচ্ছে কলকাতা পুর অধিবেশনে। স্বাধীন ভারতের বিজ্ঞান গবেষণার অগ্রপথিকদের অন্যতম বিজ্ঞানী ড. বি ডি নাগ চৌধুরি। বিজ্ঞানের বহু ক্ষেত্রে স্মরণীয় অবদান রেখেছেন ড. নাগ চৌধুরি। তিনি ভারতবর্ষকে বিজ্ঞান চেতনায় বহু দূর পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন। ড. নাগ চৌধুরি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, সাহা ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ান প্ল্যানিং কমিশন ও জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময় কর্ম দক্ষতা তিনি প্রদর্শন করেন।

ভারতের 'ব্যালেস্টিক মিশাইল' তৈরির ক্ষেত্রে তাঁর অবদান দৃষ্টান্তমূলক। সেই জন্যই ভারত সরকার তাঁকে ১৯৭৫ সালে 'পদ্ম বিভূষণ' সম্মানে সম্মানিত করে। তাঁর সহধর্মিনী দীপালি নাগ চৌধুরি ভারতীয় উচাঙ্গ সঙ্গীতের এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। প্রয়াত এই দম্পতি বেহালার ১২৩ নম্বর ওয়ার্ড স্থিত ৪৩, বীরেন রায়ে রোড (পূর্ব), কলকাতা ৮–এর বাসিন্দা ছিলেন। এই বাড়িতেই ২০০৬ সালে ড. নাগ চৌধুরি এবং ২০০৯ সালে তাঁর স্ত্রী প্রয়াত হন।

তারপর থেকে ১৫–২৫ কাঠা জমির ওপর বাড়িটি একটা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের মধ্যে পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। এখানে যদি ড. দম্পতির অবদানকে কেন্দ্র করে একটি সংগ্রহশালা করা যায় তবে এলাকার মানুষের একটা দীর্ঘদিনের দাবি পুরণ হবে। আগামী প্রজন্ম সমৃদ্ধ হবে বলে পুর অধিবেশনে প্রস্তাব উত্থাপন করেন স্থানীয় পুরপ্রতিনিধি সুদীপ পোল্লে। জবাবী ভাষণে মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমার বলেন, প্রস্তাবটি বেশ ভালো প্রস্তাব। আসলে সংগ্রহশালা করতে গেলে কিছু নিয়মকানুন মেনে তা করতে হবে। আলোচনা চালাতে হবে। ওই সংশ্লিষ্ট বাড়িটির বাসিন্দাদের মতামত নিতে হবে। যে সমস্ত বিষয়গুলি ওখানে রাখা হবে, সেগুলি সরকারি বিষয় কী না জানতে হবে। তবে বিজ্ঞান গবেষণাভিত্তিক সংগ্রহশালা করার পরিকাঠামো কলকাতা পুরসংস্থার নেই। এই প্রস্তাবটি নিয়ে নিশ্চয়ই কর্তৃপক্ষ ভাবনাচিন্তা করবে। কিন্তু এই মুহূর্তে কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব নয়।

অন্যদিকে প্রয়াত সুরকার শচীন দেববর্মনের বাসগৃহ ২০০৬ সালে কলকাতা পুরসংস্থা হেরিটেজ ঘোষণা করে। কিন্তু বর্তমানে ওই বাড়িটি রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে ভগ্নপ্রায় অবস্থায় রয়েছে। প্রয়াত এস ডি বর্মনের বাড়িটি ৩৬/১, সাউথএন্ড পার্ক, কলকাতা–২৮, ওয়ার্ড নম্বর ৯০–তে অবস্থিত। এস ডি বর্মনের যে বাড়িটি সংরক্ষণের ও সংগ্রহশালা করার প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে সে সম্পর্কে প্রশ্নোত্তরে মহানাগরিক শোভন চট্টোপাধ্যায় বলেন, আমি স্থানীয় পুরপ্রতিনিধি ও বরো অধ্যক্ষ বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়কে অনুরোধ করব যে অনেকে প্রথিতযশা মানুষের বাড়িতে বাস করতে পারেন।

কিন্তু দেখা গিয়েছে সে বাড়িটির মালিকানা কার। পরবর্তী ক্ষেত্রে বংশ পরম্পরায় মানুষ অথবা অন্য বাড়ির ভাড়াটিয়া এসে সেখানে থাকতে পারেন। সে সম্বন্ধের মধ্যে যদি পুর সংস্থার সীমাবদ্ধতার মধ্যে যদি বরো অধ্যক্ষ আলোচনার মাধ্যমে ব্যবস্থা করেন তবে নিশ্চয়ই পুর কর্তৃপক্ষ ওই বাড়িটির বিষয়ে সদর্থক ভূমিকা গ্রহণ করবে।

তাপ বাড়তেই শহরে জলকষ্ট

বরুণ মণ্ডল, কলকাতা : গত গ্রীষ্মের মরসুমে কলকাতা মহানগরের উত্তরের কাশীপুর থেকে দক্ষিণের জোকা এবং পূর্বের তপসিয়া–তিলজলা থেকে পশ্চিমের গার্ডেনরিচ পর্যন্ত কলকাতার প্রায় সমস্ত ওয়ার্ডে পরিস্রুত পানীয় জলের চাহিদা পূরণের যে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল, আসন্ন গ্রীষ্মের মরসুমে সেই সমস্ত স্থানে জল সরবরাহ পর্যাপ্ত রাখার জন্য তেমন ব্যবস্থাই নেওয়া হবে বলে জানান মহানাগরিক শোভন চট্টোপাধ্যায় গত ১৮ এপ্রিলের পুর অধিবেশনে।

শোভন বাবু বলেন, গরমের দিনে নিশ্চয়ই জলের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। সেজন্য ইমিডিয়েট এফেক্টের মাধ্যমে চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা এবারও রাখা হয়েছে। টালিগঞ্জ যাদবপুর এলাকার বরো অধ্যক্ষদের কাছ থেকে জলের চাহিদা পূরণের প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে। গার্ডেনরিচ জল প্রকল্পের উৎপাদন ক্ষমতাও বেড়েছে। তাই জলের প্রেসার বৃদ্ধির প্রচেষ্টা জারি রয়েছে।

এদিকে পারদ চড়তেই শহরের বিভিন্ন প্রান্ত ও শহরতলির একাধিক জায়গায় পর্যাপ্ত জল না পাওয়ার অভিযোগ উঠতে শুরু করেছে। বিভিন্ন ওয়ার্ডের পুরপ্রতিনিধিরা অবশ্য বলছেন, গরমে হুগলি নদীর জলস্তর নেমে যাওয়ায় সমস্যা হয়। তবে পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য পুর জল দফতর প্রস্তুত রয়েছে।

যদিও মহানাগরিক জানান গরমের মরসুমে হুগলি নদী থেকে জল তোলার আধুনিক ইনটেক জেটি তৈরি করা হয়েছে। বর্তমানে গার্ডেনরিচ জল প্রকল্পের জল উৎপাদন ক্ষমতা বেড়ে দাঁড়িয়েছে দৈনিক ১৮৫ মিলিয়ন গ্যালন। এখানে আর একটি দৈনিক ২৫ মিলিয়ান গ্যালনের জল উৎপাদন প্রকল্পের কাজ ৬০ শতাংশ হয়ে গিয়েছে।

ভারত–চিন বাণিজ্য সম্ভাবনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভারতের সঙ্গে চিনের রাজনৈতিক সম্পর্কে মাঝে মধ্যে গরম হলেও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে দু দেশের সম্পর্ক ক্রমশঃ দৃঢ় হচ্ছে। পৃথিবীর আর্থিক আয়তনে ভারত ও চিনের ভাগ প্রায় অর্ধেক। অর্থনৈতিক মানচিত্রে এই দুই দেশ ক্রমশঃ উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ও বিদেশ মন্ত্রী সম্প্রতি চিন সফর করে এসেছেন। প্রধানমন্ত্রী এখন চিনে। কয়েকদিন বাদে যাবেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী। ঠিক এই সময় গত ২৫ এপ্রিল বিকালে কলকাতায় চিনের রাষ্ট্রদূত মা কা ঝানৌকে নিয়ে চিনের সঙ্গে বাণিজ্য শীর্ষক এক আলোচনাচক্রের আয়োজন করেছিল মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্স তাদের কনফারেন্স হলে। স্বাগত ভাষণ দেন চেম্বারের সভাপতি রমেশ আগওয়াল। বক্তব্য রাখেন চেম্বারের বৈদেশিক বাণিজ্য কমিটির চেয়ারম্যান মহেশ কয়েল। উল্লেখ্য, গত ১৩ এপ্রিল কলকাতার এক অনুষ্ঠানে মিঃ ঝানৌ বলেছিলেন ভারতের ব্যবসায়ীরা চিনের সঙ্গে বাণিজ্যে আগ্রহী নয়। এমন কি সাম্প্রতিক এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছিলেন চিন সারা পৃথিবীতে বিপুল পরিমাণ লগ্নি করতে আগ্রহী। এই দুই মন্তব্যের প্রেক্ষিতে চেম্বারের পক্ষ থেকে তাঁকে বোঝানো হয় গত সাত বছরে ভারত ও চিনের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য বিপুল হারে বেড়েছে। ভারতের সর্বত্র এমনকি ঘরে ঘরে এমন চৈনিক সামগ্রী পৌঁছে গিয়েছে। শুধু ভারত নয়, কমদামে জমি ও শ্রমিক নিয়ে লগ্নির জন্য অপেক্ষা করছে পশ্চিমবঙ্গ। মার্চেন্টের এই মনোভাবে উৎসাহিত বোধ করেন চিনের রাষ্ট্রদূত এবং সকলকে চিনের বাণিজ্য মেলায় আহ্বান জানান। মুখোমুখি এই আলোচনা দু দেশের বাণিজ্য বৃদ্ধিতে সক্ষম হবে বলে সকলে আশা প্রকাশ করেন। **ছবি: উৎপল কুমার রায়**

মানবিক পেনশন

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজ্যে পয়লা এপ্রিল থেকে চালু হওয়া 'মানবিক পেনশন স্কিমে'র ফর্ম কলকাতা মহানগরে কলকাতা পুরসংস্থার শহরের বিভিন্ন জায়গায় থাকা ১৬টি বরো অফিসের নির্দিষ্ট কাউন্টার থেকে পাওয়া যাচ্ছে। শারীরিকভাবে ৫০ শতাংশের অধিক প্রতিবন্ধকতা রয়েছে এবং সে বিষয়ে নির্দিষ্ট শংসাপত্র রয়েছে, এমন ব্যক্তিদের আর্থিক সাহায্য দেওয়ার জন্য 'মানবিক' নামক প্রকল্পটির কথা রাজ্য সরকার ঘোষণা করেছে। এই প্রকল্পে আবেদনকারী প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা মাসে ১০০০ টাকা করে পেনশন পাবেন। ১৮ এপ্রিল পর্যন্ত এই স্কিমে ২১,৬৮০ জনের পূরণ করা ফর্ম জমা পড়েছে তার মধ্যে ১৫,৯৯৯ জনের নাম অনুমোদিত হয়েছে।

সৌররেল

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রচলিত শক্তি সংরক্ষণ ও শুদ্ধ ও সবুজ শক্তির ব্যবহার বাড়াতে দক্ষিণপূর্ব রেল দ্রুত সৌরশক্তি স্থাপনের প্রসার ঘটাতে শুরু করেছে। ধাপে ধাপে সমস্ত ক্ষেত্রে সৌরশক্তি ব্যবহার করতে চায় রেল।

ইতিমধ্যে গার্ডেনরিচ ও চক্রধরপুর রেল হাসপাতাল, প্রশাসনিক ভবন, স্টেশন ও সিগন্যালিং ব্যবস্থায় বিপুল পরিমাণ সৌর প্যানেল বসানো শুরু হয়েছে। রাঁচি ডিভিশনের লোহারদাগা, ঢাঙের বাসলি, ওগরা ও আদ্রা ডিভিশনের তালগোরিয়া, নিমডিহি স্টেশনে সৌর আলোক, জলের পাম্প চালানো শুরু হয়েছে। আগামী দিনে রেল সৌরশক্তি নির্ভর হয়ে উঠবে বলে জানিয়েছে রেল কর্তৃপক্ষ। এতে যেমন শক্তি বাঁচবে তেমনি দূষণ কমবে।

দেশের সেরা দিগম্বরপুর পঞ্চায়েত

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাংলার পঞ্চায়েতকে দেশের সেরা পঞ্চায়েতের শিরোপা দিল কেন্দ্রীয় সরকারের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়নদপ্তর। দেশের সেরা পঞ্চায়েতের শিরোপা জুটল সুন্দরবনের পাথর প্রতিমাব্লকের দিগম্বরপুর পঞ্চায়েতের। গত ২৪এপ্রিল মধ্যপ্রদেশের জব্বলপুরে পঞ্চায়েত দিবসের অনুষ্ঠানে পঞ্চায়েতের প্রধান রবীন্দ্রনাথ বেরার হাতে পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী নরেন্দ্র সিং তোমর এই পুরস্কার তুলে দেন। পঞ্চায়েত এলাকার উন্নয়নের জন্য ২০লক্ষ টাকার চেক তুলে দেওয়া হয়। বৃহস্পতিবার দিগম্বরপুর পঞ্চায়েতের বাসিন্দাদের উদ্যোগে সংবর্ধনা দেওয়া হয়ে প্রধানকে। সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকেন স্থানীয় বিধায়ক সমীর জানা।এদিনের অনুষ্ঠানে পঞ্চায়েতের স্বনির্ভরগোষ্ঠীর মহিলারাও উপস্থিত থাকেন ।প্রধান রবীন্দ্রনাথ বেরা বলেন, এই পুরস্কার রাজ্যের পক্ষে গর্বেরও গৌরবের। এই কাজ আমরা মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির অনুপ্রেরণাতে করতে পেরেছি। আগামীদিনে আরও ভাল কাজ করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি।'

কেন্দ্রীয় সরকারের চতুর্দশ অথ´কমিশনের জিপিডিপি (গ্রাম পঞ্চায়েত উন্নয়ন পরিকল্পনা) প্রকল্পে দেশের সমস্ত পঞ্চায়েতের কাছে সমাজের দুর্বলতর অংশের মানুষের সামাজিক মানোন্নয়নের জন্য একটি পরিকল্পনা চাওয়া হয়েছিল। এই পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারেরকাছে সেই পরিকল্পনা জমা দেওয়া হয়।এই প্রকল্পে পঞ্চায়েতের কৃষি, শিক্ষাও মহিলাদের স্বনির্ভর করার জন্য পরিকল্পনা জমা দেওয়া হয়েছিল।২০১৭–১৮ অর্থবষে´কেন্দ্রীয় সরকারের থেকে পঞ্চায়েত এই প্রকল্পে ১ কোটি ৬৩ লক্ষ টাকা পায়। প্রতিটি প্রকল্প পরিকল্পনামাফিক সফল রূপায়ণও হয়। ইতিমধ্যে এই প্রকল্পে পঞ্চায়েতে প্রায় সিংহভাগ টাকা খরচও করেছে। সেই রিপোর্ট´জমা পড়ে কেন্দ্রের কাছে।কেন্দ্র সেই রিপোর্টে সন্তুষ্ট হয়ে দেশের মধ্যে সেরা নির্বাচন করে এই পঞ্চায়েতকে। কর্নাটক ও সিকিমের পঞ্চায়েতকে হারিয়ে সেরা হয় এই পঞ্চায়েত।এক হাজার পয়েন্টের মধ্যে ৯০০ বেশি পয়েন্ট পেয়েছে এই পঞ্চায়েত।

১৯টি গ্রাম সভা নিয়ে এই পঞ্চায়েত। বর্তমানে জনসংখ্যা প্রায় ৩০ হাজারের কাছাকাছি। ২০০৮ সালের আগে পর্যন্ত পঞ্চায়েত বামেদের দখলে ছিল। পরে তৃণমূল কংগ্রেস এই পঞ্চায়েতে ক্ষমতায় আসে। বর্তমান প্রধান রবীন্দ্রনাথবাবু আগে উপপ্রধান ছিলেন। পরে প্রধানের দায়িত্ব পান।এই পঞ্চায়েতে মহিলাদের স্বনির্ভর গোষ্ঠীর কার্যকলাপ রাজ্যের মধ্যে নজরকাড়া।এঁরা বাল্যবিবাহ বন্ধ থেকে কৃষিকাজেও সফলতা পেয়েছেন। কৃষক রমনীজয়ন্তী দলুই কেন্দ্রীয় সরকারের কৃষিকর্মণ পুরস্কার পেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ বেরা বলেন, এই সাফল্য পঞ্চায়েতের প্রতিটি বাসিন্দার।কেন্দ্রীয় সরকারের এই স্বীকৃতি সারা রাজ্যের পঞ্চায়েতের সাফল্য। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির অনুপ্রেরণায় এই সাফল্য মঙ্গলবার মধ্যপ্রদেশের জব্বলপুরে দেশের সেরা পঞ্চায়েতের পুরস্কার পেল দক্ষিণ ২৪পরগনার সুন্দরবনের দিগম্বরপুর পঞ্চায়েত।

এদিন পঞ্চায়েত দিবসের অনুষ্ঠানে এইপুরস্কারতুলে দেওয়া হয়।উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্রমোদি, কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়নমন্ত্রী পুরুষোত্তমরুপালা–সহ একাধিক কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী। এদিনপঞ্চায়েতের পক্ষে পুরস্কার নেন প্রধান রবীন্দ্রনাথ বেরা।তাঁর হাতে মানপত্র তুলে দেন কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়নমন্ত্রী।এছাড়াও পঞ্চায়েতের কাজের জন্য নগদ ২০ লক্ষ টাকার চেক দেওয়া হয়েছে। রাজ্যের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত দপ্তরের একাধিক আধিকারিকরা।

এ রাজ্যের পঞ্চায়েত নিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রশংসা করেন বলে জানান পঞ্চায়েত প্রধান।গত বৃহস্পতিবার দিগম্বরপুর পঞ্চায়েতের বাসিন্দাদের উদ্যোগে সংবর্ধনা দেওয়া হয় প্রধানকে।সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন স্থানীয় বিধায়ক সমীর জানা।এদিনের অনুষ্ঠানে পঞ্চায়েতের স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারাও উপস্থিত থাকবেন। প্রধান রবীন্দ্রনাথ বেরাবলেন, এই পুরস্কার রাজ্যের পক্ষে গর্বের ও গৌরবের।এইকাজ আমরা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণাতে করতে পেরেছি।আগামীদিনে আরও ভাল কাজ করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি।'

নাবালিকা বিয়ে বন্ধ করল মহিলা থানা ও চাইল্ড লাইন

সুভাষ চন্দ্র দাশ, ক্যানিং ঃ আচমকা গোপনে খবর পেয়ে দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলার ক্যানিং থানার দুই প্রান্তে দুই নাবালিকার বিয়ে বন্ধ করলো ক্যানিং মহিলা থানা ও চাইল্ড লাইন। বুধবার সন্ধ্যায় গোপন সূত্রে খবর পেয়ে প্রশাসন ও চাইল্ড লাইনের সদস্যরা বিয়ে বাড়িতে পৌঁছায়।সকাল থেকেই বিয়ে বাড়িতে সাজোসাজো বর চলছিল। আত্মীয় বন্ধুবান্ধবদের আনাগোনাও ছিল।

হঠাৎ সেই রঙিন মুহূর্তের ছন্দপতন ঘটলো। গ্রামের মধ্যে পুলিশ গাড়ি দেখে বিয়ে বাড়ির লোকজন পালিয়ে যায়। এদিন রাতে ইটখোলা

পুলিশকে ঘিরে উৎসুক জনতার ভিড়। –নিজস্ব চিত্র

গ্রাপঞ্চায়েতের মালিক শেখের ১৬ বছরের নাবালিকা কন্যা সফুরা শেখের বিয়ে হওয়ার কথা ছিল সোনারপুর থানার চাকবেড়িয়ার বাবুর আলি শেখের ছেলে সাবির আলি শেখের সাথে। সেই মতো পেশায় দর্জি সাবির আলি যথা সময়ে বিয়ে করতে হাজির হয়। অবশেষে প্রশাসন ও চাইল্ড লাইনের সদস্যরা পরিবারের সদস্যদের নাবালিকা বিয়ে সম্পর্কে বোঝালে প্রথমে বিয়ে দেওয়ার জন্য জোর করতে থাকলেও প্রশাসনের কড়া পদক্ষেপের সামনে চাপের মুখে পড়ে বিয়ে বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে মুচলেখা দিয়ে বিয়ে স্থগিত করে দেয়। অন্যদিকে দাঁড়িয়া সুন্ধিপুকুরিয়ার গোপাল মন্ডলের কন্যা ট্যাংরাখালি পরশুরাম যামিনীপ্রাণ হাইস্কুলের নবম শ্রেণীর ছাত্রী দ্রৌপদী মন্ডলের বিয়ে ঠিক হয় নিকারিঘাটা গ্রামপঞ্চায়েতের মৌখালি গ্রামের সোনাতন গায়েনের ছেলে রনজিত গায়েনের সাথে। বিয়ের দিন ঠিক হয়েছিল আগামী শুক্রবার। আগাম খবর পেয়ে প্রশাসন ও চাইল্ড লাইন বিয়ে বন্ধ করে দেয়।

চাইল্ড লাইনের সদস্য বান্টি মুখার্জী ও দীপঙ্কর মিদ্দে জানান, ক্যানি মহিলা থানার সহযোগিতায় এই নাবালিকা বিয়ে দুটি আটকাতে পেরে আমরা যথেষ্ট খুশি। আগামী দিনে সাধারণ গ্রামের মানুষজন যদি এমন সহযোগিতা কিংবা সচেতন হয় তাহলে আগামী দিনে নাবালিকা বিয়ের মতো মারণ ব্যাধি সমাজের বুক থেকে দুরে সরে যেত বাধ্য।

বর্ষবরণ উৎসব ১৪২৫

নিজস্ব প্রতিনিধি : বর্ষবরণ উৎসব ১৪২৫ দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তি সংঘের বাৎসরিক অনুষ্ঠান বর্ষবরণ উৎসবের আয়োজন হয়েছিল গত ২২ এপ্রিল পূজালি পারিজাত ক্রীড়াঙ্গনে। এবারের উৎসবে সহযোগী সংস্থা ছিল পূজালি পুরসভা। স্কুল ও ক্লাব নিয়ে প্রায় ১৬টি সংস্থার ৪০০ জন ছেলেমেয়ে বৈশাখের প্রখর রোদ্দুরকে উপেক্ষা করে যে ভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা প্যারেডের পোষাকে বিভিন্ন ধরনের পারফর্ম করল তার তারিফ না করে পারা যায় না। যে কোনও আদর্শের অনুগামিতার লক্ষণ হল শৃঙ্খলা।

জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তি সংঘের যে কোনও অনুষ্ঠানে এই শৃঙ্খলার উজ্জ্বল উপস্থিতি লক্ষিত হয়। বর্ষবরণ অনুষ্ঠানেও তার ব্যাতয় হয়নি। সংঘের বিভিন্ন পদাধিকারী ও আহূত অতিথিগণ ও খেলা মঞ্চে বৈশাখের পশ্চিমী মার্তণ্ডের অপরাহ্নের প্রখর তাপে দগ্ধ ও গলদঘর্ম হয়েছেন। বিকাল ৩টায় উদ্বোধনী সঙ্গীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। তারপর

অতিথি বরণ প্রধান অতিথি ছিলেন পূজালি পুরসভার চেয়ারম্যান রীতা পাল, বিশেষ অতিথি ছিলেন বজবজ পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান গৌতম দাশগুপ্ত।

এমএলএ অশোক দেব সংঘের বাৎসরিক স্মারক পত্রিকার উদ্বোধন করেন। সংঘের সাধারণ সম্পাদক আলিন লস্কর ছোট ভাষণে বলেন যে, এই অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য হল ছেলেমেয়েদের মধ্যে জাতীয়তাবোধ গড়ে তোলা। সংঘ সভাপতি জনার্দন পাড়ুই কার্যকরী সভাপতি কমলাকান্ত নস্কর, আজীবন সদস্য হিমু কাশোয়ালী, কাজল দত্ত, দেবনাথ অধিকারী, রেবা সানাতী, যোগ শিক্ষক গৌতম খাঁড়া, এবং আরও অনেকে বিশিষ্ট সমাজসেবী, ক্রীড়াবিদ শিক্ষক ও সাংবাদিক প্রমুখের উপস্থিতিতে মঞ্চ আলোচিত ছিল। মাঠের চারদিকে উৎসাহী দর্শকদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। সমগ্র অনুষ্ঠানটি দক্ষ হাতে সঞ্চালনা করেন উৎসব কমিটির যুগ্ম সম্পাদকের অন্যতম মানস নস্কর।

ফটিকগাছি ৫০০ বছরের শীতলা পুজো

সঞ্জয় চক্রবর্তী : হাওড়া জগৎবল্লভপুর থানার অন্তর্গত ফটিকগাছি দলুইবাড়ির শীতলা মাতার নব কলেবর ও বাৎসরিক উৎসব ঘিরে ছিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। আনুমানিক প্রায় ৫০০ বছরের বেশি পুরনো এই উৎসব, কিন্তু গ্রামের প্রবীনদের মতে দেবীর আগমনের সঠিক সময় বা সাল কারো জানা নেই। মূলত শুরু থেকে মায়ের দুটি মন্দির আছে। প্রতি বছর পালা করে একটি মন্দিরে পুজো হয়।

পরম্পরা

শীতলা মাতার আবির্ভাব দলুই বাড়িতে হলেও সমস্ত গ্রামের মানুষ এই পুজোপাঠে অংশ নেয়। দূর–দূরান্ত থেকে পুজো দিতে আসে। সাধারণ দেবদেবীর মূর্তির ন্যায় দলুই বাড়ির দেবী মূর্তি মাটির দ্বারা তৈরি নয়। এখানে মায়ের মূর্তি তৈরি হয় ধুনা–সিন্দুর ও কাঁচা হলুদ দিয়ে। পৌরাণিক প্রথা অনুযায়ী দেবীর স্নান যাত্রা বাৎসরিক পুজোপাঠ হয় মাঘী পূর্ণিমার দিন। পুজোর দিন সু–সজ্জিত ট্যাবলো মহিলা ঢাকি ও বাজি বাজনা সহযোগে নগর পরিক্রমা করে।

১৪ মাঘ থেকে ২১ মাঘ পর্যন্ত চলে এই উৎসব। নরনারায়ণ সেবা ছাড়াও ছিল বস্ত্র বিতরণ ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। প্রতিদিন এই উৎসবে হাজার হাজার ভক্তের সমাগম হয়।

মাঙ্গলিকী

নাটক

আরশিনগর

কৃষ্ণচন্দ্র দে : দ্রুপদ প্রযোজিত নাটক 'আরশি নগর' ভালবাসার পরশমণি। এই কাল্পনিক উপাখ্যানটি প্রয়োগগুণে বিশ্বাস যোগ্যতার মানদণ্ডে সফলতার দাবি করতেই পারে। লোকনাট্যের আঙ্গিকে সাজানো বর্ণাঢ্য উপস্থাপনা। প্রধানত ছায়াকুমার, মায়াকুমার ও লীলাবতী এই তিনজনকে মুখ্য চরিত্রে রেখে নাটকের কাহিনীর সূত্রপাত। দেবকীনন্দন বণিক তার পুত্র ছায়াকুমারকে ফুলশয্যার পরের দিন ব্যবসা বাণিজ্যের সন্ধানে দূরের কোনও স্থানে চাকর ভাড়ুকে সঙ্গে দিয়ে প্রেরণ করেন। স্ত্রী লীলাবতীর শত আপত্তি সত্ত্বেও ছায়াকুমার বাবার নির্দেশ অমান্য করার সাহস দেখাতে পারে না। যেতে যেতে পথে ক্লান্তিতে এক বনভূমিতে আশ্রয় নেয়। ওখানে এক ভূত সব কিছু জানতে পেরে ছায়াকুমারের ছদ্মবেশ নিয়ে ওদের গ্রামে ফিরে যায় এবং বাবার কাছে ফিরে আসার এক আষাঢ়ে গল্প বানিয়ে বলে– এক সাধুবাবার বর পেয়ে সে ফিরে আসতে বাধ্য হয়। প্রতিদিন সে পাঁচটি মোহর পাবে। অর্থ পিশাচ বণিক সে কথা বিশ্বাস করে ওই ভূতকে নিজের ছেলে হিসাবে মেনে নিতে কোনও সন্দেহ প্রকাশ করতে পারে না। তখন থেকে ওই ভূত (মায়াকুমার) লীলাবতীর সঙ্গে সংসার করতে শুরু করে এবং লীলাবতীকে ভালোবেসে ফেলে। লীলাবতীও তাকে স্বামী হিসাবে মেনে নেয়। ভূত মায়াকুমার লীলাবতীর সঙ্গে তঞ্চকতা করতে পারে না। তাকে সব কথা খুলে বলে এবং আবার বনে ফিরে যেতে চায়, কিন্তু লীলাবতী তাকে যেতে না দিয়ে তাকে ভালবাসায় বেঁধে তাকে স্বামীত্বে বরণ করে নেয়। তারপর তাদের শুভ মিলনে এক পুত্রসন্তান জন্ম লাভ করে।এদিকে ছায়াকুমার উপরোক্ত ঘটনা সমূহ স্বপ্নে সব জানতে পারে। আসলে সমস্ত ঘটনা জেনে সেও বাড়ি ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় এবং সত্বর বাড়ি ফিরে আসে। তখনই নাটকের ক্লাইম্যাক্স তুঙ্গে উঠে যায়। কে আসল ছায়াকুমার না মায়াকুমার। দ্বন্দ্ব উপস্থিত হলে স্ত্রী লীলাবতী ভূত মায়াকুমারকেই প্রকৃত প্রেমিক রূপে তার সঙ্গেই থাকতে চায়। ব্যাপারটির প্রকৃত মীমাংসার জন্য রাজদরবারে যাওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। সব শুনে রাজা লীলাবতীকে জিজ্ঞাসা করে জানতে চায় সে কোনজনকে তার স্বামী হিসাবে মান্যতা দিতে চায়। লীলাবতী রাজাকে কানে কানে বলে মায়াকুমারই তার প্রকৃত ভালবাসার পাত্র। এখন রাজা কী সিদ্ধান্ত নেয় সেটা জানতে গেলে নাটকটা একবার দেখতে হবেই।

সূত্রধর গল্পদাদুর মাধ্যমে আমরা নাটকটি দেখতে থাকি। গল্পের প্রয়োজনে অনেক চরিত্রের সন্নিবেশ ঘটেছে। যেমন সরকারমশাই মণিমোহন, নাপিত কানাই, মা, একজন সাউথ ইন্ডিয়ান চরিত্র এবং সর্বোপরি রাজা। প্রত্যেক চরিত্রই নিজ নিজ কাজটি সুচারুভাবে সম্পন্ন করে দিয়েছে। বিশেষ করে দক্ষিণ ভারতীয় চরিত্রটি দর্শকের রিলিফ হিসাবে ভাল কাজ করেছে। আর রাজা চরিত্রে স্বয়ং নির্দেশক দেবাশিস চক্রবর্তী একটি অনবদ্য সিরিও কমিক চরিত্র উপহার দিয়েছেন। দক্ষ অভিনেতা না হলে এই ধরনের চরিত্রে অভিনয় করা দুরূহ ঘটনা। দেবাশিসকে জানাই একটা উষ্ণ অভিনন্দন। ফোক গানের আরও তালিম দরকার। দরকার হলে একজন দক্ষ শিল্পীর সাহায্য নিতে হবে। গানগুলি সুগীত হয়নি। গান এবং তৎসহ পুরবাসীগণের নাচ এই নাটকের প্রাণসম্পদ হয়ে উঠতে পারে। মিলন দৃশ্যটি বড় দৃষ্টিনন্দন লেগেছে।

লাভপুরে নাট্য কর্মশালা

নিজস্ব প্রতিনিধি : 'বীরভূম সংস্কৃতি বাহিনী'র পরিচালনায় ২২জন ছাত্র নিয়ে ১৩ থেকে ১৫ই এপ্রিল পর্যন্ত লাভপুরে থিয়েটার কর্মশালা অনুষ্ঠিত হলো। এই কর্মশালায় বিশেষভাবে নাটক বা থিয়েটার নিয়ে আলোচনা হয়। উপস্থিত ছিলেন কার্তিকদাস বাউল, অতনু বর্মন, 'বীরভূম সংস্কৃতি বাহিনী'র কর্ণধার শিক্ষক সমাজসেবী উজ্জ্বল মুখোপাধ্যায়। ১লা বৈশাখ সকালে লাভপুর ঠাকুরবাড়ি প্রাঙ্গনে নববর্ষবরণের অনুষ্ঠান করলো 'বীরভূম সংস্কৃতি বাহিনী'।

নববর্ষ পালনে 'সেতু'

নিজস্ব প্রতিনিধি : আজকের বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতি জগতে এক উজ্জ্বল নাম, 'সেতু'–র ষান্মাষিক অনুষ্ঠান হয়ে গেল জীবনানন্দ সভাঘরে গত ২৫শে মার্চ। এরপরেই গত ১৬ই এপ্রিল ঘরোয়া পরিবেশে 'সেতু'র সদস্যরা বাংলা ১৪২৫, নব বর্ষ পালন করলেন হৃদয়ের উষ্ণতা দিয়ে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করলেন 'সেতু'–র 'অভিভাবক', সর্বজন শ্রদ্ধেয় কবি রত্নেশ্বর হাজরা। সাথে রইলেন সংগঠনের সভাপতি বাচিক শিল্পী নিমাই মিত্র; বরিষ্ঠ সদস্য, গল্পকার, কবি সৌরীন চ্যাটার্জী ও অন্যান্যরা। সঞ্চালনায় ছিলেন যথারীতি 'সেতু'র 'কর্ণধার' বাচিক শিল্পী, কবি উদয় চক্রবর্তী।

সভা হল যথারীতি কুদঘাটে রবীন্দ্র নিকেতন পাঠাগারের সভাঘরে।

প্রথমে সকলকে সভায় স্বাগতঃ জানিয়ে সঞ্চালক উদয় চক্রবর্তী পাঠ করলেন শান্তিনিকেতনে যে নববর্ষ পালন করা হত (এখনও অবশ্যই হয়), সে বিষয়ে লেখা বিশ্ব কবির একটি নিবন্ধ। এরপর 'বৃন্দ সঙ্গীত' পরিবেশন করলেন 'সেতু'–র সঙ্গীত শিল্পীরা, 'নব আনন্দে জাগো'। এরপরে নববর্ষকে স্বাগত জানিয়ে 'অব্দ' শব্দটির উৎপত্তি, তার যুগে যুগে বিবিধ ব্যবহার, এইভাবেই শব্দটি কেমন ভাবে 'বছর'–এর সাথে যুক্ত হল, তা অসাধারণ তথ্য সমৃদ্ধ মনোগ্রাহী ভাষণের মাধ্যমে সকলের সামনে পেশ করলেন কবি, বাগ্মী শ্রদ্ধেয় রত্নেশ্বর হাজরা। সুনিশ্চিতভাবে সভাপতির ভাষণ এই দিন সন্ধ্যায় ছিল সভায় উপস্থিত সকলের বিশেষ 'প্রাপ্তি'। এরপর সংগঠনের সভাপতি নিমাই মিত্র পাঠ করলেন বিশ্ব কবির বর্ষশেষ নিয়ে কবিতা, এই সাথে সকলকে জানালেন শুভেচ্ছা। সৌরীণ চ্যাটার্জিও পাঠ করলেন রবীন্দ্র কাব্য 'নিশি অবসান'। তানিয়া চক্রবর্তী একই ভাবে পাঠ করলেন বিশ্ব কবির রচনা 'কৃপণ', তনুজা চক্রবর্তী শোনালেন স্বরচিত দুটি কবিতা ('কথা রেখেছি' খুবই ভাল রচনা)। বালিকা শ্রবণা দত্তর কবিতা পাঠ ভালই, তবে তার যা বয়স, সেই হিসেবে আরও ভাল হত সে যদি স্মৃতি থেকে কবিতাটি বলত। মিতালি ব্যানার্জি পাঠ করলেন কবি রত্নেশ্বর হাজরার কবিতা 'দুঃখ বড় একা'– মিতালিদেবী সেটি তাঁর যথাযথ পাঠের মাধ্যমে কবিতাটির 'মর্মধ্বনি' সকলের হৃদয়ে পৌঁছে দিলেন। গুণেন্দ্র কিশোর চক্রবর্তী পাঠ করলেন স্বরচিত কবিতা, যা সকলের মন ছুঁলো কি? গীতা অধিকারীর আবৃত্তি 'সব অপ্রয়োজনীয়' সকলের ভালো লাগারই কথা।

'বর্ষশেষ, বর্ষ শুরু'– বিশ্বকবির রচনাকে অংশ বিশেষ হৃদয়স্পর্শী পাঠ করলেন বাচিক শিল্পী, যুবা প্রতিভা দীপন সেনগুপ্ত। চন্দনা গোস্বামীর গান ('আকাশ' জুড়ে)। আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রূপ মিশ্রিত গান সকলেরই ভালো লাগলো; তবে আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিবেশনের বিষয়ে একটি 'স্টার' যোগ করা যেতে পারে।

সম্প্রতি 'সেতু'–র তরফে যাঁকে সংবর্ধনা জানানো হয়েছে সেই শ্রদ্ধেয়া সুমিত্রা হাজরা সকলকে নববর্ষের শুভেচ্ছা জানানোর সাথে অনবদ্য পাঠ করলেন বিশ্ব কবির কৌতুকধর্মী রচনা 'ভোজনবিদ'। আর তাঁর পাঠের বিষয় বস্তুটির সাথে সমতা রেখে সভার শেষে 'সকলের হাতে তুলে দেওয়া হল সুস্বাদু খাবারের প্যাকেট'।..

ভগিনী নিবেদিতা স্মরণে বিবেকানন্দ সোসাইটিতে অনুষ্ঠান

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ২৩ এপ্রিল সোমবার সন্ধ্যা ৭টায় 'বিবেকানন্দ সোসাইটি'তে যে আলোচনা সভাটি বসেছিল তা নিবেদিতার জীবনকে কেন্দ্র করে। বিষয়ের শিরোনাম : 'ভগিনী নিবেদিতা কথায় ও গানে'। ১৮৬৭ থেকে ১৯১১ এই সময় সীমার মধ্যে নিবেদিতা তাঁর জীবনে যে সেবাকর্মগুলি করেছিলেন, তা নিয়েই এই গীতি আলেখ্য। প্রসঙ্গ সূত্রে এসেছে বিবেকানন্দ, শ্রীমা, জগদীশচন্দ্র বসু, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখের প্রসঙ্গ। বক্তব্যের ফাঁকে ফাঁকে শিল্পী তাঁর সুললিত কণ্ঠে শোনালেন কয়েকটি অপূর্ব গান। যার মধ্যে ছিল 'একবার বিরাজ গো মা', 'জয় রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ', 'জয় বিবেকানন্দ সন্ন্যাসী বীর', যদি তোর ডাক শুনে', 'বাংলার মাটি বাংলার জল' 'আর কিছু

নাই সংসারের মাঝে' প্রভৃতি গান। শিল্পীকে তবলায় সহযোগিতা করলেন কল্যাণ চক্রবর্তী। কথায় ও গানে শিল্পী ভক্ত শ্রোতাদের মন জয় করলেন অনায়াসে। মঞ্চে নিবেদিতার প্রতিকৃতিটি সাজানো হয়েছিল মালা এবং ফুল দিয়ে।

বুদ্ধদেব তর্পণ

শ্রেয়সী ঘোষ : গত ১৮ এপ্রিল বুধবার সন্ধ্যা ৭টায় অক্ষয় তৃতীয়ার পুণ্য তিথিতে রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে যে পুণ্য জীবনকথা শীর্ষক আলোচনা সভাটি ছিল, তার বিষয় ছিল 'বুদ্ধদেব'। বক্তা বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা ও অধ্যাপক ড. শঙ্কর ঘোষ। তিনি তার বক্তৃতায় বুদ্ধদেবের আবির্ভাব থেকে শুরু করে তিরোভাব পর্যন্ত কাহিনি শোনালেন ভক্তদের। প্রসঙ্গ সূত্রে এলো পিতা শুদ্ধধন, মা মহামায়া, স্ত্রী গোপা, পুত্র রাহুল, রাজা বিম্বিসার, বিম্বিসার পুত্র অজাতশত্রু, সেননি গ্রামের সুজাতা, বৈশালী নগরীর আম্রাপালী, দস্যু অঙ্গুলিমাল প্রমুখের কাহিনী। বক্তব্যের ফাঁকে ফাঁকে শিল্পী শোনালেন কয়েকটি বিশিষ্ট রবীন্দ্রসঙ্গীত। যার মধ্যে ছিল : 'ওই মহামানব আসে', 'ভেঙেছ দুয়ার এসেছ জ্যোতির্ময়', 'কোন আলোতে প্রানের প্রদীপ', 'একটি নমস্কারে প্রভু', 'আমায় নমো হে নমো', 'জীবন যখন শুকায়ে যায়' প্রভৃতি গানগুলি। শ্রোতা ভক্তদের মনকে তিনি আবিষ্ট করলেন। শিল্পীকে তবলায় সহযোগিতা করলেন সুকমল দাস ও পার্কাসনে অরুণ দত্ত।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৪ই এপ্রিল বিকালে লাউজোড় হাইস্কুল চত্বরে নানা স্বাদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হলো। অনুষ্ঠানের আয়োজক সংস্থা 'কমলাকান্ত সঙ্গীত নিকেতন'র প্রতিষ্ঠাতা রামকৃষ্ণ মন্ডল বলেন, 'এলাকার কচিকাচাঁদের প্রতিভা ও দক্ষতা তুলে ধরতেই এই আয়োজন'। বিভিন্ন গান ও নাচের মাধ্যমে কচিকাচারা মন জয় করে নেয় উপস্থিত দর্শক শ্রোতাদের।

নটী বিনোদিনীকে নিয়ে অনুষ্ঠান

নিজস্ব সংবাদদাতা : বাংলা পেশাদারী রঙ্গমঞ্চের আদি পর্বে সবচেয়ে জনপ্রিয় অভিনেত্রীর নাম নটী বিনোদিনী। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের আশীর্বাদ ধন্যা এই বিনোদিনী। গিরিশচন্দ্রের 'চৈতন্যলীলা' নাটকে বিনোদিনী সেজেছিলেন চৈতন্য। ঠাকুর সেই নাটক দেখে বিমোহিত। সেই বিনোদিনীর জীবন কাহিনিকে কথায় ও গানে পরিবেশন করলেন বিশিষ্ট বাগ্মী ও গায়ক ড. শঙ্কর ঘোষ। 'বরানগর রামকৃষ্ণ মঠে' সন্ধ্যা ৭টায় গত ২৪ এপ্রিল মঙ্গলবার ড. শঙ্কর ঘোষ পরিবেশন করলেন : 'নটী বিনোদিনী : কথায় ও গানে'। বিনোদিনীর জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বর্ণনার পাশাপাশি শিল্পী শোনালেন কয়েকটি স্মরণীয় গান। যে তালিকায় ছিল; 'কেশব কুরু করুণা দীনে', 'হরি মন মজায়ে লুকালে কোথায়', 'কাদের কুলে বৌ গো তুমি', 'ও মা কেমন মা তা কে জানে', 'ওঠা নামা প্রেমের তুফানে', 'পাখি তুই ঠিক বসে থাক' প্রভৃতি গান গুলি। তবলায় শিল্পীকে সহযোগিতা করলেন কল্যাণ চক্রবর্তী এবং পার্কাসনে অরুণ দত্ত। ভক্ত শ্রোতায় ঠাসা এই অনুষ্ঠান সকলের কাছেই উপভোগ্য হয়ে উঠেছিল।

পত্র –পত্রিকা আলোচনা

সাহিত্য অঙ্গন

(সম্পাদক – সুজিত দাস / নবম বর্ষ / ১ম সংখ্যা জানুয়ারী ২০১৮ / দাম ২০ টাঃ) – মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দ্বিশতবার্ষিকী স্মরণে একগুচ্ছ নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। অধ্যাপক সমীর কুমার বসু, ড. দীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য, সমরশঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, রেবা দত্ত প্রমুখের নিবন্ধ গুলি সুলিখিত। অনেকগুলি গল্প রয়েছে কিন্তু রসোত্তীর্ণ গল্পের সংখ্যা বড়ই কম। দেবদূত রায় (দুর্ভোগের শেষে) ও ইরা দোলুই (অভিমান) গল্প বিভাগে উজ্জ্বল। ভ্রমণ কথা দুটিই তেমন জমল না। বিশেষ করে অরূপ কুমার ভট্টাচার্যের লেখায় ভ্রমণের আনন্দের বদলে ভোগান্তির বিবরণ বেশী। কবিতা বিভাগে পরিমল মুখোপাধ্যায়, শুভ মিত্র, কেদারনাথ দাস, বিনয় দেব, মন্দিরা বাগচী, দেবকুমার মুখোপাধ্যায়, পার্থ দে প্রমুখ উপভোগ্য কবিতা পেশ করেছেন। প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠায় ত্রৈমাসিক পত্রিকার নির্মাণ খুব সহজসাধ্য নয়, পত্রিকা–গোষ্ঠীর সাহসী প্রয়াস প্রশংসার্হ। (পত্রিকার ঠিকানা – ১–বি, রামকালী মুখার্জী লেন, কলকাতা–৭০০ ০৫০ / 94320 86429)

পদার্পণ

(সম্পাদক – শর্মিষ্ঠা মাজী / দশম বর্ষ / ফেব্রুয়ারী ২০১৮ / দাম ১০ টাকা) পত্রিকাটি ক্রমশঃ নিজেকে গুছিয়ে নিয়েছে। প্রচুর কবিতা এই সংখ্যায়, বিশেষতঃ একুশে ফেব্রুয়ারীকে স্মরণে রেখে অনেকগুলো কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। ডাঃ লহরী বড়াল চক্রবর্তী, অদৃশ্যনাথ, প্রদীপ গুপ্ত, সঞ্জিত সেন, সবিতা বেগম ও শর্মিলা মাজির লেখা ভাল লাগল। অন্যান্য কবিতায় পাপিয়া দে দাস, মিনু প্রধান মণ্ডল, বিদ্যুত চৌধুরী, বিধান সাহা, মন্দাক্রান্তা সেন পত্রিকার মর্যাদা বাড়িয়েছেন। বাংলাভাষা নিয়ে লেখা সঞ্জীব সেন–এর কবিতাটি সম্পাদকের নজর এড়িয়ে দুবার দু–জায়গায় ছাপা হয়েছে। দীপক আঢ্যর অণু গল্প–টি সুন্দর। সুকুমার মণ্ডলের গল্পটির দুরন্ত প্রতিঘাত পাঠকদের মনে আলোড়ন তোলে। (পত্রিকার ঠিকানা – ১০৭/বি, ডি ব্লক, বাঘা যতীন কলোনী, কলকাতা – ৭০০ ০৩২ / 9804689266)

তারুণ্য

(সম্পাদক – সুকুমার মণ্ডল / ৩২ বর্ষ বৈশাখ ১৪২৫ সংখ্যা / দাম ২০ টাঃ) – বৈশাখ সংখ্যাটির শীর্ষ বিষয় আম। পত্রিকার শুরুতেই তাই তুমুল আম চর্চা। নিবন্ধ লিখেছেন জগদীশ মণ্ডল, বিজয় ভূষণ রায়। তবে আমের গভীরে পৌঁছে গেছেন তারাশঙ্কর দত্ত তাঁর আম–আয়ণ নিবন্ধে। আমের আঁতিপাঁতি খুঁজে এনে তুলে ধরেছেন পাঠকদের জন্য। কবিতা বিভাগে অবশেষ দাস, বিমান কুমার দত্ত, সতীরঞ্জন আদক, বৃন্দাবল দাস, আরতি দে, বিউটি পাল, বিদ্যুত চৌধুরী, ভারতী আচার্য, দেবকুমার মুখোপাধ্যায়, পার্থ সারথি সরকার, নরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, তাপস মাইতি, সুশীল দাস প্রমুখ ভালো কবিতা উপহার দিয়েছেন। বাণী দাসের অনবদ্য গল্পটি মনে রাখার মত। অনন্দময়ী মুখোপাধ্যায়ের অণু গল্পটিও রসোত্তীর্ণ। জাদুকর বেদ মোহন ঘোষের নিবন্ধটি (বিগত দিনের বাংলার জাদু ও জাদুকর) আমাদের সমৃদ্ধ করে। সুকুমার মণ্ডলের ছোট্ট গল্পটিতে হাসির মোড়কে সকলকে সজাগ করে। পশ্চিম পুটিয়ারী তরুণ দলের এই ত্রৈমাসিক পত্রিকাটি ৩২ বছরে পড়ল। লিটল ম্যাগাজিনের পক্ষে যথেষ্ট ব্যতিক্রমী বই কি ! (পত্রিকার ঠিকানা – ৩২০ ব্যানার্জী পাড়া রোড (চ্যাটার্জী বাগান), পোঃ পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা–৭০০ ০৪১ / 9903835611)

– গ্রন্থকীট

বনগাঁয় দীনবন্ধু মিত্র স্মরণ

অরিন্দম রায়চৌধুরী : গত ১০ এপ্রিল 'নীলদর্পণ' নাটকের স্রষ্টা দীনবন্ধু মিত্রের ১৮৯তম জন্মদিন স্মরণ অনুষ্ঠান হয়ে গেল বনগাঁ পেয়াদাপাড়া স্পোর্টিং ক্লাব ভবনে। বনগাঁ দীনবন্ধু মিত্র স্মরণ স্মৃতি রক্ষা কমিটি ও নীল প্রবাহ–এর যৌথ উদ্যোগে উক্ত স্মরণ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কবি ও কথা সাহিত্যিক নীলাদ্রি বিশ্বাস। প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন দীনবন্ধু মিত্রের নাতি শিক্ষক সুশীলকুমার মিত্র। এছাড়া বিশেষ অতিথিরূপে শিক্ষাবিদ রবীন্দ্রনাথ তরফদার, সাহিত্যিক সুরঞ্জন প্রামাণিক প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

দীনবন্ধু মিত্রের প্রতিকৃতিতে উপস্থিত অতিথিবৃন্দের মাল্যদান শেষে উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন শিল্পী তপন সেন। স্বাগত ভাষণে সুনীল রায় দিনটি পালনের উদ্দেশ্য নিয়ে বলেন, রবীন্দ্রনাথ বাবু ১৮২০ থেকে ১৮৩৬ সাল পর্যন্ত উনবিংশ শতাব্দীর গুরুত্বপূর্ণ পটভূমিকার কথা উল্লেখ করেন এবং দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণ নাটক লেখা বিষয়ে প্রেক্ষাপট নিয়ে আলোচনা করেন।

সুশীলবাবু দীনবন্ধু মিত্রের জীবন ও কর্ম সম্পর্কে বলেন, ১৮৭১ সালে রায় বাহাদুর উপাধির কথা বলেন। এবং সুরঞ্জনবাবু বলেন যে মহারাষ্ট্রে কৃষক আন্দোলন করছে। আজও চাষিরা আত্মহত্যা করে। অথচ নীলচাষিরা যে আন্দোলন করেছিল সেই সব নিয়ে দীনবন্ধুবাবু নীলদর্পণ নাটক লিখলেন। সাহিত্যের কাজ আন্দোলনকে লেখার মাধ্যমে এগিয়ে দেওয়া। সকলে সরাসরি আন্দোলনে সামিল হতে পারে না। আজকে যে উপস্থিতির হার তাতে আমরা কী ধারণা নিতে পারি যে আন্দোলনে সমর্থনের বার্তা কী বোঝায়? এছাড়া সঙ্গীতে তপন সেন, গণেশ রজত, সুস্মিতা চক্রবর্তী, দীপশিখা ঘোষ ভৌমিক, শ্রাবণী বিশ্বাস প্রমুখ প্রশংসনীয়।সাহিত্যিক ও গবেষক বাসুদেব মুখোপাধ্যায়, সারদা প্রসন্ন, দীনবন্ধু মিত্র ও বঙ্কিমচন্দ্রের বন্ধুত্বের কথা বলেন। সভাপতি নীলাদ্রি বিশ্বাসের বক্তব্য ও কবিতা পাঠে অনুষ্ঠান শেষ হয়। সঞ্চালনে সুভাষ চট্টোপাধ্যায় প্রশংসনীয়।

ইতিহাস প্রসিদ্ধ তমলুকে একদিন

অমিয় কুমার অধিকারী : শীতের মরসুমে রাজ্যের সর্বত্র বিভিন্ন ধরনের মেলার সঙ্গে মেদিনীপুরের তমলুকও তার ব্যতিক্রমী নয়। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার এই শহরের প্রান্তে রাজবাড়িতে জনস্বাস্থ্য কৃষি ও কুটির শিল্পমেলা ১০৫০ খৃস্টাব্দে প্রচলন হয় বলে জানালেন, বর্তমান শিল্পমেলার সম্পাদক দীপেন্দ্রনারায়ণ রায় মহাশয়। আগে ভাগে বলে রাখা ভাল শ্রীরায় তাম্রলিপ্ত পুরসভার উপপুরপিতাও বটে। তমলুকে এই মেলার প্রচলন করেন মহারাজা লক্ষ্মীনারায়ণ রায়। দুর্ভাগ্যের বিষয় রাজ পরিবার ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনে যুক্ত থাকার ফলে মেলা বন্ধ হয়ে যায়, এবং তারই সুফল হিসাবে ভারতে তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা পায়। পুনরায় রায় পরিবার তথা রাজ পরিবারের উদ্যোগে ১৬ বৎসর হল মেলার প্রাণ ফিরে আসে। মেলায় জনস্বাস্থ্য, সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করা, এবং বিভিন্নভাবে পরিবেশমূলক সচেতনতা, চক্ষু পরীক্ষা, রক্তদান পরিবেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা, চারাগাছ রোপণ, খেলাধূলা ইত্যাদি বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের সঙ্গে সাধারণ মানুষকে যুক্ত করে একই সূত্রে গ্রন্থণার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় বলে জানা গিয়েছে। তিনি আরও জানান, তাম্রলিপ্তবাসীর আশীর্বাদ ও ভালোবাসাকে পাথেয় করে আগামী দিনগুলোতে এগিয়ে যেতে চেয়ে একটি পুস্তিকারও প্রকাশ করেন। একদা এই বন্দর দিয়ে সম্রাট অশোকের পুত্র এবং কন্যা রাহুল ও সঙ্ঘমিত্রা বোধিদ্রুম বহন করে সিংহল গিয়েছিলেন। এই বন্দর দিয়েই রাজা বিজয় সিংহ সিংহল রাজ্যে রাজপাট বসিয়েছিলেন।

পরাধীন ভারতে তাম্রলিপ্তে 'তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার' মহারাষ্ট্রে সাতারা এবং উত্তর প্রদেশের বালিয়ায় মোট তিনটি স্বাধীন সরকার স্থাপিত যা কোনওদিনই কারুর ভোলার নয়। জাতীয় সরকারের এখানেই কৃতিত্ব। ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে তুলে ধরতে তাম্রলিপ্ত জনকল্যাণ সমিতির সম্মানীয় সভাপতি শুভেন্দু অধিকারী; তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকারের মহান যুগ পুরুষ সতীশ চন্দ্র সামন্ত, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অজয় কুমার মুখোপাধ্যায় এবং সুশীল কুমার ধাড়ার পূর্ণাবয়ব মূর্তি স্থাপন করেছেন। ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায় '১৩ সালের ১৭ ডিসেম্বর মূর্তি উদ্বোধন করেন। অনুরূপভাবে '১৬ সালে শহিদ মাতঙ্গিনী হাজরার তিরোধান দিবসে শ্রদ্ধা জানাতে সাংসদ শুভেন্দু অধিকারীর ব্যবস্থাপনায় ও নেতৃত্বে আবাস বাড়ির বানপুকুর একটি রিলিফ ক্যাম্প চালু করা হয়। শুভেন্দুবাবুর উদ্যোগে তাম্রলিপ্তের স্বাধীনতার ঐতিহ্য তুলে ধরার চেষ্টা আগামী দিনেও থাকবে বলেন। স্বাধীনতা সংগ্রামী ডাঃ ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের আবক্ষ মূর্তি স্থাপন করা সম্ভব হয়েছে, ২০১৩ সালের ১১ এপ্রিল নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর তমলুকে আগমনের ৭৫তম বর্ষে তমলুক রাজ ময়দানে পূর্ণাবয়ব মূর্তি ও সেই উপলক্ষ্যে ৭ দিনের মেলা করেছেন বলে দাবিদার, তার সঙ্গে পরিবহন মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর প্রেরণাই পাথেয় বলে জানিয়েছেন। অনুষ্ঠানসূচিতে প্রধান অতিথি হিসাবে প্রবীর কুমার সামন্ত (বিচারপতি, কলকাতা হাইকোর্ট), বিশেষ অতিথি পূর্ব মেদিনীপুরের জেলা সভাধিপতি মধুরিমা মণ্ডল, ডাঃ রশ্মি কমল, আইএএস; জেলাশাসক। উপস্থিত থাকেন, অলোক রাজোরিয়া আইপিএস ইত্যাদি গুণীজন প্রমুখ ব্যক্তিত্ব। স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ থেকে কয়েকজন চিকিৎসকের উপস্থিতি, তাম্রলিপ্ত শারদ সম্মানে সম্মানিতও করা হয় শারদীয়া পুজো কমিটির পক্ষ থেকে, নৃত্যানুষ্ঠান, বিচিত্রানুষ্ঠান, কবিতা আবৃত্তি, রক্তদান শিবির ইত্যাদির মধ্য দিয়ে ৮ দিনের এই মেলাকে সর্বাঙ্গীন সার্থক রূপায়ণের চেষ্টায় মেলার পক্ষ থেকে নমস্কার জানিয়েছেন কলকাতা ও হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি তথা সভাপতি অজিত নায়েক, পুরপিতা রবীন্দ্র নাথ সেন, মেলা কমিটির সম্পাদক তথা পূর্ব মেদিনীপুর রেডক্রস সোসাইটির সম্পাদক দীপেন্দ্র নারায়ণ রায়।

পরিশেষে যে কথাটা না জানালে অসম্পূর্ণ থেকে যায়, তা হচ্ছে রাজ পরিবারের শ্রী শ্রী রাধামাধব জীউ মন্দিরে দুপুরে অন্নপ্রসাদ পাওয়া, সাথী বৃক্ষপ্রেমী পরিবেশ বন্ধু দিলীপ কুমার পাত্রের কিন্তু তমলুকের হোটেলে আহারাদির পর, উভয়ে পৌঁছলাম তমলুক হাই স্কুলের প্রদর্শনীতে, এখানে পুষ্প ও ফলের সমাহার ঘটেছে ২৮ থেকে ১ জানুয়ারি '১৮ পর্যন্ত। মেলাটি ৩৯ বছরে পদার্পণ করল। পরিচালক মণ্ডলীর বীতশোক পট্টনায়ক মহাশয়ের সঙ্গে পরিচয় পর্বে জানা গেল পশ্চিমবঙ্গে দ্বিতীয় ফুল মেলা যাহা ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। অন্যান্য ফুলমেলা সাধারণত জানুয়ারি ও ফেব্রয়ারিতে হয়ে থাকে। একমাত্র পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা প্রাঙ্গণে ২৫ ডিসেম্বর পুষ্প প্রদর্শনী হয়ে থাকে তাঁর দাবি। বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ক্যাকটাস; বুগেনভ্যালিয়া; অর্কিড, পাতাবাহার ছাড়াও বিভিন্ন প্রজাতির সাদা, হলুদ ফুলের সমারোহ, টবের মধ্যে বিভিন্ন প্রজাতির কমলালেবু, লেবু, কুল, আঁঠাবেল, বেগুন, লঙ্কা, পেয়ারা, লাউ, কুমড়া ইত্যাদির সমারোহে চমৎকৃত হওয়ার মতো। এবার উভয়েই বাড়ি মুখো হয়ে মাতঙ্গিনী হাজরার অবয়ব মূর্তির সামনে থেকে বন্ধুবর দিলীপ ময়নামুখো আর আমি উলুবেড়িয়ার পথে।

পাঠকদের নিরন্তর চাহিদাকে বিবেচনা করে এবার থেকে চালু হল সাহিত্যের নতুন বিভাগ। প্রতি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে উন্মোচিত হবে এই বিভাগের জানালা কবিতা বা ছড়া (১২ – ১৪ লাইনের মধ্যে) অণু গল্প (১৫০ শব্দ)। একটি পাতায় একটিই লেখা রাখুন। জেরক্স কিংবা দুর্বোধ্য হস্তলিপি গ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লেখা সরাসরি পাঠাবেন – এই ঠিকানায়। বিভাগীয় সম্পাদক / মাঙ্গলিকী, আলিপুর বার্তা, ৩২০ ব্যানার্জী পাড়া রোড (চ্যাটার্জী বাগান) পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা–৭০০ ০৪১

আমাদের প্রতিনিধি ● উত্তর ২৪ পরগনা : কল্যাণ রায়চৌধুরী –৯০৫১২০৮৪৬০/ হুগলি : মলয় সুর –৮৪২০৩৩২৭৯৬/ পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর : পুলক বড়পান্ডা – ৯৬৩৫৯৮৫৫৭০/বীরভূম: অভীক মিত্র–৮১১৬৪৮৭০৪৬

ভারতীয় ফুটবলের মূলস্রোত থেকে ছিটকে যাচ্ছে মোহন–ইস্ট

অরিঞ্জয় মিত্র

ভারতীয় ফুটবল তার অপেশাদার কাঠামো ভেঙে বেশ কয়েক বছর আগেই প্রবেশ করে পেশাদারীর জগতে। তাও হার্ডকোর পেশাদার যে কলকাতার ফুটবল হয়ে উঠতে পারেনি তার প্রমাণ মিলল সদ্য সমাপ্ত সুপার কাপে যেভাবে মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলকে চুরমার করে জিতে নিল বেঙ্গালুরু এফসি। তার আগে অবশ্য আই লিগের কুঁড়েঘর ছেড়ে আইএসএলের অট্টালিকায় স্থায়ী বসবাস শুরু করে দিয়েছে সুনীল ছেত্রী, মিকাদের বেঙ্গালুরু। এমনকি সাফল্যের কারণ হিসাবেও বেঙ্গালুরুর ফুটবলাররা একটাই কথা বলছেন টিম ম্যানেজমেন্ট তাদের কোনও কিছুর অভাব রাখেনি। সব কিছু উজাড় করে দিয়েছে প্লেয়ারদের জন্য।

অথচ সেখানে কলকাতার দুই বড় প্রধান আই লিগের বদ্ধ ঘর থেকে বেরোতে তো পারল নাই, তার ওপর এখনও মান্ধাতার আমলে ক্লাব চালানোর অভিযোগ উঠছে এই দুদলের কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে। এমনকি বিদেশি আনার নামে কাটমানি খাওয়ার অভিযোগেও কলুষিত হচ্ছে কলকাতার ক্লাবগুলি। মূলত ২–৩ জন কর্তা নিজেদের করায়ত্ত করে রাখার জন্যই মোহন–ইস্ট ভারতীয় ফুটবলের মূল স্রোতে মিশতে পারল না বলে অভিযোগ উঠছে বারংবার। 'কালকের যোগী' বেঙ্গালুরু এফসি তাই মাত্র কবছরের মধ্যেই দেশের ফুটবলের অন্যতম সেরা শক্তি হয়ে উঠেছে। আইজল, মিনার্ভা পাঞ্জাব, লাজং প্রভৃতি দলগুলিও আগামীতে বেঙ্গালুরুর পথ অনুসরণ করবে বলে মনে করছেন ফুটবল বিশেষজ্ঞরা। সেক্ষেত্রে মোহনবাগান–ইস্টবেঙ্গল হাজারো সুযোগ–সুবিধা থাকা সত্ত্বেও দেশের ফুটবলের মূল ধারা থেকে ক্রমশ হারিয়ে যেতে থাকবে।

এমনিতেই বিগত বেশ কিছু বছর জাতীয় ফুটবলে সেভাবে দাগ কাটতে পারছে না কলকাতার দলগুলি। মোহনাবাগান তাও এক যুগ পরে আইলিগ ঘরে তুললেও ইস্টবেঙ্গল সেদিক থেকেও অনেকটাই পিছিয়ে পড়েছে। তাও দেখা যাচ্ছে আইলিগটাই কার্যত ভ্যানিশ হয়ে যাবে দেশের ফুটবল মানচিত্র থেকে। সেক্ষেত্রে সবেধন নীলমণি মোহন–ইস্ট কিভাবে টিকে থাকে সেটাই দেখার। তাদের হাল যেন আবার মহমেডান স্পোর্টিংয়ের মতো না হয়। এমন ভয়ও পাচ্ছেন অনেকেই। বস্তুত তাও কলকাতার দুই প্রধানের মুখিয়াদের মধ্যে কোনও তাপ–উত্তাপ লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। যেমন চলছে তেমন চললেই হবে গোছের মনোভাব নিয়ে এগোচ্ছেন এই ক্লাব কর্তারা।

অথচ এখনও এদেশের বুকে কী আইএসএল আর কি আইলিগ দুজায়গাতেই সমর্থকের বিচারে মোহন–ইস্টের পাল্লা অনেকটাই ভারী। এই সুবিধাটাকেই কাজে লাগাতে ব্যর্থ হচ্ছে এই দুই টিম ম্যানেজমেন্ট। ফলে ক্রমশ পিছিয়ে যাচ্ছে ভারতীয় ফুটবলের আপটুডেট ফর্ম্যাটের সঙ্গে। তাহলে উপায়টা কী? কি করলে ফের কলকাতা আবার তার আগের জায়গাটা ফিরে পাবে। সত্যি কথা বলতে, কলকাতার তথা বাংলার ফুটবলের এই পশ্চাদপসরণ তো নতুন কোনও ঘটনা নয়। গত এক যুগের বেশি সময় ধরে কলকাতা ক্রমশই পিছিয়েছে বাকিদের নিরিখে। প্রথমদিকে গোয়ার ক্লাবগুলির দাপটে মোহন–ইস্টের অবস্থা হয়েছিল বেহাল। তারপর গোয়া যেই সেই গরিমা হারাতে শুরু করল এক এক করে সে জায়গাটা ছিনিয়ে নিল বেঙ্গালুরু, আইজল, লাজং কিংবা আজকের মিনার্ভা পাঞ্জাব। অথচ কলকাতার ফুটবল সেই অন্ধ গলির মধ্যে ঘুরপাক করেই দিন কাবার করে যাচ্ছে।

কলকাতার ফুটবল কিংবা এখানকার ফুটবলাররা যে পেশাদার হয়ে ওঠেন নি তা কিন্তু নয়। বরং চাকরিজীবী খেলোয়াড়দের সঙ্গে সঙ্গে যখন শুধু ফুটবলকে জীবিকা বেছে নেওয়া খেলোয়াড়রা উঠে আসছিলেন তখন গড়পরতা বাঙালি সমাজ কেমন যেন ভুরু কুঁচকেছিল। তাঁদের বক্তব্য ছিল, ফুটবল খেলে কি আর সংসার যাপন করা যাবে? এতটা ঝুঁকি নেওয়া মোটেই ঠিক নয়। আসলে তখনও বাঙালি ফুটবলারদের অধিকাংশ কেন্দ্রীয়, রাজ্য অথবা বড় কোনও সংস্থার চাকরিটাকেই প্রাধান্য দিতেন বেশি।

এই জমানাটাই পালটে গেল নব্বইয়ের দশক থেকে। বস্তুত, বিদেশি ও অন্য রাজ্যের ফুলটাইমারদের সঙ্গে ঘর করতে করতে স্থানীয় ফুটবলারদের মানসিকতাই এরপর বদলাতে আরম্ভ করল। তারাও চাকরির নিরাপত্তাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে পুরোদস্তুর পেশাদার হওয়া শুরু করলেন। সেটা ছিল একটা ধাপ। আর এখন আইএসএলের জমানায় ফের অন্যদিকে মোড় নিয়েছে পেশাদারিত্বের এই তকমা। এই জায়গাতেই কেমন যেন আধখেঁচড়া হয়ে পড়ে রয়েছে বাংলার ফুটবল। এখন থেকেই পদক্ষেপ না নিলে আগামীতে কলকাতার ফুটবল ইতিহাস হয়ে উঠতেও সময় নেবে না।

রেনেসাস ছোট্ট রেনেসার

রিম্পি ঘোষ: সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কানিনজুকো ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় কাতায় ব্রোঞ্জ ও কুমিতেতে রূপো জিতে সারা ফেলে দিয়েছে হুগলি জেলার হিন্দমোটরের মেয়ে বছর দশেকের রেনেসা পাল। হিন্দমোটরের দেবাইপুকুর ব্যাঙ্ক পার্কের বাসিন্দা ছোট্ট একরত্তি একটি মেয়ে রেনেসা। যখন তাঁর বয়স আট–সাড়ে আট তখন স্থানীয় ব্যাঙ্ক পার্ক নাগরিক সংস্থা ক্লাবে শানু মিত্রের অধীনে তার এই ক্যারাটেতে হাতেখড়ি। ২০১৫ সালে আন্তঃ জেলা ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় কাতায় ব্রোঞ্জ জয় করে রেনেসা। এরপর আর তাকে পেছনে ফিরে তাকাতে হয় নি।

এরপর হুগলি জেলার মহকুমা স্তরের ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় কাতা ও কুমিতেতে উভয় বিভাগেই সোনা (২০১৬ সাল), ওই বছরই জেলা স্তরের কানিনজুকো ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় কাতায় রূপো ও কুমিতেতে ব্রোঞ্জ, সারা বাংলা আন্তঃ বিদ্যালয় আমন্ত্রণমূলক ক্যারাটে ডো চ্যাম্পিয়নশিপে সোনা ও ব্রোঞ্জ (২০১৬ সাল),

ওপেন ইন্টার স্কুল কানিনজুকো ক্যারাটে ডো ট্যালেন্ট হান্টে কুমিতেতে ব্রোঞ্জ (২০১৭ সাল), ২০১৭ সালেই হুগলি জেলার মহকুমাভিত্তিক আমন্ত্রণমূলক ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় কাতায় রূপো ও কুমিতেতে ব্রোঞ্জ,অষ্টম হুগলি ক্যারাটে ডো চ্যাম্পিয়নশিপে কাতা ও কুমিতেতে উভয় বিভাগেই ব্রোঞ্জ (২০১৭ সাল) এইরকম অসংখ্য পদক ঠাঁই পেয়েছে রেনেসার ঝুলিতে।

ডানকুনির মেথডিস্ট স্কুলের পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রী রেনেসার পরিবারে রয়েছেন বাবা রাজীব পাল চাকরি করেন, মা মল্লিকা পাল গৃহবধূ, দিদি তিয়াশা পাল কলেজে স্নাতক স্তরে পাঠরতা, দাদু নিরঞ্জন পাল ও ঠাকুমা রেখা পাল। ক্যারাটে শেখার পাশাপাশি রেনেসা নাচ ও আঁকাও শেখে। এই মাত্র দশ বছর বয়েসের মধ্যেই ক্যারাটেতে এতগুলি পদক জয়ের পাশাপাশি দুটি ডকুমেন্টারি সিনেমা ও একটি বিজ্ঞাপনেও অভিনয় করেছে ছোট্ট রেনেসা। রেনেসা অবসর সময় কাটায় আরব্য রজনী ও মা মল্লিকা পালের ইউটিউব সার্চ করে রূপকথার

বই পড়ে। ভবিষ্যতে কি হতে চাও? এই প্রশ্নের উত্তরে রেনেসার চটজলদি উত্তর তারকনাথ সর্দারের মত প্রশিক্ষক হতে চাই। তিনিই আমার আদর্শ।

গড়িয়ায় ছাত্র যুব চ্যালেঞ্জ কাপ

নিজস্ব প্রতিনিধি : গড়িয়া স্টেশন এলাকায় ৫ নং ওয়ার্ডে আগুয়ান সংঘে এক বিশাল ফুটবল প্রতিযোগিতা হয়ে গেল। এই প্রথম ৫নং ওয়ার্ডে কাউন্সিলর তরুণ কান্তি মণ্ডলের উদ্যোগে ফুটবল প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে পাঁচপোতা যুব সংঘ ও আর্যনগর যুব সংঘ। দু দলের মধ্যে ছিল লড়াকু খেলোয়ারেরা। খেলা শেষে আর্যনগর সংঘের স্কোর হয় ২, পাঁচপোতা গোল দেয় ৩টি। টান টান উত্তেজনায় শেষ মুহূর্তে গোল দিয়ে আর্যনগরকে কাবু করে জিতে যায় পাঁচপোতা যুব সংঘ। দুদিন ব্যাপী ছাত্র ও যুব চ্যালেঞ্জ কাপে সংঘের মাঠে আনাচে কানাচে লোক ভর্তি হয়ে গিয়েছিল। পরিচালনায় ছিল তৃণমূল কংগ্রেস ও তৃণমূল যুব কংগ্রেস, ছাত্রপরিষদ, জয়হিন্দ বাহিনী।

এদিন উপস্থিত ছিলেন চ্যালেঞ্জ কাপের প্রধান পৃষ্ঠপোষক সোনারপুর উত্তর বিধানসভার সভাপতি অমিতাভ দত্ত (পাপাই) উদ্বোধক ছিলেন তরুণ কান্তি মণ্ডল ৫ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর রাজপুর সোনারপুর পুরসভা, সোনারপুর উত্তরের বিধায়ক ফিরদৌসী বেগম, কাউন্সিলর পাপিয়া হালদার ১ নংওয়ার্ড, কাউন্সিলর অমরেশ সরদার ২নং ওয়ার্ড, কাউন্সিলর ৩নং ওয়ার্ড অশোকা মৃধা।

এছাড়া উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা তৃণমূল জয়হিন্দ বাহিনী সভাপতি পল্লব কান্তি ঘোষ, ও গড়িয়া টাউন তৃণমূল জয়হিন্দ বাহিনী সভাপতি অরিন্দম দত্ত, সমরজিৎ কৃষ্ণ ব্যানার্জী সভাপতি সোনারপুর উত্তর বিধানসভা তৃণমূল ছাত্রপরিষদ। রাজপুর সোনারপুর পুরসভার অধীনে ৩৫টি ওয়ার্ড থেকে তৃণমূল ছাত্র, যুব, জয়হিন্দ সংগঠন থেকে হাজার হাজার দর্শকরা উপস্থিত হয়েছিল এই আগুয়ান সংঘের মাঠে ছাত্র যুব চ্যালেঞ্জ এর খেলা দেখতে।

শারীরিক প্রতিবন্ধকতাকে তুড়ি মেরে এগোচ্ছেন পরিমল

মলয় সুর : অভাবের মধ্যেও যোগব্যায়াম চালিয়ে যাচ্ছেন বনগাঁর প্রতিবন্ধী পরিমল বিশ্বাস। ঠিকমতো দু'বেলা পেট ভরে খাওয়া জোটে না। বেশির ভাগ দিনই আধপেটা খেয়ে উপোস করে দিন কাটাতে হয়। পরিমলের বাড়ির অভাবের সংসার। কিন্তু দারিদ্রকে উপেক্ষা করেই প্রতিবন্ধী পরিমল এভাবেই চালিয়ে যোগ ব্যায়ামে ধারাবাহিকভাবে সাফল্য অর্জন করে অনন্য নজির সৃষ্টি করে চলেছেন। পরিমল জেলা, রাজ্য তো বটেই জাতীয় স্তরেও বেশ কয়েকবার অংশগ্রহণ করে যোগব্যায়ামে পুরস্কার ছিনিয়ে নিয়ে এসেছেন। বনগাঁর ছয় ঘরিয়া পল্লি অঞ্চলে প্রখ্যাত পুরাতত্ত্ব বিশেষজ্ঞ রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির কাছেই টালির ছাউনি ও দরমার বেড়া দেওয়া ঘরে সকল সদস্যদের থাকতে হয়। সেই ঘরেতে অনেকটা জুড়ে রয়েছে অসংখ্য ট্রফি মেডেল ও শংসাপত্র

ভর্তি। যোগব্যায়ামে সাফল্যের জন্য বিভিন্ন জায়গা থেকে এগুলি পেয়েছেন পরিমল। একসময় মাছ ধরে বিক্রি করে পরিবারের সাজতনের পেট চালাতেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৯৮৮ সালে বনগাঁ–শিয়ালদহ শাখায় ঠাকুরনগর স্টেশনে রেল দুর্ঘটনায় তাঁর বা–পায়ের নীচের অংশ বাদ যায়। পঙ্গু হয়ে পড়ার পর কিছু একটা নিয়ে বেঁচে থাকার জন্য পরিমল যোগব্যায়াম শুরু করেন। তারপর নিজের অজান্তেই যোগব্যায়ামকে ভালবেসে ফেলেন। সেই শুরু, চলছে আজও। ১৯৯৫ সালে রাজ্য ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ দফতর আয়োজিত যোগব্যায়াম প্রতিযোগিতায় প্রথম হন পরিমল। এরপর ১৯৯৬তে মুর্শিদাবাদে আয়োজিত রাজ্য যোগব্যায়ামে চতুর্থ হন। ১৯৯৭ সালে উত্তরপ্রদেশের বারানসীতে অল ইন্ডিয়া যোগাকালচার ফেডারেশন আয়োজিত সারা ভারত যোগাসনে পঞ্চম স্থান লাভ করেন। তারপর ১৯৯৮ সালে হুগলির ত্রিবেণিতে রাজ্য যোগাসন প্রতিযোগিতায় চতুর্থ হন। ১৯৯৯তে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বজবজে সুভাষ বিদ্যালয়ে রাজ্য যোগাসনে দ্বিতীয় হন। ওই বছরই দমদমে পশ্চিমবঙ্গ যোগা কালচার অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত প্রতিবন্ধীদের যোগব্যায়াম প্রতিযোগিতায় প্রথম হন। ২০০০ সালে মধ্যমগ্রামে প্রতিবন্ধীদের নিয়ে অনুষ্ঠিত সারা ভারত যোগাসন চ্যাম্পিয়নশিপে দ্বিতীয় স্থান হয়। ২০০২ সালে নেদারল্যান্ডে অনুষ্ঠিত ডাচ ওপেন চ্যাম্পিয়নশিপে অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়েও অর্থের অভাবে সেখানে যেতে পারেন নি পরিমল। ২০০৬ সালে বনগাঁয় প্রখ্যাত সাহিত্যিক রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় ভবনে তৎকালীন বাম আমলে প্রয়াত ক্রীড়ামন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তীর সামনে পরিমল যোগ প্রদর্শন করেন। সুভাষবাবু যোগার উপর তাঁর কলা কৌশল দেখে পরিমলকে দশ হাজার টাকার চেক দেন। তিনি তার প্রতিলিপি এখনও সযত্নে তুলে রেখেছেন। যোগাসনের মাধ্যমে পরিমল ইতিমধ্যেই বিভিন্ন রকম যোগার মুদ্রা আয়ত্ব করেছেন। ফুটবলের উপর এক হাতে ময়ূরাসন, চেয়ারের উপর ভর দিয়ে হস্ত শীর্ষাসন, একইভাবে সাইকেলের উপরে ও পশ্চিমত্তাসন অবস্থায় ৪০০ কেজি ওজন নিতে পারা। তিনি জানালেন, তাঁর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য নজির রয়েছে নদী বা গঙ্গায় এক ডুব দিয়ে ওপারে উঠা। এরই পাশাপাশি নদীতে যোগের মাধ্যমে কলাগাছের ভেলায় মশারি খাটিয়ে ১০ কিমি পর্যন্ত বিনা সাঁতারে যেতে পারবেন। সেই সঙ্গে উদ্দেশ্য একটাই 'যোগ নিরাময়' এর পর্যায়ে সাধারণ মানুষকে সচেতন করাও তাঁর লক্ষ্য। তাঁর এই প্রচেষ্টায় পাশে পেয়েছেন পরিবারকে। পরিমলের মনে প্রচণ্ড ক্ষোভ বিদ্রোহ দানা বেঁধেছে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার তাঁকে কোনও আর্থিক সাহায্য বা সম্মানিত করেন নি। সদ্য পূর্ব মেদিনীপুরের নদীতে এক ডুবে ওপারে উঠে আসা। স্থানীয় দর্শকদের চোখ ছানাবড়া হয়ে যায়। এখন পরিমলের বিরল স্বপ্ন ওয়ার্ল্ড গিনেস বুকে রেকর্ড করা। তাহলে যোগের সাফল্যের জন্য সংসারের হাল ফেরানো যাবে। প্রতিদিন পেট ভরে খাওয়া যাবে। সেই টার্গেট নিয়েই এগোচ্ছেন পরিমল। সংসারের একমাত্র উপার্জনশীল ৬২ বছরের পরিমল এখন তাঁর পরিবারের সদস্যদের যোগে অভ্যস্ত করিয়েছেন। এর সাহায্যে ফিজিও থেরাপির চিকিৎসা করছেন বহু দুরারোগ্য রোগীর। যা অনেক রোগীদের ফেরত পাঠান ডাক্তাররা। তিনি অনায়াসে যোগ মুদ্রায় চিকিৎসা করে সুস্থ করে তুলছেন। তাঁর এই পাগলামি উদ্যোগে কারও প্রাণ বাঁচে তাতেই খুশি ও মন সার্থক হয়।

প্রতিবন্ধী ক্রিকেট প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : কেরল রাজ্যের কালিকট জেলার কোচিগড় স্টেডিয়ামে আগামী ১১ থেকে ১৪ মে পর্যন্ত ২০ ওভারের 'প্রতিবন্ধী জাতীয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতা' অনুষ্ঠিত হবে।

প্রতিযোগিতায় পশ্চিমবঙ্গ থেকে ১৫ সদস্যের ক্রিকেট টিম অংশগ্রহণ করবে। বীরভূম জেলার হয়ে প্রতিনিধিত্ব করবে কুশমোড় গ্রামের সিটন মাল এবং রামপুরহাট পুরসভার নিশ্চিন্তপুরের কার্তিক মাল। কোচ হিসাবে তাদের সঙ্গে থাকবেন বীরভূম জেলার বিখ্যাত প্রতিবন্ধী কোচ বদরুজ্জোহা শেখ মহাশয়।

মনের খেয়াল

ঘোলা জল

জ্ঞানেন্দ্র নাথ রায়

উচ্চমাধ্যমিকে যারা যারা প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে সুমিতদের স্কুল থেকে তাদেরকে বিশেষ সম্বর্ধনা জানানো হবে। সুমিতের দীর্ঘ বারো বৎসরের স্মৃতি জড়িয়ে আছে এই স্কুলে। সম্বর্ধনা জানানোর অর্থ হল এই বিদ্যালয় থেকে তাকে বিদায় জানানো। তাই সুমিতের মন খারাপ।

সম্বর্ধনার দিন সুমিতের নাম অনেকবার উচ্চারিত হয়েছে ঘোষকের মুখে কারণ সুমিত এই বিদ্যালয়ের বরাবরের ভালো ছেলে। কোনো পরীক্ষাতেই ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে নি। আর উচ্চমাধ্যমিকে তো এই দক্ষিণ দিনাজপুরের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ও প্রথম।

এই সম্বর্ধনা সভায় সভাপতিত্ব করছিলেন জেলা শাসক শ্রীযুক্ত অনিমেষ কিসকু। উনি সব কথা খুব মন দিয়ে শুনছিলেন। সুমিতকে সরাসরি জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা সুমিত, আমার খুব জানার ইচ্ছা যে তুমি

পড়াশোনায় কেন এত ভালো। প্রতি বছর কীভাবে তুমি এত ভালো স্কোর করেছ? তোমার গুপ্ত রহস্যটা কী?

সুমিত তার বক্তব্য রাখে। প্রথমতঃ আমি আমার ধন্যবাদ জানাই আমার মা বাবাকে। তাঁরা কোনদিন আমাকে পড়াশোনার বিষয়ে, এই পড়ছিস না কেন, খেলছিস কেন এরকম কথা বলতেন না। ওনারা বলতেন, সব দায়িত্ব তোমার নিজের। আমার উপর সব দায়িত্ব থাকার ফলে আমি আমার মতো চলতাম। পড়তে ইচ্ছা না করলে পড়তাম না। কিন্তু পড়তে বসলে পূর্ণ মনোসংযোগ করতাম পড়াশোনার প্রতি। উদ্দেশ্যহীন হয়ে কোনদিন পড়তে বসি নি। আমি মহাপুরুষদের বিশেষ করে স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী খুব মন দিয়ে পড়তাম। তা থেকেই আমি জানতে পেরেছি কীভাবে পড়াশোনা করতে হয়।

সুমিত আরো জানালো, আমি পরীক্ষার আগের দিন কখনও পড়ি না, ঘুমুই বা গান শুনি। জেলা শাসক বিস্মিত হয়ে জানতে চাইলেন, সেটা কেন?

–আমি, কোনদিন কাউকে এ কথা বলি নি, কারণ কেউ বিশ্বাস করবে না। আসলে অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি পরীক্ষার ঠিক আগে পড়াশোনা করলে মনটা বিক্ষিপ্ত হয়, তখন জানা জিনিসও ঠিকমত মনে পড়ে না, অনেকটা ঘোলা জলে কিছু দেখতে না পারার মত। কিন্তু মনটা শান্ত থাকলে পরীক্ষার সময় সব কিছু মনে পড়ে যায়।

ভূতেদের ম্যাজিক!

অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় (জাদুকর)

অমাবস্যার রাতে কবরখানায় ভূত–দর্শকদের ম্যাজিক দেখাচ্ছেন জনৈক ভূত জাদুকর। তাঁকে সহযোগিতা করছেন তাঁর গুরু এক প্রবীণ ভূত জাদুকর। একটি কবরের উপরের পাথরের ঢাকনা কেটে ভূত জাদুকর তৈরি করেছেন একটি ঢাউস হ্যান্ডব্যাগ। এটি খালি দেখিয়ে তিনি তার থেকে অজস্র প্রাণী যেমন টিকটিকি, আরশোলা, বিছে— আরও কত কি বার করবেন! তাই দেখে আনন্দে ও অবাক হয়ে ভূত–দর্শকেরা 'খটাখট খটাখট' হাততালি দেবেন, 'গা ছমছম' করা ম্যাজিক জমে উঠবে।...

সংযোজনা : জাদুকর অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জাদু গ্রন্থাগার থেকে ছবিটি সংকলিত; কাহিনী রচনা জাদুকরের (না, ভূত জাদুকরের নয়!)।

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি–র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম–সামালি, পোস্ট–ন'হাজারি, থানা–বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭ (ফোন–২৪৭৯–৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩–২৮৩৯–১৫৪৪, ই–মেল–alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com